ধৃতং প্রেম

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

নবম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত 'কুমারীর পবিত্রতা' প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী - ২২১০১০

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

নবম খণ্ড

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) 2017

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-82043-40-9

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

নবম খণ্ডের নিবেদন

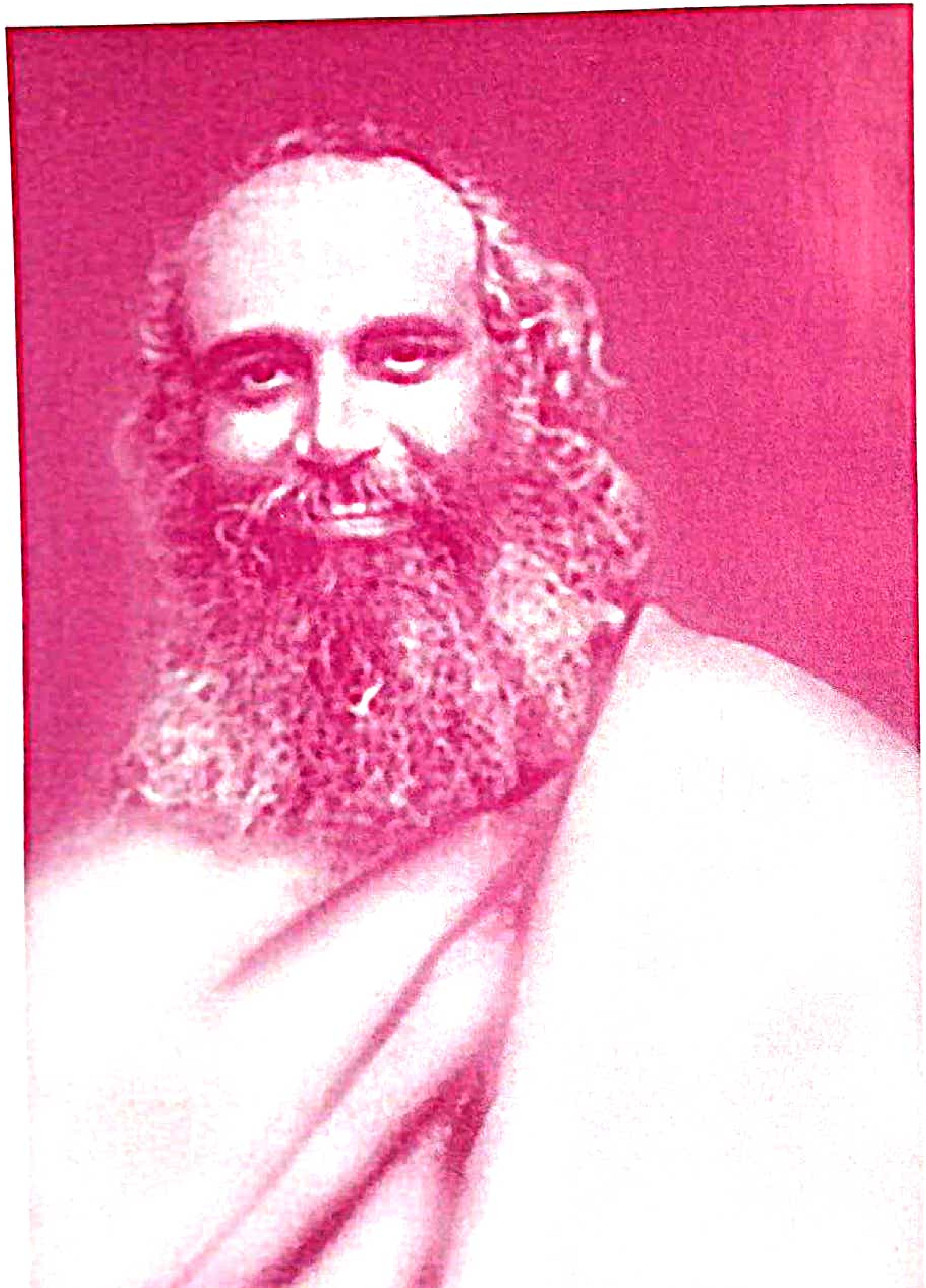
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম-সাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫, ১৩৬৬ ও ১৩৬৭ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার নবম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" নবম খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭ বাং

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী—১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

ধৃতং প্রেম্না নবম খণ্ডের এই তৃতীয় সংস্করণ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(নবম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র পাহাড়ী রেল-ষ্টেশানটীতে উদয়াস্ত হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আরও সুখী হইলাম এই সংবাদে যে, নিকটবর্ত্তী নাগা বস্তীর এবং কাছাড়ী বস্তীর পাহাড়ী নরনারীরা আমন্ত্রিত হইয়াছে এবং তাহারা দলে দলে আসিবে। অজ্ঞানতাবশতঃ উহারা অপরিচ্ছন্ন থাকে। কতকটা পূর্ব্বাভ্যাস এবং দারিদ্র্যবশতঃও বটে। কিন্তু কেহ অপরিচ্ছন্ন, অজ্ঞান এবং

অশিক্ষিত, এই যুক্তিতেই কাহাকেও হেও জ্ঞান করা উচিত নহে। তাহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এমন কথাও কেহ বলিতে পারিবে না। মানুষকে বিচার করিও তাহার সম্ভাবনা দিয়া। খুঁজিয়া বাহির কর, কাহার নিকটে ভাবীকালে কি প্রত্যাশা করা যায়। গড়িয়া তুলিতে পারিলে যাহার নিকটে উন্নতি বা সমুজ্জ্বল প্রতিভার প্রত্যাশা আছে, তাহার পিছনে জোঁকের মতন আমাদিগকে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এক দলা মাটি ছানিয়া হয়ত প্রতিমা হইবে। কাদামাটি সুন্দর নহে। কিন্তু প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। আর একদলা মাটি দিয়া হয়ত উৎকৃষ্ট ইষ্টক হইবে—যেই ইষ্টকের দ্বারা অভ্রভেদী প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব। আর একদলা মাটি দগ্ধ করিলে হইবে স্ফটিক অথবা শুচিশুভ্র কাচ, যেই কাচে পারদ ধরাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলের মুখের সম্মুখে দর্পন হইয়া দাড়াইবে। যাহাদিগকে আমরা অবজ্ঞেয় মনে করি, তাহারা অবজ্ঞেয় নহে।

কিন্তু এই কথার প্রত্যয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবে কি করিয়া? প্রেম না থাকিলে কেবল বুদ্ধির বলে ইহা বুঝা যায় না। প্রেমিক মানুষেরা সাধারণ মানব-সন্তানের ভিতর দুইটা বিশেষত্ব বা চারিটা অলৌকিকত্ব দেখিয়া তাহাকে একেবারে ঈশ্বরের অবতার বানাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পূজা করিয়াছে, তাহাকে অর্চ্চনা করিয়া প্রাণভরা শান্তি কুড়াইয়াছে। ইহা

প্রেমেরই শক্তি, অবতারের শক্তি নহে। তোমাদের ভিতরে এমন প্রেমের শক্তি জাগুক, যাহার বলে ঐ লালং, রূপিনী, কুকি, ডিমাছা, নাগা, লুসাই প্রভৃতির মধ্যেও শত শত ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। তোমরা বিশ্বাস করিও পরমেশ্বরের এই ক্ষমতা আছে যে, তিনি যে-কোন জীবের মধ্য দিয়া তাঁহার দিব্য সত্তার অকল্পনীয় বিকাশ ঘটাইতে পারেন, তিনি বহুজন পদবিদলিত তুচ্ছ তৃণখণ্ডকে ত্রিদিব-বাঞ্ছিত কল্প-পাদপে পরিণত করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার করুণায় শক্তিমন্ত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু হইয়াছেন, তাঁহারই করুণায় তুমি কিম্বা আমি ঐ লালং, কুকি, নাগা কোটি অন্ধের দৃষ্টিদাতা, কোটি বদ্ধের মুক্তি-দাতা, কোটি অজ্ঞানের আত্মসম্বিতের পরিস্ফুরক ঈশ্বরাবতার হইতে পারে। মানুষের প্রেম আর পরমেশ্বরের কৃপা—এই দুইটীরই মাত্র অপেক্ষা।

প্রচলিত ধর্ম্মমত, দার্শনিক মতবাদ, কুলাগত সংস্কার, পারিপার্শ্বি ক পরিবেশ এবং অভ্যস্ত চিন্তা-প্রণালীর বহু উর্দ্ধেউঠিয়া তোমরা প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর পরিপূর্ণ ভগবানকে দেখিতে এবং দেখাইতে প্রস্তুত হও। এক একটা করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে আর এক একদল শিষ্য নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বশক্তির অপচয় করিবে, এই কলঙ্কের সহিত আপোষ করিও না। তোমরা প্রতিজনের ভিতর ঈশ্বরাবতার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

খুঁজিয়া বাহির কর। নির্ব্বিদ্বেষ বিচার-বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ সত্যানুসন্ধান, অকপট সত্যানুসরণ এবং অকৃত্রিম সেবৈষণা সম্বল করিয়া তোমরা কর্ম্মপথে ধাবিত হও,—বজ্রের ধরিয়া সাহস, বাত্যার লইয়া বিক্রম, সমুদ্রের লইয়া উদারতা, আকাশের লইয়া বিশালতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩০শে, ফাল্গুন ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও

মৃত্যু দেহেরই হয়, সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মা থাকেন। দেহধারী অবস্থায় জীব যেই সকল কাজ করিয়াছেন, সংস্কার রূপে তাহার প্রতিফলন আত্মার উপরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা সংস্কারের অধীন হইয়া বারংবার জন্ম-মরণ দুঃখবরণ করেন। জড় দেহ ত্যাগ মাত্রই আত্মাকে সংস্কার অনুযায়ী নূতন দেহ-ধারণ করিতে হয়। পুরাণাদিতে স্বর্গ-নরকাদি ভোগের যে কাহিনী আছে,

তাহা আক্ষরিক ভাবে সত্য নহে, রূপক-মাত্র। সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্পূর্ণরূপে কাল-নিরপেক্ষ এবং তাহা একান্তই মানস-সংস্কার-সঞ্জাত। মৃত্যুর পরে কোন আত্মাই কোন আত্মার আত্মীয় থাকে না। প্রত্যেকেই পরমাত্মার আত্মীয় হইয়া পড়ে। জীবৎকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছি মরণের পরে যদি তাহাদের সাথে দেখা হইত, তাহা হইলে হয়ত পরলোকেও ফৌজদারী কোর্টের আবশ্যক হইত। প্রত্যেক জীবই কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তর পাইতেছে। অতএব মৃত্যুর পরে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের চিত্ত-সংস্কার ছায়া রূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহার সাক্ষাৎকার অনেকের হইয়া থাকে। সেই সাক্ষাৎকারও নিজ নিজ সংস্কারানুগ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক আত্মাই নিজ নিজ পরম অভিলষিতের পথে চলিতে থাকে। কাহার সঙ্গে কবে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, ইহা স্মরণ রাখিবার অবকাশ তাহার থাকে না। এক অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণে আত্মা ছুটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সহিত বিভিন্ন জড়দেহে তাহার যে পরিচয় হইতেছে, তাহার মূল প্রয়োজন পরমপ্রেমময়কে লইয়া। তাই মৃত্যুর পরে ইহ-জীবনের আত্মীয়কে দিয়া তাহার আর কোন প্রয়োজনই নাই।

প্রচলিত মত এবং বিশ্বাসের সহিত কথাগুলি মিলিবে না।

কিন্তু ইহা আমার উপলব্ধির কথা। তোমাকে অকপটে না লিখিয়া পারিলাম না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২রা চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি "পারস্পরিক-সাহায্য-সমিতি"র যে একখানা ফরম পাঠাইয়াছ, আমার দৃষ্টিতে ইহা সুকৌশলী ধনলুব্ধের টাকা লুটিবার ফাঁদ। ইহা এক হিসাবে লটারীর সমতুল্য। কিন্তু জুয়া-আইন হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ইহাতে একটু সরস চতুরতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। আবার, ইহারা যদি ইচ্ছা করিয়া প্রতারণা করে, তাহা হইলে যাহাতে কেহ ইহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নিতে সমর্থ হয়, তাহারই সতর্কতা হিসাবে প্রতিজনের মনিঅর্ডারের রসিদখানা আগে পাইবার জন্য সর্ত্ত রাখিয়াছে। তোমরা সরল বুদ্ধিতে ইহাদের ধূর্ত্ততাকে লোককল্যাণ-বুদ্ধি বলিয়া ভ্রম করিয়াছ। আমার

মতে, তোমাদের প্রত্যেকের এই পাপ হইতে দূরে থাকা উচিত। যাহার সুদূরপ্রসারী ফল লোক-প্রবঞ্চণা, তাহা হইতে তোমাদের আশ্রম লাভবান্ হইতে চাহে না। এক লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা লোভ দেখাইয়া অনেক সরল গ্রাম্য লোককে ইহারা এমন একটা স্কীমে টানিয়া আনিয়াছে, যেই স্কীম কিছুকাল পরে আর বাড়িতে পারিবে না। তোমরা আশ্রমকে সাহায্য করিবার জন্য এই পথের আশ্রয় নিতে পার না।

স্বীকার করি পুপুন্কী আশ্রম এখন আমার গলার কাঁটা, ঘাড়ের বোঝা, হাড়ের যক্ষ্মা হইয়াছে। তোমরা এই আশ্রমের সম্পর্কে অনেকে সচেতন হইয়াছ দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি। অতীতে কখনও তোমরা তোমাদের আশ্রম সম্পর্কে এতটা সচেতন হও নাই। হয়ত এই আশ্রমের অনেকটা অংশই চিরতরে পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য হইব কিন্তু তোমরা অপরের লুব্ধ কৌশলের নিরীহ শিকার হইয়া টাকা পাইবার আশায় তাহাদের অসুন্দর পরিকল্পনার সহিত হাত মিলাইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আশ্রমটার বর্ত্তমান সঙ্কট দেখিয়া তোমাদের যদি প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তবে প্রতিজনে এক বেলা উপবাস করিয়া সেই টাকা পাঠাও। পাপের অর্থ আমি চাহি না। তোমরা না জানিয়া সহযোগ করিতেছ, পাপ তোমাদের নহে। কিন্তু যাহাদের পরিকল্পনাকে সফল করিবার

জন্য তোমরা দলে দলে লোক শ্রম করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহারা নিশ্চিতই সাধু ব্যক্তি নহে। সাধু ব্যক্তিরা এমন কোনও পরিকল্পনায় হাত দেন না, যাহার আশুমূর্ত্তিটুকু সুন্দর উজ্জ্বল আর পরিণামফল লক্ষ লক্ষ লোকের হতাশা, মনোভঙ্গ ও অর্থহানি। তোমরা এইসব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও।

কয়েকটা মিশনারী স্কুল হইতে বিদ্যালয়ের অর্থ-সংগ্রহের জন্য লটারি হইতে দেখিয়াছি। ইহাদের অনুকরণে সাধারণ স্কুল বা হাসপাতালের জন্যও লটারি হইতে দেখা যায়। দৈবের উপরে নির্ভর করিয়া কেহ টাকা পাইবে, পরন্তু পরিশ্রমের ফলে নয়, ইহা অনাদর্শ ব্যাপার। তথাপি অনেক নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল লটারিকে এই যুক্তিতে সমর্থন করেন যে, যে লটারির টিকিট কিনিল, সে যখন টাকা পাইল না, তখন সে তাহার টিকিটের টাকাটাকে "সৎকার্য্যে দিলাম" বলিয়া "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" গোছের একটা অস্পষ্ট আত্মতৃপ্তি অনুভব করে এবং এতগুলি লোকের তুচ্ছ তুচ্ছ অপ্রাপ্তি মিলিয়া একটা সৎপ্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু মোটা টাকার সংস্থান হয়, লোকহিতও হয়।

"উড়ো খৈ গোবিন্দায়" কোন মিষ্টি কথা নহে। তবু ইহাতে একটু খানি ত্যাগের গোলাপি খোশ্‌বু রহিয়াছে। কিন্তু

তোমাদের কথিত "পারস্পরিক-সাহায্য সমিতি"তে তাহাও নাই। এখানে সব কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য। নিজের স্বার্থকেই ষোল আনা লক্ষ্য রাখিয়া টাকাটি দেওয়া। এমন কাজ হইতে তোমরা বিরত হও।

লটারির আমিও সমর্থক নহি। "লটারির টিকিট অন্ধ অক্ষমের সম্বল",—একথাই আমি চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি। আমার জীবন-কর্ম্মে দৈবের উপরে নির্ভর রাখিবার কোনও স্থান নাই। সবটাই নির্ভর রাখিব বাহুবলের উপর। আমার আশ্রমকে সহায়তা করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ কখনই আমি কোনও লটারি হইতে দিব না, আমার পরবর্ত্তীরাও তাহা দিবে না।

আমাকে বা আমার স্থলাভিষিক্তকে সাহায্য করা, আমার আশ্রমকে সাহায্য করা, আমার সৃষ্ট অন্য কোনও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, আমার জন্মোৎসবের তহবিল বৃদ্ধির সহায়তা করা প্রভৃতির জন্য আজ কিম্বা ভবিষ্যতে তোমরা কেহ কোনও লটারির আয়োজন করিলে, তাহা কখনই আমার সম্মতি পাইবে না, জানিও। সরকারি অনুমতি নহে, বিবেকের অনুমতি চাই।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা
৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাকে সমবেত উপাসনার সুর শিক্ষা দিবার জন্য উত্তরবঙ্গে পাঠান হইতেছে। ইহাকে তুমি জীবনের একটা পরম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিও। জগতে যত প্রকারের পুণ্য কার্য্য আছে, তন্মধ্যে সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষাদানকে আমি শ্রেষ্ঠতম পুণ্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। তুমি সেই শ্রেষ্ঠ পুণ্যটী অর্জ্জন করিতে যাইতেছ। মনে রাখিও, যতটা সম্ভব নিঃস্বার্থ ভাবে এই পবিত্র কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। জন-সমাজে সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষাদানকে যাহারা জীবনের পরম ও চরম সাধনা রূপে গ্রহণ করিবে, পৃথিবীতে চিরকাল আমার আপনার জনেরা তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তার দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে সানন্দে বহন করিয়া তাহাদিগকে সাংসারিক উদ্বেগ হইতে মুক্তি দিবে। তুমি পরম পবিত্র দেহে, নির্ম্মল উদার মনে সংস্কারমুক্ত সরল চিত্তে প্রতিজনকে প্রাণপণে বিশুদ্ধ স্বরলিপি-সম্মত নির্ভুল সুর শিখাইতে ব্রতী হও।

তোমার সহিত যেই সঙ্গীটীকে দিতেছি, তাহার

স্বরলিপি-জ্ঞান নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে সুরবোধ ও কণ্ঠমাধুর্য্য তাহার আছে। কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞানে প্রাণপণে তাহাকে বিশুদ্ধ সুর শিখাইও। যেখানে সে ভুল করিবে, সেখানে তাহার ভুল সংশোধনের জন্য প্রাণান্ত শ্রম করিবে। কোনও অবস্থাতেই সহিষ্ণুতা হারাইও না। সে যাহাতে তোমার সঙ্গ ছাড়িবার পরে তোমার প্রদত্ত শিক্ষার গুণে সর্ব্বত্র একেবারে নির্ভুল রূপেই সকলকে সুরশিক্ষা দিতে পারে, এমন শ্রম তুমি তাহার পশ্চাতে দিও।

শিক্ষাদান করিতে গিয়া অনেকে দাম্ভিক হইয়া পড়ে। নিজেদের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞান তাহাদিগকে এমন ভাবে অভিভূত করে যে, তাহাদের দর্প, দম্ভ, অহঙ্কারের নানা বিকারের আওতায় পড়িয়া অতিশয় সাত্ত্বিকচিত্ত শিক্ষার্থীরও মন দূষিত হইয়া যায়। কাজ করিবার কালে মনে রাখিও, করিতেছ সেবা, মাষ্টারী নহে। সেবা নিষ্ফল হয়, যদি অন্তরে প্রেম না থাকে। ইহা কখনও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
৫ই চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে সঙ্ঘশক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করিবার জন্য তোমরা কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইও। যথা,—

(১) বৃদ্ধ, মাননীয়, পূজ্য ব্যক্তিদিগকে সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার সুশিক্ষা অর্জ্জন করিবে, অপরাপরকে তাঁহাদের প্রতি সমম্ভ্রম ব্যবহারে প্রণোদিত করিবে। বৃদ্ধরাই অধিকাংশ নূতন সংঙ্ঘের সহিত বিরোধিতা করিয়া থাকেন। সসম্মান সশ্রদ্ধ ব্যবহার পাইলে তাঁহাদের বিরোধেচ্ছা দুর্ব্বল হইবে, সৌজন্যের ফলে তোমাদের নৈতিক শক্তি বাড়িবে।

(২) সকলের হিতোপদেশই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে এবং তাহার সবটুকু গ্রহণীয় না হইলেও যেটুকু নিরাপদে গ্রহণ সম্ভব, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। লক্ষ্যের একতানতা ও ইষ্টানুরাগের একনিষ্ঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া যত উপদেশ কার্য্যতঃ পাওয়া যায়, তাহা আদরেরই বস্তু। কাহারও কোনও অযাচিত বা যাচিত উপদেশ পালন

অসম্ভব হইলেও বাক্যে বা ব্যবহারে অসৌজন্য প্রদর্শন করিবে না।

(৩) মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত অতিক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সাধারণ ব্যক্তিকেও ব্যক্তি হিসাবে সমাধিকার দিবে এবং গ্রহণযোগ্য হইলে তাহারও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিবে। ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছকে অবহেলা না করিলে তাহাদের সংহতি যে বৃহৎ ও অসাধারণ ঘটনা ঘটাইতে পারে, এই বিশ্বাস রাখিবে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য ব্যক্তির মনেও এই বিশ্বাসের রেখাপাত নিয়ত করিতে থাকিব যে, একাগ্র সাধনা ও একনিষ্ঠ তপস্যার বলে সে জগতের পরম বরণীয় মহাপুরুষ হইতে পারে।

(৪) পদ এবং পদবীর উপরে প্রত্যেকে আসক্তি পরিহার করিবে এবং নিজে নেতা না থাকিয়াও কি করিয়া অপর প্রতিজনের কর্ম্মসূচনী প্রতিভাকে জাগরিত করা যায়, সর্ব্বদা তাহার চিন্তন ও অনুচিন্তনে মগ্ন থাকিব।

(৫) যাহারা মণ্ডলীর প্রকৃত কাজগুলিতে অবহেলা করিবে অথচ নিজ পদবী ও পদাধিকার রক্ষার জন্য উহার প্রতি পৈত্রিক-সম্পত্তির ন্যায় অন্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করিবে, তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া বৃথা অপরের প্রকৃত কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে দিতে বিরত রহিবে। অপদার্থ অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে কেবল চক্ষুলজ্জার দায়ে নৈবেদ্যের

মণ্ডার-মত নামকে-ওয়াস্তে অত্যুচ্চে বসাইয়া রাখিলে সঙ্ঘের সম্মান না বাড়িয়া বরং কমে।

(৬) সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগদানের জন্য প্রত্যেককে সাদর আহ্বান দিবে।

(৭) কেহ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে বলিয়া লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য ভ্রমেও নিন্দা করিবে না। কিন্তু তাহাকে সঙ্গত ভাবে উপদেশ দিবে এবং তাহার শুভ বুদ্ধির উদয়ের জন্য ভগবানের চরণে অকপট প্রাণে প্রার্থনা করিবে।

(৮) সঙ্ঘের এক সভ্য অপর সভ্যের সহিত প্রাণান্তেও কোনও আর্থিক বা নৈতিক অপরাধ করিবে না। বিশ্বাস করিয়া নিয়ত মিশে বলিয়া একটী কুমারী বা যুবতীর প্রতি বা অন্য নারীর প্রতি নিন্দনীয় আসক্তি প্রদর্শন করিবে, ইহা যেন না ঘটে। ধার চাহিয়া টাকা নিয়া তার পরে তাহা ফেরৎ দিবার কালে নানা অজুহাত সৃষ্টি করিবে, ইহা যেন না হয়।

(৯) কাহারও পারিবারিক ব্যাপার লইয়া কেহ জটলা, রটনা বা অনাধিকার-চর্চ্চা করিবে না। সঙ্ঘগত ভাবে এক হইলেও অনেকে আছ, যাহাদের পক্ষে জন্মতোলব্ধ সামাজিক পরিবেশ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসা সম্ভব নহে। এই সকল লোকের সামাজিক ব্যাপারে প্রতিজনে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিবে। মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস, ঢুলী, মালী, কপালী, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ভেদে যে নানা প্রচলিত সমাজ আছে,

তাহাদের আচার-আচরণের জটিল পার্থক্যারণ্যে প্রবেশের তোমাদের প্রয়োজন নাই। খোঁচাও দিও না, ঘাও খাইও না, একেবারে উদাসীন থাক। শক্ত রকমের সৎসাহস যাহার আছে, সে সামাজিক ব্যাপারে যোল আনা অখণ্ড হও। কিন্তু অন্যেরা অন্যরূপ করিতেছে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে উদ্যতায়ুধ হইও না।

(১০) প্রেমকে কার্য্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া জানিবে। চালাকীর পথে যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৬ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একজন ধর্ম্মপ্রচারক গোস্বামী মহাশয় তোমাদের ওখানে আসিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার প্রচার-মধ্যে তোমাদের সাধনানুকূল যে যে বাণী পাইবে, তাহা সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিবে। সকলেরই নিজ নিজ মত প্রচারের স্বাধীনতা আছে কিন্তু তুমি বা আমি তাহা হইতে কতটা গ্রহণ

করিব আর কতটা ত্যাগ করিব, তাহা যেন তোমার আমার নিজ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্ণীত হয়। কেহ তোমার মত-পথের বিরুদ্ধে কথা বলিতেই তোমার ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে না, অবশ্য যদি নিজের মতে নিজের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিবার সাহস, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও সৎসাহস তোমার থাকে। তোমার মত-পথের রক্ষক ও বিনাশক তুমি নিজে, অন্য প্রচারকেরা ইহার কিছুই করিতে পারেন না। তবে অযৌক্তিক কথা বলিয়া, হিংসাত্মক প্ররোচনা দিয়া, মিথ্যাশ্রিত তথ্য পরিবেশন করিয়া কেহ তোমাদের মত-পথকে জনসমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া কোনও প্রতিবাদের সম্মুখীন না হইয়া বিজয়-গর্ব্বে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর পরনিন্দা শ্রবণে পুলকিত তামসিক ব্যক্তিদিগের করতালি এবং অজ্ঞান নরনারীকুলের ফুলমালা কুড়াইবেন, এই অবস্থা তোমরা চিরকাল চলিতে দিতে পার না। অন্তরের স্বচ্ছতা, ব্যবহারের সুজনতা, প্রাণের প্রীতি ও হৃদয়ের প্রেমকে বিন্দুমাত্র হ্রাস না করিয়াও ভদ্রভাবে এই সকল অপচেষ্টার কার্য্যকর প্রতিবাদ করা যায়।

কিন্তু সফলতম প্রতিবাদ হইতেছে, নিজের মত ও পথের বিরুদ্ধে শত নিন্দাবাদ উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও বুক ফুলাইয়া নিজের পথেই অবিচলিত বিক্রমে চলিতে থাকা এবং সহস্র জনের সমক্ষেও অকুতোভয়ে নিজের মত-পথ প্রচার করা।

নিন্দককে নিন্দা দ্বারা নিরস্ত না করিয়া তাহার নিন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার সমর্থক-দলকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার অপচেষ্টায় প্রভাবিত অজ্ঞান মানবকুলের নিন্দা-প্রশংসাকে গণনায় না আনিয়া নিজের মতে নিজের পথে অনুপম শৌর্য্যে চলিতে থাকাই এই সকলের সার্থকতম প্রতিবাদ।

আজ সমবেত উপাসনা দ্বারাই কত স্থানে শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্নপ্রাশনাদি হইতেছে। আপনা আপনি জন-সাধারণ্যে ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অনুষ্ঠানিক ভাবে আমার দীক্ষিত শিষ্য নহেন তাঁহারাও এই সকল অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগ দিতেছেন। সহস্র সহস্র জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তি আজ নবপ্রবর্ত্তিত এই সহজ বিধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনেকে ইহার ভিতরে এক নূতন ধর্ম্মবিপ্লব দেখিতে পাইয়াছেন। কেহ কেহ ইহার ভিতরে সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠাভাস দেখিতেছেন। কেহ কেহ বা এই সকল অনুষ্ঠানের সারল্য এবং ব্যয়বাহুল্যহীনতার মধ্যে জাতীয় অর্থের বৃথা অপচয় নিবারণ লক্ষ্য করিতেছেন। দুই একজন প্রাচীন-পন্থী ভদ্রলোক ইহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও সাধারণ ভাবে এই সকল অনুষ্ঠান জন-সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। কে একজন নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লী হইতে আসিয়া ভাগবত পাঠ করিতে ইহাকে কালাপাহাড়ী কাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিলেন বলিয়া তোমাদের চিন্তিত হইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

প্রাচীন-পন্থীরা পুরাতনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেনই। নূতনের প্রতি তাঁহাদের সন্দেহ ও আতঙ্ক এক হিসাবে প্রাচীনের সদনুষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষেও সহায়ক হইয়াছে। সংরক্ষণশীলতা কেবলই মন্দ নহে, ইহার মধ্যে ভালও যথেষ্ট রহিয়াছে। কোনও কোনও সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত কতক শূদ্রসন্তান তোমাদের নবপ্রবর্ত্তনে ভীত হইয়া যে সকল কদুক্তি ও কটূক্তি উচ্চারণ করিতেছেন, তাহাতে তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই, ক্রুদ্ধ হইবারও নহে। যেই সনাতন ধর্ম্মকে ইহারা নিজেদের সংরক্ষণশীলতা দ্বারা রক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, তোমরা তোমাদের নবপ্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনার দ্বারা সেই সনাতন ধর্ম্মকেই যে রক্ষা করিতে যাইতেছ, এই অকাট্য সত্য উপলব্ধি করিতে ইঁহাদের একটু সময় লাগিবে মাত্র। চিরকাল ইঁহারা তোমাদের বিরোধিতা করিতে পারেন না। বর্ত্তমান বিরোধিতা দ্বারা ইঁহারা একদিকে করিতেছেন তোমাদের নিষ্ঠার পরীক্ষা, অন্যদিকে তোমাদের এক বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তোমরা নিজেদের মত প্রচারের দ্বারা যতগুলি লোককে তোমাদের সমবেত উপাসনা প্রভৃতি সম্পর্কে ভাবাইতে পারিতে, ইঁহাদের বিরুদ্ধ রটনায় তাহার শতগুণ লোক বিচার করিয়া দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইতেছে যে, তোমরা মেকী সোনা দিয়াই একটা গোটা জাতিকে স্বর্ণ-বিভ্রমে প্রতারিত করিতে আসিয়াছ

কিনা। অনেক সংস্কারপন্থী লেখক ও বাগ্মী ভারতের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও পুরোহিতগণকে সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, আমার দৃষ্টিভঙ্গী তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক। আমি এই সকল গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাঁহাদিগকেও দেখিয়াছি, যাঁহারা কেবল চাল-কলার লোভেই শাস্ত্রচর্চ্চা করেন নাই, পরন্তু যাঁহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও মোগল-পাঠানের অস্ত্রের মুখে প্রাণপণে শাস্ত্র ও তাহার মর্ম্মার্থকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আজও হিন্দুধর্ম্ম নামে একটা উদারচিন্তার ধর্ম্ম এই পৃথিবীতে আছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সহিত আমার মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু আমি তাঁহাদের সরল অনাড়ম্বর জীবন ও নির্লোভ জীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। তাঁহাদিগকে আমি শ্রদ্ধা করি বলিয়াই আমি গোঁড়াপন্থীদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি অন্তরে কোনও বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারি নাই। তোমরাও তাঁহাদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ রাখিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৬ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কন্যার বিবাহ অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনার দ্বারা দিতে চাহিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ এই উভয় দিকের পরিবার সমূহই যখন অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত, তখন সমবেত উপাসনা দ্বারা অখণ্ডমতে বিবাহ অতিশয় প্রশংসনীয় কাজ। চারিদিকেই ত' আজকাল অখণ্ডমতে বিবাহ হইতেছে। এই সম্পর্কে আপনা আপনি যে বিধি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কিছুদিন আগেকার প্রতিধ্বনিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি নিজে কোনও বিধি প্রবর্ত্তিত করি নাই। একদা আমি শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী পুস্তিকায় লিখিয়াছিলাম যে, একদিন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন আদি যাবতীয় কার্য্য সমবেত উপাসনার দ্বারাই হইবে। ইহার জন্য কোনও প্রচার বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে বলিয়া আমি মনেও করি নাই, তাহার নির্দ্দেশও দেই নাই। আপনা আপনি ইহা হইবে বলিয়া আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার দায়িত্ব মাত্র এইটুকু। দেশ-প্রচলিত কুলপ্রথাগত পদ্ধতির সহিত যুদ্ধ করিবার প্রেরণাও আমি কখনও কাহাকেও দেই নাই।

আপনা আপনি সমবেত উপাসনা দ্বারা বিবাহ হইতে লাগিল, গুরুরূপে আমি তাহা অনুমোদন করিলাম এবং তাহাতে আশীর্ব্বাদ জানাইলাম। গণদেবতা নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া নিলেন, গণগুরু তাহাতে সস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে সমর্থন জানাইলেন। আমার দায়িত্ব এতটুকুই। আমি প্রচলিত মত-পথ ভাঙ্গিবার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই। যাহা আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহাকে জোর করিয়া রক্ষা করিবার মিথ্যা শ্রমেও আমি রুচি বোধ করি নাই। নিন্দা বা প্রশংসা আমার এই এতটুকুই পাওনা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একের পর এক করিয়া বহু স্থানে সমবেত উপাসনা দ্বারা বিবাহাদি হইতে লাগিল। যাহারা আমার মন্ত্রের মন্ত্রী বা আমার তন্ত্রের তন্ত্রী নহেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ এভাবে হইতে সুরু করিল। আজ ইহা দেশের বহু স্থানে একটি বদ্ধমূল প্রথার রূপ পাইতে চলিয়াছে। সুতরাং নিজ কন্যাকে পাত্রপক্ষের ইচ্ছা ও সমর্থনের মধ্য দিয়া সমবেত উপাসনা দ্বারা পাত্রস্থ করিতে চাহিয়াছ, ভালই ত' করিয়াছ। তুমি ইহাই যদি না করিতে, তবু আমি বিরক্ত হইতাম না। কিন্তু ইহা করাতে সুখী হইয়াছি। বিবাহ একটা পরম পুণ্য অনুষ্ঠান। ইহার মধ্যে মনের ফাঁকী থাকা উচিত নহে।

একদা মানুষ একটা নদী সাক্ষী রাখিয়া, একটা বৃক্ষ সাক্ষী রাখিয়া বা এতটুকু অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিত। কারণ,

তখন মানুষ বিশ্বাস করিত, ইহারা ভগবানের প্রতীক। তাহার পরে আসিল সে যুগ, যেই সময়ে এই সকলের পরিবর্ত্তে অদৃশ্য-দেহধারী দেবতাদের সাক্ষী করিয়া বিবাহ আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান যুগে মানুষের মন প্রচলিত অধিকাংশ দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। এই যুগে বিবাহ-কালে শত শত দেবদেবীর নামোচ্চারণ আর পরিতর্পণ অনেকের পক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যুগের গতি ঈশ্বরকে এখনও অস্বীকার করে নাই, কিন্তু ঈশ্বরের স্থলে যে সকল দেবদেবীকে বসান হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে কুণ্ঠাহীন আনুগত্য আর নাই। এমন সময়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ডে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অবিসম্বাদিত প্রতীক ওঙ্কারকে সম্মুখে রাখিয়া বিবাহের প্রচলন যুগেরই প্রয়োজনে হইয়াছে, আমার কোনও কৃতিত্বে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ভক্তি-বিনম্র পত্র পাঠে প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইল। ত্যাগ, ভক্তি, সেবা এই তিনটী মনুষ্য-হৃদয়ের পরম অলঙ্করণ। এই তিনটী যাহার আছে, তাহার মতন ধনী নাই, তাহার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ কেহ নাই। ত্যাগ আসে চিত্তের শুদ্ধি হইতে, ভক্তি আসে ভালবাসার নিঃস্বার্থতা হইতে, সেবা আসে সর্ব্বভূতে ইষ্ট-দর্শনের রুচি হইতে। তোমাদের প্রতিজনের এই পরম সৌন্দর্য্য, পরম সম্পদ, পরম সৌভাগ্য লাভ হউক।

অন্য লোকে তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র হইয়া বা বিদ্বেষ-বশে কি করিতেছে বা বলিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি কম দিবে। তুমি তোমার অন্তরের শুদ্ধি বজায় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। পৃথিবীর একটা প্রাণীর প্রতিও তোমার প্রেম এক কণা যাহাতে না কমে, তার দিকে লক্ষ্য দিও। সাময়িক মানসিক উত্তেজনায় কক্ষভ্রষ্ট হইও না, ক্ষণিকের অবসাদে দুর্ব্বলতার কবলে পড়িও না। যে ঘৃণা করে, সে ছোট হইয়া যায়। যে ভালোবাসে, সেই বড়। ক্ষমার সুধা নয়নে মাখিয়া জগতের প্রতি বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি তাকাইবে। সহিষ্ণুতার বর্ম্মে বক্ষ-পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া সংসারে চলিবার অভ্যাস করিবে। তোমাদের আচরণের মধ্য দিয়া প্রকৃত সাধকের দিব্য মুরতি ফুটিয়া উঠুক।

আর কতকদিন পরেই তোমাদের অঞ্চলে আমার

ভ্রমণ-তালিকা করিবার কথা ছিল। কিন্তু পুপুন্‌কী আশ্রমের কতকগুলি ব্যাপার অত্যন্ত জটিল ও জরুরী হওয়ার আমি আগামী শারদীয়া পূজার আগে পর্য্যন্ত ভ্রমণ-তালিকা করিতে হয়ত পারিব না। আত্মসম্মানজ্ঞান, সংঘের কুশল এবং তোমাদের নিজস্ব এই লোককল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় বিশিষ্ট-ভঙ্গীতে ভালভাবে চালু হইবার প্রয়োজনের দিক তাকাইয়া তোমাদের সকল অনুরোধ আমাকে উপেক্ষা করিতে হইতেছে। তোমরা আমাকে দেখিতে ভালবাস। আমিও কি তোমাদের দেখিতে ভালবাসি না? আমিও বাসি কিন্তু আশু কর্ত্তব্য আমাকে ভ্রমণ-বিরত হইতে বাধ্য করিতেছে। তোমরা অনেকেই লিখিতেছ যে, আমি আসিব বলিয়া উত্তরবঙ্গ আগ্রহে অধীর হইয়াছে। একটীবার মাত্র ভ্রমণে মালদহ, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহারকে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার প্রাণের পিপাসা অল্প হইবার কথা নহে। ধৈর্য্য ধর এবং দিব্যজীবন যাপন কর। তোমাদের দিব্যজীবনের প্রভাব চারিদিকে বিস্তারিত হউক। সেই প্রভাবের মধ্য দিয়া জনগণ তোমাদের সঙ্গ পাইয়া আমার সঙ্গ লাভ করুক। প্রেমময়স্বভাব সাধকেরা জগতের দুর্ল্লভ রত্ন। তোমরা প্রতিজনে আমার সেই সুদুর্ল্লভ রত্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বারংবার কেবল পুপুন্‌কী আর কলিকাতা, কলিকাতা আর পুপুন্‌কী করিতেছি। তোমাদের পত্রের জবাব দিবার ফুরসুৎ কোথায় ?

দীর্ঘকালের অবাঞ্ছিত পানাভ্যাসের বিরুদ্ধে যে রুদ্র প্রতিরোধ দিবার অঙ্গীকার এত দিন ধরিয়া সকলের বিস্ময় সঞ্চার করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছ, তাহার প্রতি তোমার নিষ্ঠা যেন নিমিষের জন্যও শিথিল না হয়। নিমেষের জন্য নিজের কর্ত্তব্য, নিজের দায়িত্ব, নিজের মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইও না। খোয়াই, নামডাং, টাটানগড়,—ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, —সকল স্থানে অনুরূপ দৃষ্টান্ত সমূহ রহিয়াছে। ইহারা তোমার অগ্রজ। দিব্য-পৌরুষ-বলে ইহারা দীর্ঘকালের পূর্ব্বাভ্যাস বর্জ্জন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। এই সকল জলন্ত দৃষ্টান্ত চখের সম্মুখে থাকিতে তুমি কেন দুর্ব্বল হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনে যাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একে অন্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়া কার্য্যোদ্ধার-চেষ্টার অনুশীলন করে না, বড় বিপদে বা বৃহৎ প্রয়োজনে তাহারা দশজনকে ডাকিতে ডাকিতে বিপদ তাহার করণীয় বিপর্য্যয় সাধিয়া দর্পভরে চলিয়া যায়, তাহাকে লড়াই দিবার উপযুক্ত চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত করিবার আর সুযোগ মিলে না। এই কথাকে ধ্রুব সত্য জানিয়া তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক প্রতিটি উল্লেখ্যযোগ্য কাজে নিজেরা যাচিয়া অপরকে সহযোগ দিও, অপরের সহযোগে তোমাদের প্রয়োজন না থাকিলেও নিজেদের কাজে অপরকে ডাকিও। ইহার শুভময় ফল কেবল তোমাদের কর্ম্মের সাফল্যেই পাইবে, তাহা নহে, তোমাদের স্বভাবের সুন্দরতায়, চরিত্রের মধুরতায়, আচরণের স্নিগ্ধতায় ও বিচারের সহনশীলতায়ও প্রকাশ পাইবে।

তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদের সাধনার পরম সত্যকে নিজেদের জীবনের আচরণের মধ্য দিয়া দিকে দিকে প্রসারিত

করিতে পার। সঙ্ঘশক্তির বল যেমন সে কার্য্যের সহায়ক, তোমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধ সুন্দরতাও তদ্রূপ। সাধনের বলেই তাহা লভ্য হয়। তোমরা তোমাদের জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না। বক্তা বড় নহে, বক্তার বক্তব্যই বড়। তথাপি বক্তার জীবনের সহিত তাহার বক্তব্যের সামঞ্জস্য দেখিতেই জনগণ ব্যগ্র হয় এবং যেখানে এরূপ সামঞ্জস্য বিদ্যমান, সেখানেই বক্তব্য মর্ম্মগ্রাহী হয়, অজেয় হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৫শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তুমি যে পতিতা মায়েদের কথা লিখিয়াছ, শুনিয়াছিলাম, তাহারা পতিতা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। দীক্ষার পূর্ব্বেও ইহা আমাকে বুঝিতে দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহারা জীবনের মোড় ফিরাইবে। মহাপুরুষের কাছে দীক্ষাও নিলাম, আবার পূর্ব্বাচরিত ঘৃণিত গণিকাবৃত্তিও চালাইতে থাকিলাম,

—এই দুইটী অবস্থা একসঙ্গে চলিতে পারে না। একটী নির্দ্দিষ্ট তরুকে আশ্রয় করিয়া যে লতা বাড়িয়া চলে, সে বৃক্ষের শীর্ষদেশে পৌছিতে পারে। প্রতিদিন যে লতার বৃক্ষান্তর হয়, সে বাড়ে না, বাড়িবার অভিনয় করে এবং প্রাত্যহিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে ধূলায় লুটায়। গণিকাবৃত্তি অনুসরণ করিয়া নিজের ভিতরের মহত্ত্ব ও গুরুত্বকে প্রকাশিত করা যায় না। জীবিকা হিসাবে যেই ব্যক্তিই যাহা গ্রহণ করুক, তাহা তাহার ভিতরের ব্রহ্মকে জাগাইয়া তুলিবার সহায়ক হওয়া প্রয়োজন,—অন্ততঃপক্ষে তাহা যেন তাহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভের পরিপন্থী বা হন্তারক না হয়। এক একটা জীবিকার এক একটা বিশেষত্ব আছে। আরও দুই চারিটী জীবিকার ন্যায় গণিকাবৃত্তিও সেইরূপ একটী বৃত্তি, যাহা বাহ্যতঃ সুকুমার বৃত্তির পোষক বলিয়া ধরা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরের সুকুমারত্বকে বিনাশ করে। এইজন্যই কাব্যে ও পুরাণে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতির রূপ-বর্ণনা যতই সমারোহ সহকারে হইয়া থাকুক, মানুষের সমাজে তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

দেহধারীমাত্রদেরই মধ্যে দেহদান বা গ্রহণ একটা স্বাভাবিক জান্তব প্রেরণা। ইহার মধ্য দিয়া জীবসৃষ্টি ঘটে বলিয়া রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের পিতামাতার জীবনেও ইহার আবশ্যকতা

পড়িয়াছিল। বুদ্ধ-চৈতন্যাদি তাঁহাদের সাংসারিক জীবনাংশে দৈহিক এই আদান-প্রদানকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এমন ইতিহাস নাই। পুরুষ ও নারীর দৈহিক মিলন কেবল সন্তান লাভেরই সাধন নহে পরন্তু উভয়ের মধ্যে গভীর আন্তরিক প্রীতিরও সাধক। একে অন্যকে নিবিড় ভাবে পাইয়া, এই দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া একাত্মতারও অনুশীলন করে। ইহার ফলে ক্রমশঃ অনুভূতির দিগন্ত বাড়িতে বাড়িতে তাহারা দেহাতীত একত্বে গিয়াও কখনো কখনো পৌছায়। এই কারণেই নরনারীর এই দৈহিক মিলনকেই যোগতত্ত্বানুসন্ধী আচার্য্যেরা কেবলই নিন্দনীয় বলিয়া ধিক্কার দিতে পারেন নাই, পূজাদৃষ্টিতেও দেখিয়াছেন।

কিন্তু গণিকার পক্ষে এই ব্যাপারটীর প্রভাব-শক্তি পৃথক রকমের। সেই মনস্তত্ত্ব, সেই আবরণের সহকৃত স্বাভাবিক পরিণতি প্রভৃতি সবই একটা আলাদা জাতের জিনিষ। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি অনুরাগী জন-সাধারণ এই জন্যই গণিকাকে ঘৃণা করিয়াছে। অনেক রমণীরই পাতিত্যের জন্য সমাজের প্রচ্ছন্নচারী ইতরচরিত্র লোকগুলিই দায়ী, তথাপি গণিকাকে সমাজ পূজার বেদীতে বসাইতে পারে নাই। দুই একজন গণিকা গ্রীস, ফ্রান্স বা অন্য দেশের রাজনীতিতে অসাধারণ স্থান অধিকার করিয়া সমসাময়িক কূটনীতিজ্ঞ ধুরন্ধরদিগকে

চমকিত করিলেও সমাজ গণিকাকে সমাজ-নেত্রীর স্থান দিতে কখনো স্বীকৃত হয় নাই। গণিকাবৃত্তি আর গণসেবা একাধারে চলিতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যুগান্তরকারী ধর্ম্মান্দোলনের স্রষ্টা ব্রাহ্মসমাজ গণিকার জন্যও স্বাধিকারের বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতিরও সীমা ছিল না, দুঃসাহসেরও অন্ত ছিল না। গণিকাদিগকে গাণিক্য ত্যাগ করাইয়া সোজাসুজি ভদ্র-সমাজের বধূরূপে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা ও দুঃসাহস তাঁহারা করিয়াছিলেন। উহার সামাজিক সুফল বা কুফল যাহাই হউক, একই সময়ে একজন গণিকাও থাকিবে, কুলবধূও থাকিবে, ইহা ঘটিতে পারে নাই। অনেক গণিকা গাণিক্য ছাড়িয়া কুলবধূ হইয়া উঠিয়া আসিয়াছিল দেবীপূজার বেদীতে, আবার তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন কুলবধূর নম্রমধুর সলাজ সুন্দরতাকে অসহন বন্ধন গণনা করিয়া পূতিগন্ধময় পাপাচারের প্ররোচনায় ফিরিয়াও চলিয়া গিয়াছিল পতিতা-পল্লীর প্রেতপুরীতে। কিন্তু যুগপৎ দুইটী বৃত্তি চলিতে পারে নাই। পতিতারা ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষায় শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মপরিবারের বধূরূপে প্রবেশ করিলে মানুষের মনুষ্যত্বকে যে বিরাট সম্মান দেওয়া হইবে, তাহার আত্মপ্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত ও অনুবর্ত্তিগণের বুক সেদিন দুহাত ফুলিয়া

উঠিয়াছিল। আবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতন অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাহ্ম প্রচারক ব্রাহ্ম-সমাজকে এই আগুনে হাত না দিতে সতর্ক করিয়াও দিয়াছিলেন। উদ্ধারকর্ম্মীরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া চীৎপুর, গরাণহাটা, রামবাগান, হাড়কাটা গলি আদি গণিকাদের প্রখ্যাত পল্লীগুলিতে নিয়মিতভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দুই দিকেই ইহার ফল দেখা যাইতে লাগিল। কোনও কোনও গণিকা পতিত জীবনের দুর্গন্ধময় পসরা সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া শুচিস্নাত দেবকন্যার ন্যায় মহাসমাদরে উদারচেতা পুরুষগণের গৃহে কুললক্ষ্মী পবিত্র আসনে বসিলেন। আবার কোনও কোনও উদ্ধারকর্ম্মী অপরকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই চিরকালের জন্য নরকের পঙ্কে ডুবিলেন, সেই পূতিগন্ধময় মলপ্রবাহের ঊর্দ্ধদেশে আর তাহারা মাথা তুলিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিণাম-ফলে ইহাই সুসিদ্ধ হইয়া গেল যে, গণিকার উদ্ধার পাইবার অধিকার আছে কিন্তু গাণিক্য আর সামাজিক অধিকার একসঙ্গে চলিতে পারে না।

গণিকার কি ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজন নাই? গণিকা কি ঈশ্বর-ভজন করিবে না? গণিকার হাত হইতে কি ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইবে? ইহার উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক হইবে না। গণিকারও ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজন আছে। গণিকাও ঈশ্বর-ভজন আবশ্যই করিবে। গণিকার হাত হইতেও

কেহ ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে না। ঈশ্বর পবিত্রচেতারও আশ্রয়, পরম পাপিষ্ঠেরও আশ্রয়। কিন্তু ধর্ম্মজীবন তাহার যাহাই হউক, গণিকাবৃত্তি ছাড়িয়া না দিয়া মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আর সমাজবদ্ধ জীবেরা তাহাকে উদার সহিষ্ণুতা সহকারে গ্রহণ করিবে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। তোমাদের ওখানে সম্প্রতি সমবেত-উপাসনা প্রসঙ্গে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধানকালে এই কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে।

যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া লোকে ঘৃণা করে, তাহাদের প্রতি আমার অসীম উদার স্নেহ ও সহানুভূতি সর্ব্বজনবিদিত। পতিতা মায়েরা দীক্ষা নিতে আসিলে আমি এই যুক্তিতে তাহাদিগকে কখনও ফিরাইয়া দেই নাই যে, তাহারা পতিতা, অতএব গুরুকৃপা পাইবার অযোগ্যা। কিন্তু মহাপুরুষের কাছে যে ব্যক্তি দীক্ষা নিবে, সে কি এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিবে না, যাহাতে তাহার পতিতা-পল্লীতে আর ফিরিয়া যাইতে না হয়? মাতাল, দুশ্চরিত্র, লম্পটকে দীক্ষা দিতে যাহারা পারে, পতিতা নারীকে দীক্ষা তাহারা কোন্ যুক্তিতে দিবে না? দীক্ষার ফলে অনেক মাতাল মদ ছাড়িয়াছে, অনেক বহুনারীগামী লাম্পট্য ত্যাগ করিয়াছে,—দীক্ষার ফলে পতিতা কেন পাতিত্য ছাড়িতে পারিবে না? মদ্যপান মাতালের জীবিকা

নহে, বহুনারীগমন লম্পটের জীবিক নহে কিন্তু বহুপুরুষগামিতা গণিকার জীবিকা। এই জন্যই দীক্ষার পরেও অনেক গণিকার পক্ষে গাণিক্য ত্যাগ কঠিন হইয়া থাকে। কিন্তু গাণিক্যও ত্যাগ করিব না, অথচ সামাজিক অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনাতেও যোগ দিব, ইহা চলিতে পারে না। নিত্য নূতন পুরুষকে যে দেহদান করিয়া অর্থোর্জ্জন করিবে, সে সকাল বেলা স্নান করিয়া আসিয়া ধোপার ধোয়া চেলী পরিয়া বসিয়া গেলেই সমাজের সকলের অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার যোগ্যা হইয়া গেল, অতি সহজে ইহা ভাবিয়া বা মানিয়া লইতে সমাজের লোকেরা পারে না। এজন্য সমাজের লোকদিগকে অনুদার বলিয়া গালি দিয়া লাভ নাই। তুমি যেই পতিতা মায়েদের কথা লিখিয়াছ, শুনিয়াছিলাম, তাহারা পতিতা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তাহাদের এখন প্রয়োজন বর্ত্তমান বাসস্থান পরিবর্ত্তন। তাহা হইলেই আর কাহারও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। জীবনের কোন ভ্রমবশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে একবার যে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল জীবনের যে-কোন সময়ে তাহার মনে যদি সত্যিকারের অনুশোচনা আসে, তবে তাহার সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তনের রাস্তা খোলা থাকাই প্রয়োজন। তবে, সেজন্য অপরের মনোভঙ্গিকে আহত না করিতে হয়, তেমন

ভাবে চলাও তাহার কর্ত্তব্য। সেই কারণেই আমার পতিতা মায়েদের পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। পূর্ব্ব-পরিচিতদের সঙ্গও সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন একান্ত অপরিহার্য্য। মনের গতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাহ্যিক আচার-আচরণের পরিবর্ত্তন এমন সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে দূর হইতেও সকলে অনুভব করিতে পারে যে, তাহাদের সংসর্গ আর কাহারও অনিষ্টের কারণ হইতে পারে না। নতুবা তাহারা একদিকে সমবেত উপাসনায় ভদ্রসমাজের সকলের সঙ্গে মিলিবার সুযোগ গ্রহণ করিবে, আবার পূর্ব্ব পরিবেশও বজায় রাখিবে, তাহা হইতে পারে না। পতিত বা অধম বলিয়া কাহারও প্রতি আমাদের অপ্রেম থাকিতে পারে না। প্রেমই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে। জগতের একটী প্রাণী সম্পর্কেও আমরা অপ্রেমিক হইতে পারি না। কিন্তু আমাদের প্রেম পতিতের উত্থানে সহায়ক হওয়া চাই, আমাদের প্রেম সমাজের প্রতিজনের কুশলের সহিত অবিরোধী হওয়া চাই, আমাদের প্রেম মানব-মাত্রের পাপ হইতে অব্যাহতি, চিত্তশুদ্ধিতে রুচি এবং সর্ব্বজনহিতে আত্মনিয়োগের হেতুভূত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৫শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বহু প্রতীক বর্জ্জন সম্পর্কে তোমার ভ্রাতাভগ্নীদের অশেষ দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছ এবং তাহাদের দুর্ব্বলতা অচিরাৎ যে দূর হইবে, সেই আশাও প্রকাশ করিয়াছ। তবে, জিদ্-জবরদস্তি বা অপরের অন্তরে আঘাত দানের পথে তোমার যাইওনা। অত্যাচার, উৎপীড়ন, নীচতা এবং ভীতি-প্রদর্শন পরিহার করিয়া কি করিয়া ইহাদের মনে অখণ্ড-প্রেম-বোধ জাগান যায়, তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। অন্যের দেখাদেখি হুজুগে মত্ত হওয়া আমাদের উচিত নহে। বাহ্য আড়ম্বরের ধর্ম্মীয় বিলাসিতা অপেক্ষা আন্তরিক প্রেমের ধর্ম্মীয় একাগ্রতার মূল্য সহস্রগুণে বেশী।

জন্মোৎসব-কালে তোমরা বহু সজ্জনকে লইয়া যে আনন্দ করিয়াছ, তাহার বিবরণ পাঠে মুগ্ধ হইলাম। আমার জন্মোৎসবকে তোমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্মোৎসব বলিয়া মনে করিও না। আমার জন্ম ত' তোমাদের মধ্য দিয়া। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্ম ফুটিয়া উঠিবেন, তবে ত' আমার জন্ম হইল! আমাকে জানিবে, তবে ত' আমার

জন্মোৎসব করিবে! জন্ ধাতু হইতে জ্ঞা ধাতু অধিক দূরে নহে জানিলেই জন্মলাভ হইল, না জানিলে কিসের জন্ম? আমার জন্মকে জানিয়া তুমি হইলে জ্ঞানী। সঙ্গে সঙ্গে তোমারও হইল জন্ম। অতএব আমার জন্মোৎসব তোমারও জন্মোৎসব। এতকাল সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ সঙ্ঘানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধির জন্য নিজ নিজ গুরুদেবের জন্মোৎসব করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা আমার জন্মকে উপলক্ষ করিয়া বিশ্বের সকলের জন্মের উৎসব করিবে—ইহাই তোমাদের আদর্শ। কতজন কত দেহ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, হয়ত কেহ উৎসব করে নাই। কতজন কত নবতর দেহ লইয়া আবির্ভূত হইবেন, হয়ত কেহই জন্মোৎসব করিবে না। আগত ও অনাগত সেই সকলের জন্মকে লইয়া যে উৎসব, তাহাই আমার জন্মোৎসব। আমার জন্মের উৎসব উপলক্ষে তোমরা একটা মাত্র ব্যক্তিরই জন্মোৎসব করিও না। নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি পৃথিবীতে যতজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং করিবেন, সকলের সমষ্টি-জনকে লইয়াই এই উৎসব, ইহা মনে রাখিও। নীচ, হীন, অন্ত্যজের মধ্যেও আমি পরমেশ্বরকে দেখিয়াছি, ঐ কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপের ভিতরেও আমি পরমেশ্বরের বাণী শুনিয়াছি। এই দেখা এবং শুনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। আমি নিজেকে পরমেশ্বরে এবং পরমেশ্বরকে

নিজেতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, আবার সর্ব্বতোভাবে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা অতিক্রম করিয়াছি। আমিই যুগে যুগে অবতার হইয়া এই পৃথিবীতে পূজা সংগ্রহ করিয়াছি। আবার আমিই দীন আর্ত্ত পূজক হইয়া পরমেশ্বরকল্প অবতার ও অবতারতুল্য মহাপুরুষগণের পাদবন্দনা করিয়াছি। আমি আমাকে তোমাদের সহিত অভিন্ন দেখিতেছি। দেখিতেছি, আমিই ঈশ্বর। দেখিতেছি, তোমরাই ঈশ্বর। দেখিতেছি, যাহারা "ঈশ্বর, ঈশ্বর" বলিয়া কাঁদিয়া মরে, তাহারাই ঈশ্বর। দেখিতেছি, যাহারা "ঈশ্বর নাই" বলিয়া জগতে নাস্তিক রূপে ঘৃণিত হইতেছে এবং মানুষের সেই ঘৃণাকে সহ্য করিতে না পারিয়া মনের আক্রোশে ঈশ্বর-বিগ্রহ বলিয়া পূজিত প্রতীক সমূহকে হাতুড়ীর ঘায়ে চূর্ণ করিয়া অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতেছে, সেই পরধর্ম্মদ্বেষী, অসহিষ্ণু, ক্ষমতাদর্পী, অতিদুর্ব্বল মানুষ-গুলিও ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, সবই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের বোধ যখন যাহার জাগিল, তখনই তাহার জন্ম হইল। তাই আমার জন্মদিন নিখিল ভুবনের সকল জীবের জন্মদিন।

তোমরা আমার জন্মদিনের উৎসবকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতায় বাঁধিওনা। আবার, অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা উড়াইয়া আস্ফালন করিবার সস্তা আগ্রহে সকল মত ও সকল পথকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্মান দেখাইবার ওজুহাতে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সহিতও আপোষ করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৬শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের বিবাহ সংবাদে সুখী হইয়াছি। একই গ্রামের দুইটী সমসাধক-সাধিকা গুরুজনদের একান্ত আগ্রহের ফলে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, ইহা বড়ই সুখের। বিবাহের পূর্ব্বেই উভয়ে দীক্ষার মাধ্যমে জীবনের পরমলক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলে। এখন বিবাহিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইলে। এখন তোমরা প্রবল বিক্রমে লক্ষ্যের দিকে নিরন্তর অগ্রসর হইতে থাক। কিসে অগ্রগমন হইবে, কিসে সংসারের হীন পরিবেশের উর্দ্ধদেশে তোমাদের দেহমন বিরাজ করিবে, তার দিকে রাখ খেয়াল। অনন্তবীর্য্য অনন্তশক্তি অপরাজেয়-পরাক্রম হও তোমরা দুইজনে। বিবাহ তোমাদের

দেহের বল, মনের মাধুর্য্য, আত্মার শক্তি বিকশিত করুক, —সঙ্কুচিত যেন না করে। তোমাদের বিবাহ তোমাদের শাশ্বত সুখের কারণ হউক।

বেশ কয়েক মাস আগেই আমি তোমাদের বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি। কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদ-পত্র প্রেরণের ফুরসুৎ কোথায়? প্রত্যহ শতাধিক পত্রের উত্তর দিয়াও সব পত্রের জবাব শেষ করিতে পারি না। শত শত পত্রের স্তূপ জমিয়া যায়। কিন্তু যে কোনও পত্র তোমাদের স্বদেশের ডাকঘরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই এখান হইতে আমার আশীর্ব্বাদ রওনা হয়। প্রত্যেকখানা পত্রকে আমি আমার পরমপ্রিয় সন্তানদের অবয়ব জ্ঞানে মহাসমাদরে গ্রহণ করি এবং পত্রে লিখিতে পারি আর না পারি, প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ তন্মুহূর্ত্তে প্রেরণ করি। সেই আশীর্ব্বাদ কি গ্রীষ্মকালীন হিমবায়ুর মত অপ্রত্যাশিত স্নিগ্ধ শিহরণ তোমাদের প্রাণে জাগায় না? তোমরা কি আমার সেই আশীর্ব্বাদের শীতল পরশ প্রাণের কোণে পাওনা মা? অনেকে ত' পায়। অনেকে ত' প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করে। অনেকে ত' আশীর্ব্বাদের সুশীতল স্পর্শের মাঝে আমাকে আমার স্বরূপে উপলব্ধি করে।

তোমাদের বিবাহটী ঘটিয়াছে পরম শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া। জৈব আকর্ষণ ইহাতে ছিল না, ছিল বিস্ময়। বিবাহের সম্পর্কে

কণামাত্র চিন্তা না করিয়া উভয়ে উভয়কে দীর্ঘকাল দেখিয়া আসিয়াছ পরমভক্ত ঈশ্বর-সাধক রূপে। একের নয়নে অপরের সাধন-পরায়ণ ধ্যানরুচি মূর্ত্তিটী নিয়ত শ্রদ্ধা জাগাইয়াছে। এমন সময়ে তোমাদের গুরুজনেরা তোমাদিগকে সারা জন্মের মত মিলাইয়া দিলেন। দিলেন তোমাদিগকে অন্তরঙ্গ হইবার অধিকার। দিলেন তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতিটি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া পরমমঙ্গলনিলয় পরমপ্রভুর সেবাকে সম্ভব করিবার অনুশীলনে দায়িত্ব। আমি তোমাদের বিবাহে সুখী হইয়াছি। তোমাদের বিবাহে ত্রিভুবন সুখী হউক।

অন্য কোনও প্রতিকূল কারণ না থাকিলে বিবাহের পরে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক ব্যবহার স্বাভাবিক। আমি তোমাদের অবস্থাটী বুঝিয়াছি। "ভোগ করিব" বলিয়াই তোমরা দৈহিক প্রমত্ততার অধীন হও নাই, কিন্তু কেমন জানি ব্যাপারটা, এই জাতীয় কৌতূহল তোমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। একবার দুইবার মিলিত হইবার পরে তোমরা মনে মনে হিসাব করিয়াছ, লাভ কি হইল, ক্ষতি কি ঘটিল কিন্তু থামিতে পার নাই। যাহা পাইয়াছ বা হারাইয়াছ, তাহা আরও পাওয়া যায় কি না, তাহা আরও হারাইলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, এই জাতীয় কৌতূহল তোমাদের স্কন্ধে ভূতের মতন চাপিয়াছিল। ইহা লইয়া অতিরিক্ত অনুতাপের প্রয়োজন নাই। স্বামী ও পত্নীর

দৈহিক মিলন কোনও অবৈধ, অশাস্ত্রীয় বা অন্যায় কাজ নহে। তবে মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিও। তোমার দেহে ও তোমার স্বামীর দেহে পরমদয়াল সদ্‌গুরু নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, এই বোধ হইতে নিজেদিগকে কখনও বিচ্যুত হইতে দিও না। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, তোমাদের দুইজনের ভালবাসা না কমিয়াও তোমাদের দৈহিক উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যাইতেছে। শরীর ত' শরীরকে ভোগ করে না, আত্মাই আত্মাকে ভোগ করে। শরীর শরীরের সহিত যুক্ত না হইলেও আত্মা আত্মাতে রমণ করিতে পারে। তোমরা উভয়ে আত্মারাম হও। মাত্রাধীন দৈহিক রমণ তোমাদিগকে সীমা-মাত্রা-ইয়ত্তা-হীন আত্মার রমণে সমর্থ করুক।

বিবাহের পরেও পড়াশুনা ছাড়িয়া দিবে না শুনিয়া সুখী হইয়াছি। বিদ্যার জন্য ব্রহ্মচর্য্য চাই, কথাটী মনে রাখিও। ব্রহ্মচর্য্যহীনের বিদ্যা তরল হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীর বিদ্যা প্রগাঢ় হয়। স্বামীর সহিত ভালবাসার টান একবিন্দু না কমাইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালনের সফলতা বিবাহিত জীবনে সম্ভব। এই ধ্যান নিয়ত জপিও। আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ত তোমাদের সঙ্গে আছে। অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, আমি নিয়ত আমার সন্তানের সাথে সাথে ছায়ার ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছি। অথবা অধিকতর সত্য করিয়া কহিতে গেলে, আমি তাহাদের

আত্মার আত্মা হইয়া বাস করি। সময় হইলেই স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। আমি কদাচ মিথ্যা আশ্বাস দেই না, ইহা জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৬শে চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। শ্রীমান্ নি—র নামে পুপুন্‌কীর ঠিকানায় যে চিঠি লিখিয়াছিলে, তাহা সে আমার এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাই আমি জবাব দিতেছি।

তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছ। ইহা বড়ই সুখের কথা। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ হইয়া জগতে মহীয়ান্ পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত হও।

তুমি সাময়িকভাবে পুপুন্‌কী আশ্রমে অবস্থান করিতে চাহিয়াছ। সুখের কথা। ছেলেরা সব বাপমায়ের কথা ভুলিয়া গিয়া সারাজীবন আশ্রমে বাস করুক, ইহা আমি চাহি না। যে

উন্নত মানব-সমাজ সৃষ্টি করিতে আমি চাহিতেছি, তাহার জন্ম গৃহস্থের ঘরে।

সমাজ তোমাকে অনুকুল পরিবেশ দেয় নাই—এজন্য হতাশ হইয়া যাইও না। মহাবীর্য্যবলে তোমাকে সকল প্রতিকূল অবস্থা জয় করিতে হইবে। জগতে বিজয়ীরই সম্মান—পরাজিতের কোনও সম্মান নাই। ব্রহ্মচর্য্য তোমাকে মহাবীর্য্য দিবে। তাহার প্রভাবে তুমি অবশ্যই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবে। বীর্য্যহীনের আস্ফালন মিথ্যা। শৌর্য্যহীনের আড়ম্বর নিষ্ফল। ব্রহ্মচর্য্যের বলে বীর্য্যবান ও শৌর্য্যশালী হও।

তোমারই মত যুবকদিগকে আমি জীবন ভরিয়া সহায়তা করিয়া আসিয়াছি। গৃহস্থের ঘরের স্নেহের পুত্তলকে কৌশল করিয়া সন্ন্যাসী করা আমার রীতি নহে। দুর্ব্বলকে সবল করিয়া হতাশকে আশায় উৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার যোগ্য করিয়া মাতৃপিতৃ-সন্নিধানে পুনঃ-প্রেরণই আমার নীতি। দলে দলে ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে জগতের কুশল কোথায়? পিতৃমাতৃ-সেবা হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়া জগজ্জনের অকুণ্ঠ সেবার অধিকার দুর্ল্লভ বস্তু। তুমি পিতামাতার সেবা জীবন ভরিয়া করিবে, এই সংকল্প নিয়া আশ্রমে আসিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চাকুরীর একটা বদলীর ব্যাপার নিয়া মন অত খারাপ করিয়া বসিয়া আছ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। মানুষের জীবন সংগ্রামেরই জীবন। শত দুঃখ, বাধা ও বিঘ্নের মধ্য দিয়াও অপরাজেয় সঙ্কল্পে তাহাকে জয় লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। ভগবানের যে পরম-মঙ্গলময় নাম জগতের সকল বিঘ্নকে পরাহত করিতে পারে, সামান্য একটা বদলীর ব্যাপারে তোমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ তোমার অভিলাষ-পূরণ করেন নাই বলিয়াই সেই নাম হইতে তোমার মন উঠিয়া গেল, ইহা আশ্চর্য্য খবরও বটে, অগৌরবের কথাও বটে। নিজেকে কেন তুমি এত দুর্ব্বল হইতে দিবে? যেখানে যে অবস্থায় থাক, নামের সেবার মধ্য দিয়া নিজেকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা কর। দুর্ব্বলের অক্ষম ক্রন্দনে জগতের একটী প্রাণীও গলিবে না। সবলের রণ-হুঙ্কার তোমার কণ্ঠে শুনিতে চাই। সবল কখনও দিনরাত বসিয়া হায় হায় করে না। তুমি দুর্ব্বলতা পরিহার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

তোমাদের অঞ্চলের অনেক ভক্ত ব্যক্তি যে দর্শনের আশায় বা দীক্ষার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, তাহা আমি জানি। দরং জিলার ঐ সুদূর অঞ্চলে যাইবার আকাঙ্ক্ষা আমারও অনেক কাল ধরিয়া। কিন্তু এখনই যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না। যাবৎকাল আমার আগমন সম্ভব না হয়, তাবৎকাল হরি-ওঁ মহানামের কীর্ত্তন দ্বারা সকলের মনকে ঈশ্বরপরায়ণ রাখ। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া করিয়া প্রত্যেককে বারংবার শুনাও এবং প্রত্যেকের মনে স্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্মাদনা ও ধর্ম্মলাভের শাশ্বত আগ্রহ সৃষ্টি কর। বেশী চাষে জমি কখনও নষ্ট হয় না। অল্প চাষের জমিতেই ফসল কম ওঠে। অখণ্ড-সংহিতার সীতা * বারংবার চালাইয়া প্রত্যেকের মনের ভূমি উর্ব্বর করিতে থাক। তুমি একটী রমণীমাত্র, কিন্তু রমণী যে কত শক্তি ধরে, তাহার পরিচয় তুমি তোমার একাগ্রতা,

* সীতা = লাঙ্গলের ফলা।

নিষ্ঠা এবং সংগঠন-প্রতিভার মধ্য দিয়া দাও। তোমার "হরি-ওঁ-মন্দির" এক চিরস্থায়ী অধ্যাত্মপ্রেরণার উৎস হউক, কেন্দ্র হউক।

মনুষ্য-সমাজ তিন দিকে তিনটী বিপত্তির মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটী বিপত্তি এই যে, সংঘবলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে লইয়া একদল লোক প্রচুর লোকবল ও অর্থবল প্রয়োগ করিয়া করিয়া জগদ্ব্যাপিয়া এই ধারণাকে প্রসারিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে যে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর অলীক, ঈশ্বরকে শিখণ্ডীরূপে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সুকৌশলী চাল-কলা-ভোজী যাজক-সম্প্রদায় কেবল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার আয়োজনে ব্যস্ত। অপর একদল লোক কোনও প্রকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হইয়াও বুদ্ধি, প্রতিভা ও নিষ্ঠার বলে স্বসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহারা কায়-মনোবাক্যে স্বতঃ ও পরতঃ মানুষের মনে ঈশ্বর-সম্পর্কে-তীক্ষ্ণ সমালোচনাপূর্ণ সংশয় সমূহের জনক হইয়াছেন ও হইতেছেন। অপর একদল লোক যাহা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ, যাহা কিছু অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে, যাহা কিছু বুদ্ধির অগম্য বা ব্যাখ্যার সহিত অসমঞ্জস, তাহাকেই অকৃত্রিমতম ধর্ম্ম বলিয়া অনিচ্ছুক মনগুলির উপরেও জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া বলিতে চাহিতেছেন যে, এই পথেই চল, নতুবা তোমাদের বংশনাশ হইবে, অনন্ত নরক হইবে।

এই ত্রিধা-সঙ্কটের মাঝখানে তোমাকে শক্ত মেরুদণ্ডে দাঁড়াইতে হইবে। এমন ধর্ম্মের বার্ত্তা তোমাকে শুনাইতে হইবে, যাহা নিরীশ্বরবাদীদের প্রচারকে ভয় করে না। এমন ধর্ম্মের বাণী তোমাকে উদ্গীথ করিতে হইবে, যাহা সকল সন্দেহবাদী ও সংশয়াত্মার সংশয়-সন্দেহকে স্তব্ধ করিয়া দিবে। এমন ধর্ম্মের পৌরুষ তোমাকে প্রচার করিতে হইবে, যাহা কুসংস্কারের রাহুগ্রাস হইতে শাশ্বত সনাতন অক্ষয় অব্যয় অনুপম ধর্ম্মকে অক্ষত এবং মুক্ত রাখিবে।

এই শক্তি তোমার আছে। কেবল বিশ্বাস রাখ।

পুপুন্‌কী সাম্প্রতিক বিভ্রাটে মা—হইতে খুব ভাল সাড়া আসে নাই। মনে হয়, তোমার পুত্রস্থানীয় শ্রীমান্ প্র—অখণ্ড-সাধারণের সহিত অন্তরের গভীর কোনও যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। তোমাদের ধর্ম্ম কত বড়! তোমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! তোমাদের মন্ত্র কত মহৎ! কিন্তু তোমাদের মধ্যে যোগাযোগের বড়ই অভাব। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম না আসিলে যোগাযোগে রুচি হইবে কি করিয়া? প্রশান্ত প্রাণে সকলে নাম করিলে তবে ত' রুচি আসিবে!

দশজনে মিলিয়া একটা কাজ করিলে ঐ কাজের মধ্য দিয়া দশজনের মধ্যে একটা একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই দশজন চোর, দশজন জুয়াড়ী, দশজন গাঁজাখোর, দশজন

মদ্যপ পরস্পরের প্রতি এত অনুরাগী। দশজনে মিলিয়া জনসেবা করিলেও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মে। দশজনে মিলিয়া জগতের শ্রেষ্ঠতম কাজ উপাসনা করিলে এই অনুরাগ একদিকে যেমন গভীর হয়, অপর দিকে তেমন হয় আসক্তিবর্জ্জিত, নির্লালস ও নিষ্কাম। তোমরা সমবেত উপাসনাকে এখনও উপযুক্ত সমাদর করিতেছ না। সমবেত উপাসনা আমার প্রিয়তম অনুষ্ঠান, একথা জানিবার পরেও তোমরা সপ্তাহে একটী দিন সকলে সমবেত উপাসনায় সম্মিলিত হইতে আগ্রহী হও নাই। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের একটী স্থায়ী সূত্র সৃষ্ট হইবে কি করিয়া?

এই কথাটী সকলকে বারংবার বলিয়া যাইতেছি। কিন্তু শোনে কে?

আরও একটা কথা বহুবার বলিয়াছি, যাহার প্রতি কর্ণপাত করিবার লোক অতি অল্পই দেখা যাইতেছে। যাহাদের আগে জানিতে না, চিনিতে না, গুরুভাই হইবার পরে তাহাদের সহিত তোমাদের পরিচয় স্থাপিত হইল। এই পরিচয়কে পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় রূপে গ্রহণ না করিয়া তোমাদের মধ্যে অনেকে বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ রূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাক। ডাক্তার গুরুভাই রোগী গুরুভাইদের চোখে ধূলা দিয়া অবৈধ অর্থ অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। ব্যবসায়ী গুরুভাই অব্যবসায়ী

ধনী গুরুভ্রাতার টাকার থলি আনিয়া অপব্যয়ের ছিনিমিনি খেলিয়া শেষোক্তকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। অধমর্ণ গুরুভাই, অনুরোধে উপরোধে বাধ্য হইয়া যে গুরুভাই তাহাকে কিছু টাকা কড়ি সাময়িক হাওলাত রূপে দিয়াছে, তাহাকে দিনের পর দিন ভাঁড়াইয়া ভাঁড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত অষ্টরম্ভা প্রদর্শন করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। নূতন একটী ধর্ম্মার্থী সজ্জন দীক্ষা লইয়া গুরুভাই না হইলে তাহার সহিত তোমার পরিচিত হইবারই কোনও সুযোগ হয়ত দশ বিশ বৎসরে, এমন কি সারা জীবনেও, হইত না। তাহার সহিত আর্থিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া এবং তারপরে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাহার ক্ষতির কারণ হাওয়া কি প্রশংসনীয়? কতবার বলিয়াছি, ধর্ম্ম-জগতের এক সতীর্থ অপর সতীর্থের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে কখনও ছলনা করিও না, কিন্তু কে তাহা শুনিতেছে?

কেহ হয়ত বলিবে, ইহা যুগধর্ম্ম। কিন্তু এইরূপ যুগধর্ম্মকে পালটাইয়া দিবার যদি ক্ষমতা না থাকিল, তবে আমরা কি ধর্ম্ম এতকাল পালন করিলাম, কি ধর্ম্মই বা এতকাল প্রচার করিলাম? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৭শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমার দুইখানা পত্র পাইয়াছি। দুইখানা পত্রই আমার প্রাণমন হরণ করিয়াছে। তোমার পত্রের প্রত্যেকটী অক্ষরে তোমার অন্তরভরা প্রেম ক্ষরিত বিক্ষরিত হইয়াছে। এ ত' কথা নয়, এ যে সুধা!

আমি তোমাকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে দেই নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছ। কিন্তু বাবা, আমি যে আমার আপাদমস্তক সবকিছু লইয়া তোমার ভিতরে নিয়ত অবস্থান করিতেছি, সেই খবর কেন রাখিতেছ না? বাহিরের চরণ-যুগল লইয়া অত মাতামাতি করিতেছ, অথচ আমি সহস্র চরণ-যুগল লইয়া তোমার প্রতি রোমকূপে বিচরণ করিতেছি।

পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি আমার শিষ্য হও নাই বলিয়া কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই। শিষ্য বা অশিষ্য সকলের প্রতি আমার সমান প্রেম, সমান ভালবাসা। জগতে কেহই আমার পর নহে। কেহ শিষ্য না হইলেই আমার পর হইল আর কেহ মন্ত্রদীক্ষা লইয়া শিষ্য হইলেই আমার আপন হইল, এই জাতীয় কুসংস্কার আমার নাই। তোমরা আমার নিকটে নিঃসঙ্কোচে আসিও। তবে, আমি কলিকাতা থাকাকালে রবিবার ব্যতীত যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইবে না, এই নিয়মটী পালন করিও। সপ্তাহে সাতটী দিন ধরিয়াই যদি দর্শনার্থীরা ভিড় করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমার অন্য দশ দিকের শত শত কাজে যে ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার নহে, কারণ আমি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি দশজনের মঙ্গলমূলক কাজে। তাই এই ক্ষতি দেশের ও দশের। আমার উপরে তোমাদের সকলের সমান অধিকার। জগতের প্রত্যেকটী জীবের সহিত আমার সমান প্রীতির সম্বন্ধ।

তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে বিশেষভাবে অবহিত হইবে। নিজের বন্ধুবান্ধবদিগকেও ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে উৎসাহিত করিবে। কুরুচি, কুমতি, কদাচার প্রভৃতির সহিত কখনও আপোষ করিবে না। নিজের বা অপরের নৈতিক অপমান কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। যেখানে গেলে বা যাহাদের সঙ্গে মিশিলে মনের শুচিতা ও দেহের স্নিগ্ধতা বিনষ্ট হইতে পারে, সেখানে যাইবে না, তাহাদের সঙ্গ করিবে না। জগতের প্রত্যেক মানুষের ভিতরে দেবত্ব আছে বিশ্বাস করিবে কিন্তু সেই দেবত্ব মন্দিরের মত পবিত্র স্থানেই পূজিত হয়, আস্তাকুঁড়েতে দেববিগ্রহ কেহ পূজা করে না। কেহ প্রতিভাবান্ কবি বা মণীষাসম্পন্ন দার্শনিক বলিয়াই তাঁহার আচরণের নিন্দনীয় অংশ সমূহ তোমাদের অনুকরণীয় হইবে, এই জাতীয় দাসমনোভাব অন্তর হইতে সমূলে উৎখাত করিবে। আদর্শচরিত্র লোকহিতব্রত সংযমপরায়ণ সদাচারী লোকদিগকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিবে এবং ঐকান্তিকী সাধনার দ্বারা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমকক্ষ হইবার যে তোমার যোগ্যতা আছে, এই আত্মবিশ্বাসের নিয়ত অনুশীলন করিবে। স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কদের হাতে মার খাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার প্রতীকার করিবার দুর্ব্বলতা পরিহার করিবে এবং নিজভূজবীর্য্যে জগতে স্বপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা সমুদ্যত

হইবে। সাংসারিক কর্ত্তব্য সমূহকে আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যের সহিত অভেদ করিয়া যথাযথভাবে পালন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সহধর্ম্মিনী শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালীর সংস্কৃত স্তোত্র সমূহ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না, এজন্য জানিতে চাইয়াছ যে, তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ দ্বারা উপাসনা নির্ব্বাহ করিতে পারেন কিনা। কিন্তু চেষ্টা করা উচিত বারংবার শুনাইয়া শুনাইয়া ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত স্তোত্র তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইতে। বাংলা অনুবাদটা যদি ছন্দে হইত, তবে তত দোষ হইত না। ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র মনের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং সুর সহযোগে যখন গীত হয়, তখন উহার ঝঙ্কার প্রাণের ভিতরেও প্রবেশ করে। সংস্কৃত বাঙ্গালীর নিকট পরভাষা নহে, বাংলা ভাষার শতকরা সত্তরটী শব্দ সংস্কৃত। অতএব

সংস্কৃত স্তোত্রে অনুরাগের অভাব বা ভীতি থাকা সঙ্গত নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মণ্ডলী এই বৎসরের জন্য তোমাকে সম্পাদক করিয়াছে, জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি তোমার অন্যান্য সতীর্থদের তুলনায় ছোট বা বড়, এই বিচারের আর প্রয়োজন কি? নিষ্কাম চিত্তে কাজ করিয়া যাও, তোমার অকপট সেবার মধ্য দিয়া তোমার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিনীত মন লইয়াই সঙ্ঘের সেবা করিও, কর্ত্তৃত্বের ভাব লইয়া নহে।

যাহাদিগকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মনে হইতেছে, তাহাদের ভিতরেও অশেষ সদ্‌গুণ রহিয়াছে। ভগবৎকৃপায় এই

সদ্‌গুণগুলির সদ্ব্যবহার হইবে। নম্রতা সহকারে কালপ্রতীক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। চাকুরীর দরুণ নিত্যনূতন স্থানে যাইতে হয়, এজন্য কোথাও শ্রীবিগ্রহের আসন বসাইতে পারিতেছ না বলিয়া অসুবিধা বোধ করিতেছ। তুমি আসন বসাইতে পারিতেছ না, এক্ষেত্রে তাহাতে কি আসে যায়? যেখানেই থাক, নাম করিয়া যাও। উপাসনার সময়টী হইলে চুপ করিয়া সাধনে ডুবিয়া যাও। গুরুদত্ত সাধন যে-কোনও স্থানে যে-কোনও অবস্থায় করা যায়। নির্দ্দিষ্ট একটী স্থানে আসন বসাইতে পারিতেছ না বলিয়া দুঃখ করিও না। নামজপ করিবার কালে মনে মনে কল্পনা করিয়া নিবে, যেন ধূপদীপ তোমার ঠাকুরের সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে মানস

পূজা করিবে। তাহাতেই তোমার সব হইতে পারে। মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া যেখানে বসিয়াই নামজপ কর না কেন, সবই তিনি শুনিতে পান, সবই তিনি দেখিতে পান, সবই তিনি জানিতে পান, সবই তাঁর পায়ে পৌঁছায়। বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য না দিয়া অহর্নিশ নামজপ করিতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কিছুদিন আগে শ্রীমান্ অ—কে তোমাদের ওখানকার অখণ্ড-মণ্ডলীর সম্পাদক পদে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং নিয়মানুসারে তুমি পদত্যাগ করিয়াছ। এই ব্যাপার নিতান্তই গতানুগতিক এবং স্বাভাবিক। এই পদত্যাগের ব্যাপারটাকে তোমার ব্যক্তিগত মান-অভিমানের বিষয়ীভূত করিও না। প্রত্যেক স্থানেই প্রতি বৎসর কর্ম্মকর্ত্তার পরিবর্ত্তন হয়। নূতন

নূতন কর্ম্মীদিগকে কাজ করিবার সুযোগ দিয়া প্রতিষ্ঠান এভাবে নিজের যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। একই ব্যক্তি চিরকাল সম্পাদক বা সভাপতি থাকিলে এই সকল ক্ষেত্রে সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই ঘটিয়া থাকে। তাই প্রায় সর্ব্বত্র এবম্বিধ নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। মণ্ডলীর সম্পাদক রূপে তুমি অতীতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছ। তোমার সেই মূল্যবান্ অভিজ্ঞতার দ্বারা মণ্ডলীর নূতন সম্পাদককে তুমি সর্ব্ব সময়ে সহায়তা করিও। মণ্ডলী হইতে দূরে সরিয়া বা নূতন সম্পাদকের প্রতি অসহযোগের মনোভাব লইয়া কখনও কোনও কাজ করিও না, এমন কি, চিন্তা এবং বাক্যেও এই সত্যকে লঙ্ঘন করিও না যে, ঐক্যের ভিতরেই অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত রহিয়াছে, অনৈক্য আসিলেই ধ্বংস আসিবে। কোনও রূপ অনৈক্য আসিয়া তোমাদের পবিত্র ভ্রাতৃবোধকে না কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিও।

এখন যদি কেহ বলাবলি সুরু করে যে, অসৎকুটিল লোকদের হাতে মণ্ডলী চলিয়া গেল, তবে তাহা কোনও কাজের কথা হইবে না। কেননা, তোমাদের ওখানে যখন দীক্ষার ঘরে কল্পনাতীত ভিড়টী হইয়াছিল, তখন ত' তোমরা কাহাকেও বাধা দিতে চেষ্টা কর নাই। তখন ত' তোমরা কাহাকেও বল নাই যে, অন্তরের কুটিলতা বিসর্জ্জন দিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে! আমি তখন দীক্ষার্থীদের ভিড় কমাইবার জন্য কত প্রয়াস পাইয়াছি, তোমরা আমার সেই চেষ্টাকে ব্যাকুল দীক্ষার্থীর উপরে জুলুম বলিয়া মনে করিয়াছ। কত দূর হইতে পায়ে হাটিয়া লোকগুলি আসিয়াছে, দীক্ষা না পাইলে বড়ই ব্যথা পাইবে! তখন ত' তোমরা কুটিল ও অসৎ লোকগুলিকে দূরে রাখিবার জন্য চেষ্টা কর নাই! বরং তখন তোমাদের ভিতরে একটা চাপা উল্লাসই দেখিয়াছিলাম। গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিণীদের সংখ্যা সহস্র ছাড়াইয়া লক্ষে গেল, ভাবিয়া তোমাদের কতই না আনন্দ! কাজেই এখন আর বলিতে পার না যে, অমুকেরা অসৎ, অমুকেরা দুশ্চরিত্র, অমুকেরা চোরা-করবারী। একথা তখনই বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল। যাহারা সঙ্ঘের ভিতরে প্রবেশ করিলে সঙ্ঘ তাহার নৈতিক আদর্শ, আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা ও শুচিতার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইবে, তাহাদিগকে দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই তোমাদের উচিত ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাহাই কর্ত্তব্য হইবে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অসৎকে সৎ, অসাধুকে সাধু, কুটিলকে সরল, হীনবুদ্ধিকে মহাপ্রাণে পরিণত করিবার চেষ্টা তোমাদিগকে করিতে হইবে। এই চেষ্টার নামই সংগঠন। তোমরা কি আগে সংগঠন কথাটীর তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা কর নাই? আমি ত' হাজারবার

হাজার রকমে তোমাদের বলিয়া আসিয়াছি যে, মানুষষের অজ্ঞান-তিমির ও অশুচিতা দূরের চেষ্টাই তোমরা করিও, আমার শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এক কণা শ্রমও করিও না। তাহা শুনিয়াছ কি?

মণ্ডলীর পুনর্গঠন যে ভাবেই হইয়া থাকুক, অধিকাংশের সম্মতিতেই হইয়াছে। অধিকাংশ লোক কখনও অসৎ হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যদি দুই-চারি জন অসৎ লোক মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের চরিত্রের সংশোধনের প্রকৃষ্ট সুযোগ তোমরা দাও। আর, যাহাতে তাহারা তাহাদের কোনও প্রকার বদ্ধমূল পাপাভ্যাসের দরুণ মণ্ডলীর মর্য্যাদা-হানিকর কোনও কাজ না করিতে পারে, তজ্জন্য সতর্ক হইয়া চল। পরস্পর পরস্পরকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর্ত্তি বাড়াইয়া যাও। শত্রুর প্রতি শত্রু নহে, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতা অগ্রসর হইতেছে, এই ভাব লইয়া চল।

অবশ্য, যে-কেহ মণ্ডলীর অনুগত বা তোমাদের সমসাধক হইলেই যে মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তৃপদে বৃত হইতে পারে, তাহা নহে। মদ্যপ, পরনারীরত, পরপুরুষাসক্ত, টাকাকড়ির ব্যাপারে প্রবঞ্চনাকারী বা উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কোনও অবস্থাতেই মণ্ডলীর কর্ম্ম-কর্ত্তাদের একজন রূপে নির্ব্বাচন করা চলিতে পারে না। কোনও ব্যক্তি সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও তাহার

পূর্ণারোগ্য লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে সভ্যপদ হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।—এগুলি নিয়ম। নিয়ম সকলকেই মানিতে হইবে। কাহার অতীত জীবন কি ছিল, তাহা নিয়া বিতণ্ডায় প্রবেশ করিয়া লাভ নাই, কাহার বর্ত্তমান জীবন কি, তাহাই আলোচ্য হইবে। ঘৃণিত জীবনযাপন করিতে থাকিয়াও একজন আসিয়া মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্যতম হইয়া থাকিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না।

তেমন ঘৃণিত ব্যক্তি তোমাদের নূতন মণ্ডলীতে আছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে ছোটখাটো দোষ কাহারও থাকিতে পারে। তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাদিগকে আত্মদোষ সংশোধনের অনুকূল আবহাওয়া প্রদান কর। ইহাদিগকে দিনের পর দিন শুচিতায় চারুতর, চরিত্রে দৃঢ়তর হইবার সহায়তা তোমরা কর। তোমরা এক সুমহান্ সঙ্ঘ-তরুর ছায়াতলে মিলিত হইয়াছ। তোমরা মল, মূত্র আর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া এই তাপহর ছায়ার সম্মান নষ্ট করিতে পার না। কোনও পক্ষেরই কেহ এমন কিছু করিতে পার না, যাহা দ্বারা সঙ্ঘের মর্য্যাদা-ক্ষুন্ন হইতে পারে। তোমাদের আচরণ দ্বারাই জনসাধারণ তোমাদের সঙ্ঘের ভালমন্দ বিচার করিবে। এমন কি, তোমাদের দরুণ আমাকেও হেয় বা শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিবে! অতএব তোমরা সকলে সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিও। একে অন্যের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকেই লক্ষ্য

রাখিও। সঙ্ঘের যাহাতে সুনাম বৃদ্ধি পায়, তাহাই তোমাদের বাঞ্ছিত হউক। ব্যক্তিগত মান-অভিমান অতলে ডুবিয়া যাউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
২৯শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাকে খেজুরি গুড় ও দধি খাইয়াইতেছ, ঐ স্বপ্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি যেই সময় এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, তৎকালে আমার খেজুরি গুড় ও দধিসেবনের প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। নামে তোমার রুচি থাকার দরুণ সূক্ষ্ম ভাবে আমার সেই ইচ্ছার পরিচয় পাইয়াছিলে। এজন্যই এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলে। যখন সময় ও অবসর হইবে, তখন নাগা পাহাড়ের কোলে তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র ষ্টেশানটিতে যাইব। তখন তুমি আমাকে দধি এবং খেজুরি গুড় খাওয়াইয়া তোমার স্বপ্নের সফলতা সম্পাদন করিতে পারিবে। অধীর হইও না।

তোমার অন্তরের ভালবাসাই তোমাকে এইরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছে। প্রেমহীন ব্যক্তি কখনও এমন মধুর স্বপ্ন দেখিতে পারে না। তোমার ভিতরে প্রেম আছে, তুমি ভাগ্যবান। কিন্তু তোমার এই স্বল্প প্রেমকে অনন্ত প্রেমে রূপায়িত করিতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, অনন্তেই সুখ। একটুখানি খেজুরি গুড় আর একটুখানি দধি খাওয়াইয়া তোমার পরম সুখ লাভ হইবে না। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অফুরন্ত মধু অর্জ্জন করিয়া আনিয়া তুমি আমার সেবায় লাগাইবে। তবেই তোমারও দেওয়া সার্থক, আমারও পাওয়া সার্থক। গুড় মধুরতার দ্যোতক। আর খেজুরি গুড় সুবাস, সৌগন্ধ, সুরভিতার দ্যোতক। দধি দীর্ঘায়ু, পবিত্রতা ও পূর্ণতার দ্যোতক। সুতরাং তোমার স্বপ্ন তোমাকে কি ইঙ্গিত দিতেছে, ভাবিয়া দেখ। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে যে, ভগবান কত বড় প্রেরণা তোমাকে দিয়া গেলেন। স্বপ্নকে নিতান্ত জড়ীয় অর্থে তোমরা দেখিও না। অধিকাংশ স্বপ্নেরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাইবে,—অবশ্য যদি তুমি নামে রুচিমান থাক। গুরুদর্শন, দেবদর্শন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি স্বপ্ন আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত লইয়া আসে। উহারা কেবলই মনের বিকার নহে অথবা অর্থহীন কথা নয়।

আরও কত স্বপ্ন জীবন ভরিয়া দেখিবে। স্বপ্ন তোমার ইঙ্গিত হউক। কিন্তু স্বপ্ন লইয়া বেশী মাথা ঘামাইও না।

জীবনের জাগ্রত সত্যে যাহার হইবে প্রতিষ্ঠা, সেই পরমমঙ্গলময় অনুভূতির জন্য হও ব্যাকুল। আজ স্বপ্নে আমাকে দেখিয়া পুলকিত হইতেছ, কাল তোমার সাধনার ফলে জাগ্রতেই হয়ত দেখিতে পাইবে যে, আমি কাশীধাম বা কলিকাতা বসিয়া থাকিয়াও সরুপাথরে তোমাকে দর্শন দিয়াছি। এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না, তাহা নহে। কখনও ঘটে নাই, তাহাও নহে। কিন্তু আমার কোনও মহিমায় নহে, তোমাদেরই একাগ্র সাধনায় ইহা সম্ভব হইবে। অলৌকিক ঘটনা কেবল অলৌকিকই নহে, তাহা লৌকিকও। লৌকিক জীবনে সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। দেখিবে, লোকে যাহাকে অলৌকিক বলে, তাহা তোমার নিকট জল-ভাত হইয়া যাইবে। নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারকে তোমরা অসাধারণ বলিয়া গণনা করিয়া থাক। যাহারা সাধন করে তাহাদের নিকটে কিছুই অসাধারণ নহে। তবে এইগুলির মূল্য প্রকৃত সাধকের সাধনজীবনে অতি অকিঞ্চিৎকর। বহু মহাপুরুষ সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা সালঙ্কারে বর্ণিত হয়। ঐগুলিকে আমি মূলতঃ মিথ্যা বলিয়া মনে করি না। কেননা, নিজ জীবনে কত অলৌকিক কিছু দেখিয়াছি। কিন্তু এইগুলিকে আমি অনাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষাও শতগুণ মূল্যবান্ মানুষের প্রতি মানুষের পাপলেশহীন নিষ্কাম প্রেম। অলৌকিক ক্ষমতা অনেক সময়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মানুষের সাধন-জীবনের আপদ-বিশেষ কিন্তু স্বার্থহীন অকপট প্রেম প্রত্যেকেরই জীবনের পরম সম্পদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ বারাণসী

৩রা বৈশাখ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা নববর্ষের আশিস জানিও। নববর্ষ সকলের পক্ষে শুভ হউক।

তোমরা দুই গুরুভ্রাতা মিলিয়া উত্তরবঙ্গের কতকগুলি স্থানে সমবেত উপাসনা ও হরিওঁ নামকীর্ত্তনের সুরশিক্ষাদান করিয়া করিয়া বেড়াইতেছ এবং সর্ব্বত্র প্রচুর আনন্দ পাইতেছ, সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমাদের এই আনন্দ সার্থক হইবে, যদি তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষাদান হয় নির্ভুল এবং যাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছ, তাহারা প্রদত্ত শিক্ষাকে ভালভাবে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করিতে পারে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিও, যেন তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষার কোনও ত্রুটিতে ইহাদের মধ্যে কোনও অসাধারণ ভুল আবার মজ্জাগত হইয়া না দাঁড়ায়।

সুরজ্ঞ তোমার যে গুরুভ্রাতা তোমাদের এই সুরশিক্ষাদানের

অভিযানের নেতৃত্ব করিতেছে, তাহার নিকট হইতে সুরকে বিশুদ্ধভাবে শিখিয়া লইবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও। আগের ভুলগুলি যাহাতে একেবার নির্ম্মূল হইয়া যায়, ভ্রমেও তাহা আর যাহাতে তোমার কণ্ঠে আসিয়া বাসস্থান রচনা করিতে না পারে, তাহার দিকে কড়া নজর দিও। শিখিবার এই সুযোগকে ভাল ভাবে যদি সদ্ব্যবহারে আনিতে না পার, তাহা হইলে এইবারকার সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এক হিসাবে ব্যর্থই হইয়া যাইবে। একটা দিন মানে জীবনের একটা মূল্যবান্ অংশ, পরমায়ুর একটা ভাগ। ইহাকে অপব্যয়িত হইতে দেওয়া মহামূর্খতা। চেষ্টা করিয়া নিজের সবগুলি ভুলকে আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া নাও, তাহা হইলে ভ্রমসংহারে অসম্পূর্ণতা থাকিবে না। তোমাকে পূর্ব্বাভ্যাস একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। কেননা, ইহার পরে তোমার উপরে বহুজনের শিক্ষার ভার পড়িতে পারে। তুমি সতর্ক না থাকিলে মহা-অনর্থ হইবে।

কল্যাণীয়া মা কি—র জন্য তুমি ভাবিও না। তুমি যখন স্থির করিয়াছ যে, ঘরের চাষ-আবাদ নষ্ট হইয়া গেলেও তুমি সুরশিক্ষাদানের কাজ ছাড়িয়া গৃহে ফিরিতে চাহ না, তখন তোমার সহধর্ম্মিণীর ব্যয়ভার আশ্রম হইতে বহন করিবার ব্যবস্থা আমি করাইতেছি। ভগবানের উপরে যে নির্ভর করে, তাহার ভার ভগবানই গ্রহণ করেন। ইহা ত' অতি প্রসিদ্ধ

কথা। আমি ভগবানের হইয়া তোমার বাড়ীর আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিব। ভগবান্ অনেক সময়ে অতি সাধারণ মানুষের রূপ ধরিয়া জগতের জন্য কাজ করিয়া থাকেন। কখনো কখনো তিনি আমারও রূপ ধারণ করেন। তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে লাগিয়া যাও। অন্য কোনও চিন্তাকে মনের কোণেও স্থান দিও না। নামে আর প্রেমে জগৎ প্লাবিত, মথিত, আন্দোলিত ও নিমজ্জিত কর।

যেই সকল স্থানে এখন ভ্রমণ করিতেছ, সেই সকল স্থানে ইহার কিছু দিন পরেই আবার আসিবার ভ্রমণ-তালিকা হয়ত তোমাকে করিতে হইবে। যে যে স্থানে মাত্র এক দিন দুই দিন করিয়া ভ্রমণ করিয়া গেলে, সেই সেই স্থানে সাত আট দিন ধরিয়া দুই বেলা সমানে লোককে সমবেত উপাসনার সুর শিক্ষাদান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য হরিনামের কীর্ত্তন-প্রবাহও প্রবাহিত করিতে হইবে। কোনও কোনও স্থানে পাথেয়াদির অসুবিধাও তোমার হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল অসুবিধার দিকে তাকাইও না। তোমার পরবর্ত্তী প্রগ্রাম তৈরী হইয়া যাইবার পরে তোমার সহিত আশ্রম হইতে কিছু বিক্রেয় পুস্তক দিতে চেষ্টা করিব, যেন তাহার দ্বারা তুমি পাথেয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পার। দেশ দরিদ্র, অন্তরে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব অতি অল্প লোকেরই

আছে, তদুপরি নানাপ্রকার অপধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের দ্বারা এক শ্রেণীর ধর্ম্মযাজকরা সরল-বিশ্বাসী জন-সাধারণের মনকে এমন ভাবে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, শিক্ষিত সাধারণের কাছে ধর্ম্ম একটা ব্যবসাদারী ব্যাপার ব্যতীত অন্য কিছুই বলিয়া প্রতিভাত হইতে চাহে না। তাহার উপরে আবার আছে ধর্ম্মকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার ফিকির বলিয়া বিপুল প্রচার। এত সব বিপরীত অবস্থার মধ্যে তোমাকে কাজ করিতে হইবে। অতএব মনে রাখিও যে, তোমাকে কাছা ঠিক রাখিতে হইবে। নিজের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি কাজ করিবে, প্রতিটি কথা বলিবে, প্রতিটি চিন্তা করিবে। জীবনের মধ্যে আদর্শের বিরোধকে প্রবেশাধিকার দিবে না। এই বিষয়ে কঠোর ইহতে না পারিলে এই পুণ্য কার্য্যের ভার দীর্ঘকাল তোমার উপরে নাও থাকিতে পারে।

অন্তরভরা প্রেম লইয়া, অবিচলিত আত্মবিশ্বাস লইয়া, অতুলন চরিত্রবল লইয়া অগ্রসর হও বৎস, কুণ্ঠাহীন আত্মবিসর্জ্জনের পথে বীরবিক্রমে চলিতে থাক। বিবাহ একদা একটা করিয়াছিলে বলিয়াই তুমি পচিয়া যাও নাই, এই কথাটি স্মরণে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। পয়লা বৈশাখ উপাসনাতে বসিয়া আমি নিখিল ভুবনের প্রতিটি প্রাণীর কুশল কামনা করিয়াছি। তাহাতেই তোমাদের সকলের জন্য নববর্ষের আশিস বর্ষণ হইয়াছে। আলাদা করিয়া জনে জনে এই জন্যই আশীর্ব্বাদ করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। এই জন্যই এইবার পয়লা বৈশাখ চিঠি পত্র বড় একটা লিখি নাই।

দেখ মা, নববর্ষই তোমাদের প্রণাম করিবার একটী বিশেষ দিন এবং নববর্ষই তোমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রেরণের বিশেষ একটী উপলক্ষ্য, ইহা আমি মানি না। প্রতিদিনই একটী করিয়া নূতন সূর্য্য উদিত হইতেছে, প্রতিদিনই তোমরা নূতন জন্মে প্রবেশ করিতেছ, প্রতিটি মূহূর্ত্তেই তোমাদের উপর নূতন নূতন দায়িত্বভার পড়িতেছে। আমার প্রয়োজন, প্রতিদিনই প্রতিক্ষণেই তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করা এবং তাহাই আমি করিতেছি।

অসুখ অশান্তি পৃথিবী জুড়িয়াই আছে এবং থাকিবে। ছায়া ছাড়া আলো নাই, আলো ছাড়া ছায়া নাই। নানারূপ

বিরূপ অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ইহার মধ্য দিয়া তোমাকে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততা, ইহারই মধ্য দিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে জীবন তরণী পারের ঘাটের দিকে। সর্ব্বদা ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্যটী স্থির রাখিও। ভুলিয়া যাইও না যে, তোমার পরমপ্রভুর প্রতি তোমার আসল কর্ত্তব্য কি। জগতের সকল কর্ত্তব্যকে তাহার অধীন করিয়া পালন করিও। সংসারী হইতে শাস্ত্রকারেরা কাহাকেও বারণ করেন নাই, স্ত্রী স্বামী গ্রহণ করিবে, স্বামী পত্নী স্বীকার করিবে, মাতাপিতা পুত্রকন্যার জনকজননী হইবে, পুত্রকন্যা মাতাপিতার প্রতি নিজেদের প্রতিটি কর্ত্তব্য পালন করিবে, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া প্রতিজনে নিজ নিজ আসল কাজের পূরাটুকু আদায় করিয়া লইবে। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলেই দেখিবে, সকল সমস্যার জটিল গ্রন্থি আপনা আপনি সরল ও সাবলীল হইয়া যাইতেছে।

তবু ভয়কে অন্তর হইতে দূর করিয়া দাও। নিখিল বিশ্বের প্রতিজনের প্রতি তোমার অপার অগাধ প্রেম তোমাকে বিশ্বপতির প্রেমে নিমগ্ন করুক। আবার, তাঁহার প্রতি প্রেম বিশ্বের সকলকে তোমার আপন করুক।

এই আপনত্বকে কেবল পুঁথিগত বাঁধা গতে আবদ্ধ থাকিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দিলে হইবে না। অনুকূল কর্ম্ম ও ত্যাগের মধ্য দিয়া তাহার অনুশীলনও চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

কল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চাকুরীতে বদলী হইয়া নূতন স্থানে আসিয়াছ। হয়ত পরিবেশ একান্তই অপরিচিত এবং পরিস্থিতিও আলাদা রকমের। কিন্তু ইহাতে ঘাবড়াইয়া যাইবার দরকার নাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, তাঁহাকে প্রতিটী ব্যক্তির মধ্যে দেখিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া সকল সমস্যার আশুসমাধান করিও। প্রাণভরা প্রেম লইয়া মানুষের সহিত করিবে ব্যবহার, পরিচিত-অপরিচিত-নির্ব্বিশেষে সকলকে সমাদর করিবে। আস্তে আস্তে দেখিবে, নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উপাদান ও উপকরণ সমূহ তোমার করতলগত হইয়া যাইতেছে। সৃষ্টির তুমি শিল্পী, এই কথা কখনও ভুলিও না। যেখানে যাইবে কেবল নূতনের পর নূতন করিয়া সৃষ্টির বাহাদুরী তুমি দেখাইয়া যাইবে।

জগতের সকলে যখন তোমাকে একটী সাধারণ সরকারী চাকুরে মাত্র মনে করিতেছে, সেই সময় তুমি তোমার সৃষ্টির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া যাইতে থাক, প্রতিটি মানবের মনের মধ্যে। পশুকে মানুষ করিতে হইবে, মানুষকে দেবতা করিতে হইবে, দেবতাকে ব্রহ্মে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই ব্রত সাধারণের নহে,—তুমি সাধারণ মানুষ হইয়াও অসাধারণ, তাই এই ব্রত তোমার।

তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ-স্থাপন একটা বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়া হইয়াছে। তাহা এই যে, তুমিও জানিয়াছিলে যে আমি তোমাকে দীক্ষাদানকালেই জগৎকল্যাণের সঙ্কল্পে আবদ্ধ করিব, আর আমিও জানিয়াছিলাম যে, তুমি কেবলই হুজুগাকৃষ্ট হইয়া আস নাই। আমাকে আমার কর্ম্মজীবনে ও প্রচারণার মধ্য দিয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তুমি একযুগ সময় পাইয়াছিলে। এখন সময় আসিয়াছে তোমার প্রাণপণ শক্তিতে আমার সকল প্রত্যাশা পূরণ করিবার জন্য আগুয়ান্ হইয়া আসিবার। চারিদিকে যতজনকে দেখিতে পাইতেছ, তাহাদের প্রতিজনকে দিয়া জগৎকল্যাণ সাধন করাইতে হইবে। সত্যই যদি নূতন বৎসর আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই কাজে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশাবাদী মন লইয়া তরুণ কৈশোরে যে সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলে, যৌবনের নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে না দেখিতে তাহা আকাশে মিলাইয়া গেল। ইহা তোমার জীবনের এক বেদনান্ত পরিচ্ছেদ। কতখানি দুঃখ ও আশাভঙ্গজনিত কতখানি ক্ষোভ লইয়া তোমার জীবন চলিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া আমি তোমার জন্য অশেষ বেদনা অনুভব করি মা। তোমাকে এই সময়ে হিতোপদেশ দিয়া যে বলিবে—ভয় ভাবনাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও, সুদীর্ঘকালব্যাপী উপেক্ষাকেও গণনায় না আনিয়া মানুষরূপে তোমার নিজের মূল্য বাড়াইবার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ কর, হাহুতাশ করিয়া সময় না কাটাইয়া অথবা বিলাস-ব্যসনে নিজেকে লিপ্ত না করিয়া নিজের ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিকে, সংযমের বলকে, প্রত্যাহারের প্রতাপকে প্রতিষ্ঠিত কর,—সে তোমার প্রকৃত বান্ধবের কাজ করিবে। বারংবার ঘাতপ্রতিঘাতে বিহ্বল হইয়া তোমার মন চপল-চঞ্চল হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় আশ্রয়, কোথায়

শান্তি, কোথায় নির্ভরের স্থান, তাহা খুঁজিয়া মরিতেছে। নির্ভরের স্থান অনেক আগেই পাইয়াছিলে কিন্তু নির্ভর করিতে পার নাই। সমস্ত প্রাণমন দিয়া নির্ভর করিলে সংসারের দুঃখ ও তাহার কারণগুলি কমুক আর না কমুক, মনের প্রশান্তি বাড়ে, যাহার বলে অনায়াসে শত দুঃখের নিষ্পেষণে থাকিয়াও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ান যায়। আমার সন্তান বলিয়া যদি নিজেকে নিমেষের জন্যও অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে দুঃখকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া পথ চলিবার সাহস সঞ্চয় কর। ভোগ নহে, ত্যাগই তোমার লক্ষ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে যদিও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ নাই, তবু ইহার ভাষা হইতে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, তুমি রোগমুক্ত হইয়াছ। তোমার রোগমুক্তি-সংবাদ আমার কাছে যে কত বড়

সংবাদ, তাহা আমি পত্র লিখিয়া কি বুঝাইব। তোমার সুস্থ অবস্থায় তোমার ভিতরে জীবকল্যাণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছি, দেখিয়াছি তোমার নিরভিমান জগদ্ধিতৈষণা। তুমি যে আমার কতখানি প্রিয়, তাহা লিখিয়া কি জানাইব।

তোমাকে আজ আশীর্ব্বাদ করি, যে কর্ম্মক্ষেত্রে বহুদিন পরে পুনরায় প্রবেশ করিলে, তাহা তোমার অসাধারণ কৃতিত্বের দ্বারা নিয়ত চিহ্নিত হউক। সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া এবং পরমেশ্বরে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া তুমি তোমার পথ চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মণ্ডলীতে জন্মোৎসব উপলক্ষে তোমরা দুইটী দল নাকি করিয়াছ। তোমাদের নবগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-তালিকার সঙ্গে এই সংবাদটী পাইলাম। এই তালিকা

আমি সাময়িক ভাবে অনুমোদন করিলাম কিন্তু তোমরা যাহাতে সকলে মিলিয়া একটা মাত্র দলে পরিণত হইতে পার, তাহা অবিলম্বে কর। একটার পর একটা করিয়া প্রয়োজন আসিতেছে, যেই সময়ে তোমাদের সকলের সর্ব্বশক্তি একটা মাত্র কাজে লাগিয়া অভাবনীয় মঙ্গলসৃষ্টিতে বা অপ্রত্যাশিত অমঙ্গল-নিবারণে প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক। সেই কথা ভুলিয়া গিয়া কেন তোমরা অপ্রেমবর্দ্ধক আত্মাভিমানের পূজা করিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

টেলিগ্রাম একটা পাইয়াছিলাম, যাহাতে প্রেরকরূপে তোমারও নাম ছিল। বিষয়টা সর্ব্বজনীন প্রয়োজনের, তাই তোমার অজ্ঞাতসারেও কেহ তোমার নাম দিয়া ঐ টেলিগ্রাম করিয়াছে বলিয়া কোনও গুরুতর অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মনে করি না। টেলিগ্রামের প্রেরক হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে,

বিষয়টা যখন গুরুতর, তখন একাকী তাঁহার নাম প্রেরকরূপে থাকিলে আমি হয়ত ততটা মনযোগ না দিতে পারি। অথবা তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, টেলিগ্রামের বিষয়ে গুরুত্ব-সংযোগের জন্য যাঁহার নাম সংযোজিত হইতেছে, দেখা হইবামাত্রই তাঁহার অনুমতি লইয়া বিষয়টার মীমাংসা করা যাইবে। আমার মনে হয়, এই জাতীয় ব্যাপারে সাধারণ ফরম্যালিটিকে অতিরিক্ত বিচার ও গবেষণায় না আনা ভাল। সব চাইতে অবশ্য ভাল হইত, যদি টেলিগ্রামের প্রেরক আগেই তোমার সম্মতি নিয়া কাজটী করিতেন। কিন্তু তাহা যখন করা হয় নাই, এবং ইহার ফলে অন্য কোনও বিভ্রাট যখন সৃষ্ট হয় নাই, তখন এই ব্যাপারটাকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়া আসল কাজের দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

এখন তোমাদের সমক্ষে যে কাজটী আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাহা তোমাদের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে। কাজ ধরিবে অথচ সফলতা আসিবে না, ইহা বড়ই অমর্য্যাদাকর ব্যাপার। তোমাদের মধ্যে মনের ও মতের মিল আসা একান্তই দরকার। যেই সময় একটা কাজ আরম্ভই হইয়া গিয়াছে, সেই সময় এ সকল যুক্তি দিয়া দূরে সরিয়া থাকা পাপ যে, অমুকের ক্ষমতালিপ্সা অধিক, অমুকের নির্দোষ ভাবে কাজ করিতে পারে না, রামার ব্যবহার কর্কশ, শ্যামার

হুজুগপ্রিয়তা অপ্রীতিকর, ইত্যাদি। এক একটা অনুষ্ঠানের এক একটা সময় আছে। অনেক চেষ্টা করিয়া যে অনুষ্ঠানটী এত দিন করিতে পার নাই, হঠাৎ এমন হইয়া যায় যে, তুমি অপ্রস্তুত, কিন্তু কাজটী করিবার সুযোগ আসিয়া গিয়াছে, এমন কি, তোমরা যদি সুযোগ গ্রহণ নাও কর, অন্যে তাহা অবশ্যই করিবে। এই সকল সময়ে সহকর্ম্মীদের দোষগুণ বিচার করিয়া কাজ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা এক প্রকারের কাপুরুষতা মাত্র। এই দোষ তোমার মধ্যে কেন আসিবে?

তোমাদের ওখানকার সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়ত শেষ হইয়া আসিবে, এমন সময়ে তুমি আমার পত্র পাইবে। সুতরাং আমার এই পত্র হইতে যদি কোনও উপদেশ সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে তাহা কাজে লাগাইবার আর সময় রহিল না। তাই আমি আশা করিতেছি যে, সাফল্য অসাফল্য তোমাদের যাহাই হইয়া থাকুক, তুমি কাজের সময় নিজেকে বিলগ্ন করিয়া রাখিয়া ভ্রমের অনুশীলন কর নাই।

তোমাদের ওখানকার মণ্ডলীটিতে একটী অতি অশুভ ব্যাপার আমাকে নিরন্তর মনঃপীড়া দিতেছে। তাহা এই যে, তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমানকে অতি উচ্চস্তরে তুলিয়া ধরাতে পরস্পরের সহিত প্রেম জমাইতে পারিতেছ না। তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রেম নাই বলিয়াই অন্যান্য শত

শত প্রেমিক পুরুষকে তোমরা আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইতেছ। অখণ্ড ধর্ম্ম যে অসাধারণ আত্মীয়তা লইয়া জনসমাজে আবির্ভূত হইয়াছে, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমময় আচরণের অভাবে বাহিরের লোকের নিকটে তাহার কোনও আবেদন পৌছিতেছে না। পৌরোহিত্যের দাপট, বংশমর্য্যাদার আস্ফালন, কুসংস্কারের অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া যেই মানুষগুলি সাম্যের ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের পারস্পরিক আচরণের মধ্যে অসুন্দরতা দেখিয়া তাহারা বিশ্বাস করিয়া তোমাদের পানে আগাইতেছে না। ইহা কি তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ? দার্শনিকতার অভ্রভেদী উচ্চতার সহিত প্রেমের স্নেহকোমল আর্দ্রতার সামঞ্জস্যময় সম্মেলন তোমাদের ধর্ম্মেই ছিল। কিন্তু তোমরা মানুষকে আকর্ষণে অক্ষম হইয়া যাইতেছ। তোমাদের এখন আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সারা বছর ধরিয়া সকলের সহিত শুভ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে। অকারণে জীবনের মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করিতে বলিতেছি না, কিন্তু নিজের প্রতিদিনকার কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকের সতীর্থদের সহিত যোগাযোগ রাখিবে। এই যোগাযোগকে আড্ডাবাজিতে পরিণত হইতে দিবেনা। এই যোগাযোগ হইবে শুচিশুদ্ধ, মূল্যবান ও প্রাণময়। ইহার সহিত বাহ্য আড়ম্বরের যেন কোনও সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলেই দেখিবে যে, একদিন একটী নিমেষের চেষ্টায় সকলের সকল শক্তি একটি স্থানে আনিয়া প্রয়োগ করা কত সহজ হইয়া যায়। সকলের সকল শক্তি, সকলের সকল প্রতিভা, সকলের সকল চেষ্টা, উদ্যম ও উৎসাহকে একটী মাত্র লক্ষ্যে চক্ষের নিমেষে নিয়োজিত করার সামর্থ্যেরই নাম সংঘশক্তি। তোমরা ইহার অনুশীলন ছাড়িও না।

অহমিকা না কমিলে সংঘশক্তির উন্মেষ-সাধন হয় না। প্রতিজনে ব্যক্তিগত মান-অভিমানের বোধকে একটু কমাইতে চেষ্টা পাইও। চারিদিকে শত বাধা, সহস্র বিঘ্ন। ইহারই মধ্য দিয়া তোমাদের পথ কাটিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। পাহাড় দেখিয়াও থামিলে চলিবে না, অরণ্য দেখিয়াও ফিরিয়া আসা যাইবে না, আগাইতেই হইবে। হাতুড়ির ঘায়ে পাথর ভাঙিয়া, কুঠারের চোটে জঙ্গল কাটিয়া তোমাদের চলিতে হইবে। বাধাকে মানিও না, বিঘ্নকে গ্রাহ্য করিও না।

সকল মানুষকে ভালবাসিবে। বাধাদানকারীরাও তোমাদের পর নহেন। সকল মানুষেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সকল মানুষের ভিতরেই সূক্ষ্মভাবে তুমি বিরাজ করিতেছ, এই ভাবটী অন্তরে রাখিবে। তাহা হইলেই সর্ব্বভূতের সেবা সহজতর হইবে। নিজের জীবনকে সকলের সুখের জন্য উৎসর্গ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার স্বামীকে আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ দিও। আমার সহিত তাহার এখনও দেখাসাক্ষাৎ বা কোনও পরিচয় হয় নাই। এমন কি, পত্রযোগেও তাহার সহিত আমার কখনও কোনও ভাববিনিময় হয় নাই। তোমার বিবাহের সংবাদে তোমাদের দুইজনকে যে আশীর্ব্বাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার অতিরিক্ত পরিচয় আমার সহিত তাহার নাই। কিন্তু ইহা আমি নিশ্চিতই আশা করিতে পারি যে, তোমার মধ্য

দিয়া তাহার সহিত আমার পরিচয় নিশ্চয়ই একটা স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কুমারী-অবস্থায় দীক্ষা নিয়া তুমি নিয়মিত সাধন করিয়াছ। তোমাকে বিবাহিতা পত্নীরূপে পাইবার পরে নিশ্চয়ই তোমার স্বামী জীবনে এমন কোনও সম্পদ আহরণ করিয়াছে, যাহার জন্য তাহাকে কৃতজ্ঞ নয়নে আমার পানে দুই একবার হইলেও তাকাইতে হইবে। ইহা আমি প্রত্যাশা করিতে পারি। আগে আমি কুমারী মেয়েদের দীক্ষা দিতাম না। কারণ, বিবাহের পরে কে কেমন স্বামীর সঙ্গ পায় কেহ জানে না, হয়ত স্বামীর মতের সহিত ধার্ম্মিক মতামত না মিলার ফলে সংসারে অশান্তি হইতে পারে। কিন্তু কয়েকটী কুমারী কি করিয়া দীক্ষিতা হইয়া গেল এবং তাহারা সাধন জোরসে করিতে লাগিল। ইহাদের বিবাহের পরে দেখা যাইতে লাগিল যে, ইহারা ইহাদের স্বামীদের উপরে কল্যাণপ্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ্যা হইতেছে। ইহার পর হইতে আমি সেই সকল কুমারী মেয়েদের দীক্ষা দিতে আর আপত্তি করি নাই, যাহাদের পিতামাতার সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। তুমিও বিবাহের আগে অনেক সাধন-ভজন করিয়াছ। তুমি কি তোমার স্বামীর মনের উপরে কোনও কল্যাণ-প্রভাবই বিস্তার করিতে পার নাই?

তোমার স্বামীকে আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ দিবে। স্বামী

ও স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া সংসারকে মধুময় করিয়া তোল। তোমাদের দুইজনের জীবনের মহনীয় দৃষ্টান্ত সমূহ তোমাদের শিশুদের জীবনকেও সুন্দর ও সহজ করিয়া তুলুক। একে অপরকে ভালবাসে না বলিয়াই ত' অধিকাংশ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর আচরণের মধ্য দিয়া সন্তানগণের নিকটে গর্হিত দৃষ্টান্ত সমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ দিয়া ভালবাস। ভালবাসা জীবনের পরম সম্পদ, এই সম্পদ হইতে তোমাদের যেন জীবনে একটী দিনের জন্যও বঞ্চিত হইতে না হয়। দুঃখ-সংঘাতময় সংসারে তোমরা একে অপরকে পক্ষপুট দিয়া আচ্ছাদন করিয়া ঝড়ের ঝাপটা হইতে রক্ষা কর। স্বামী কেবলই প্রভু নহে, সে একটী অরক্ষিত অসহায় শিশুও। স্ত্রী কেবলই দাসী নহে, সে একটী রক্ষাবিধাত্রী মহাশক্তিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ বারাণসী
৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী আমাকে তোমার রোগশয্যায় শিয়রে বসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে দেখে বলিয়া লিখিয়াছ। আমি সেই তারিখে সেই সময়ে পুপুন্‌কী আশ্রমে স্তূপীকৃত পত্রের জবাব দিতে ব্যস্ত ছিলাম। এই সময়ে আমার মনই তোমাদের অনেকের কাছে ভ্রমণ করিতেছিল এবং আশিস বিলাইতেছিল। আমার শারীরিক ভাবে যাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তোমার সহধর্ম্মিণী যাহা দেখিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে। তাহা জাজ্বল্যমান সত্য এবং এই সত্যের জন্য দায়ী তোমার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিনীর প্রাণভরা ভক্তি। জড় বা চৈতন্য সবই ভালবাসার অধীন। তোমার সহধর্ম্মিণীর ভালবাসা অকপট ও অকৃত্রিম। তাই আমাকে আমার স্থূল দেহ লইয়া সেখানে অত দূরে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছে। ইহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব বা মহিমা নাই। তোমাদের ভক্তিরই এখানে জয়জয়কার।

আমি আমাকে একটা পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ মাত্রই মনে করি না। আমি বিশ্বের আত্মা। সর্ব্বভূতের আমি পরমাত্মা, সকল সৃষ্টির আমি বিধাতা। কিন্তু তোমরা আমার সহিত অভেদ-পরমাত্মা। তোমাদের মধ্যে মায়ার খেলা চলিয়াছে, তাই তোমরা আমাকে তোমাদের কাছ হইতে আলাদা মনে করিতেছ।

শ্রীমতী শো—যাহা দেখিয়াছে, তাহা তাহারই মূর্ত্তি। সে নিজেকেই দেখিয়াছে। আবার তুমি যে দেখিয়াছ যে শ্রীমতী শো—তোমাকে অসাধারণ পরিচর্য্যা করিয়া বাঁচাইয়া তুলিল, তাহাও তোমার চোখের ভুল। আমিই তোমার পত্নী হইয়া তোমাকে রোগশয্যায় যক্ষের মতন প্রহরা দিয়াছি, আমিই তোমার পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া তোমার মলমূত্র কাচিয়াছি, তোমাকে ঔষধ দিয়াছি, পথ্য দিয়াছি, তোমাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। তুমি, আমি, তোমার পত্নী এই তিনটী আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নহে। তুমি, আমি, তোমার পুত্রকন্যাগুলি, ইহারাও আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নহে। ইহারা সকলে মিলিয়া এক এবং অদ্বিতীয়, যাহাকে আমরা নাম দিয়াছি প্রণব বা ওঙ্কার। তুমি ওঙ্কার, তোমার পত্নী ওঙ্কার, তোমার শিশুরা ওঙ্কার, তোমার আত্মীয়বান্ধব সকলে ওঙ্কার, ইহাদের সকলকে একত্র লইয়া আমি ওঙ্কার। আমি যে মাঝে মাঝে তোমাদের দর্শন দেই বলিয়া অনুভব কর, তাহা এই ওঙ্কারেরই মহিমা। আলাদা করিয়া মনুষ্য-দেহধারী আমার ইহা মহিমা নহে।

তোমার গৃহে সমবেত উপাসনাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমার একটী গুরুভাই আসিয়াছিল জানিয়া সুখী হইলাম। ইহাদের অনেকের ভিতরে ব্রহ্ম জাগিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। ইহারা জানে না যে, কত সামান্য যতনে

ইহারা পরম রতন লাভ করিতে পারে। এইজন্যই ইহারা সমবেত উপাসনার মতন আদরণীয় অনুষ্ঠানে এতদিন রুচি অনুভব করে নাই। তুমি ইহাদের সকলের রুচি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিও। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভিতরে অশেষ মঙ্গলকর উপাদান সমূহ রহিয়াছে। ইহারা নিজেদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান্ নহে বলিয়াই সেই সকল উপাদান কাজে লাগিতেছে না। সৎসঙ্গ দিয়া ইহাদের অন্তরের আগ্রহকে পরিপুষ্ট কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

পদে পদে তোমার ভক্তি পরিচয় পাইতেছি। তোমার ভক্তি অমর হউক। অনুক্ষণ ওঙ্কার স্মরণ করিবে। আমি আর ওঙ্কার অভেদ। আমার প্রতি ধাবিত তোমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগও নিঃশেষে ওঙ্কারে ঢালিয়া দাও। যেদিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবে, কেবল ওঙ্কারই দেখিবে। নিঃশ্বাসে ওঙ্কার, প্রশ্বাসে

ওঙ্কার, নিদ্রায় ওঙ্কার, জাগ্রতে ওঙ্কার, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ওঙ্কারই তোমার স্মরণীয় ও মননীয় হউক। আমার সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা সমূহের বর্ণনা করিয়া মানুষের মনে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম বা বিস্ময় সৃষ্টির কোনও চেষ্টা করিও না। সকল শ্রদ্ধা, সকল সম্ভ্রম, সকল বিস্ময় ওঙ্কারকে লইয়াই হউক। সুদূর অনাগতে, যখন কল্পনা করিয়াও হয়ত আমার পার্থিব অস্তিত্বের সাদৃশ্য অনুমান করা যাইবে না, তখনও ওঙ্কারই থাকিবেন আমার একমাত্র আধার। ওঙ্কারের সেবা করিয়াই মানুষ আমার সেবা করিবে, ওঙ্কারকে ভালবাসিয়াই জীবনে আমাকে ভালবাসিবে। ওঙ্কারই নিত্য-সত্য-সনাতন, ওঙ্কারই জগতের একমাত্র শরণ্য।

তোমরা অবতারবাদের দিকে ঝুঁকিও না। আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার দিকে তোমরা চেষ্টা-যত্নের অপচয় করিও না। অবতার রূপে প্রচারিত হওয়াটা এই প্রচারের যুগে সকলের অপেক্ষা সহজ কাজ। যে-কোনও একটা মতবাদ জোরের সহিত যদি কিছু কাল ধরিয়া প্রচার করা যায় এবং তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য যদি কয়েকজন মাত্র ধীমান্ নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করে, তাহা হইলে কিছুকাল পরেই যে-কোনও সাধু-চরিত পুরুষ বা নারী অবতার রূপে গৃহীত হইয়া যাইতে পারেন। এভাবে এদেশে স্বল্পকালের

মধ্যে অনেক মহাপুরুষ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। জীবের প্রতি যাঁহাদের দয়ার অন্ত নাই, এমন মহৎকে অবতার বলিয়া পূজা করিতে লোকের ভালও লাগে। এইগুলি এই দেশের পক্ষে সদাসত্য মনস্তাত্ত্বিক তথ্য জানিও। আমি এই দেশের সকল শ্রেণীর নরনারীর সহিত একান্ত ভাবে মিশিয়া দেখিয়াছি যে, যে-কোনও ধর্ম্মকে বিপুল ভাবে প্রসার দিতে হইলে এই দেশে অবতারবাদকে প্রশ্রয় দিয়াই তাহা করা সহজতর। একটু বুদ্ধিপূর্ব্বক যদি কয়েকশত বৎসরের ভারতীয় ধর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্মান্দোলনসমূহের ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে হয়ত এমন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে, যিনি জগতে অবতার প্রচারের জন্য আসেন নাই, আসিয়াছেন, সকল মানবের মধ্যে আত্মিক সাম্যের বাণীকে প্রচার করিয়া যাইতে, কিন্তু অবস্থাধীনে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত একজন অসাধারণ সাধক-পুরুষকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্যই সকল শক্তিসামর্থ্যকে প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা এই সকল পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণের কোনও ত্রুটি নহে, ইহা এই দেশের ধাতের দোষ। গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার না করিলে যেন গুরুভক্তিই প্রদর্শিত হইল না, ইহাই হইয়াছে এ দেশের লোকের এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। অন্যেরা নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া কত সহজেই না নিজ সঙ্ঘের প্রসারকে বিপুল হইতে বিপুলতর করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া কাহার না লোভ হইবে যে, নিজের গুরুকেই বিষ্ণুর বা শিবের অবতার বলিয়া প্রচার সুরু করিতে? অথচ হয়ত অবতার বলিয়া প্রচারিত মহাপুরুষ অপেক্ষাও দশগুণ ঐশ্বরিক প্রতিভা ধারণ করেন, তেমন একজন মহাপুরুষ, যাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্য প্রতিভাশালী প্রচারকগণ আসিয়া দাঁড়ায় নাই বলিয়াই অনেকে চিনিতেও পারে নাই। অবতার, মঠ, মন্দির আদিই কেবল বাড়িয়াছে, মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়িতেছে কৈ? মানুষের দেবত্বের সম্ভাবনা বাড়িতেছে কৈ?

তোমরা এই সহজ সত্যে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিও যে, অবতারবাদ তোমাদের প্রয়োজন নহে, তোমাদের জন্য ব্রহ্ম নিজে স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, জীবে জীবেই আমি অবতার হইয়া আসিয়াছি, যত জীব তত অবতার হইয়াই আমি আবির্ভূত হইতেছি, কেবল আত্মদর্শন করিয়া সকলকে চিনিয়া লও।

তোমাদের সকলের কুশল সংবাদে সুখী করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের অনেকেরই প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। কিন্তু সকলের পত্রের যে জবাব দিয়া উঠিতে পারিব, এমন ত' সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সারা বৎসর যাহারা পত্র লেখে না, এই সময়ে তাহারাও লিখিয়া থাকে। সকলেই এক কণা আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষী। আমি অবশ্য প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ প্রতিজনকে করিতেছি। কিন্তু পত্রদ্বারা তাহা নাও হইতে পারে। যাহাদের নিকটে পত্র দিতে পারিলাম না, তাহাদের প্রতিজনকে আমার হইয়া আমার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিও।

তোমার পরিবারটীর প্রতিটী প্রাণীর মধ্যে আমি বিরাজ করিতেছি। তাহাদের প্রতিজনের সেবার মধ্য দিয়া তোমরা আমাকে সেবা করিতেছ বলিয়া মনে করিও। তাহাদের প্রতি অন্তরের নিঃস্বার্থ প্রেম রক্ষা করিও। প্রেম যখন স্বার্থদ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাহার ভাগবতী মূর্ত্তি মলিন হইয়া যায়। প্রেম সত্যই স্বর্গীয় বস্তু।

তোমার প্রতিটি গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে জানাইও যে,

তাহাদের নিজেদের মধ্যে পবিত্র প্রেমের অনুশীলন একান্তই আবশ্যক। তোমরা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহ, এইটী তোমাদের প্রতিদিনকার আচরণের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হওয়া চাই। তোমাদের উপাসনা, সমবেতভাবে এবং এককভাবে, সর্ব্বদাই যেন পরম-প্রীতি-বর্দ্ধক হয়।

তোমাদের যেন কেহ পর না থাকে। তোমাদের যেন কাহারও প্রতি অমিত্রতা না থাকে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে ত' বটেই, অপরের সহিতও তোমাদের আচরণ সকল বিসম্বাদের ঊর্দ্ধে থাকা চাই।

আমি অবশ্য চেষ্টা করিব প্রতিজনকে আলাদা আলাদা পত্র দিতে কিন্তু যদি না পারি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ বারাণসী

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তুমি বিগত

পয়লা বৈশাখ হইতে এক বৎসরের জন্য সংযমব্রত পালন করিবে বলিয়া ব্রতাবদ্ধ হইয়াছ। ইহার চাইতে আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে? আমি তোমাদের বারংবার বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্যই বলের উৎস। যে যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে, সে ততটুকু শক্তি আহরণ করিবে। একদিনের ব্রহ্মচর্য্যও সেই একদিনের মত কতকটা শক্তির সঞ্চয় তোমাকে দান করিয়া যাইবে। এমন অনেক লোকই বর্ত্তমান জগতে আছে, যাহাদের পক্ষে একটী দিনও সংযম-পালন করিয়া চলা সম্ভব নহে। আমি একটী দম্পতীর কথা জানি, যাহারা বিবাহের পরে প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটী দিও সংযম কাহাকে বলে, তাহা জানে না। সংযম ইহাদের নিকটে এক অতি অসাধ্য ব্যাপার। সংযম ইহাদের বিচারে অতি অনাবশ্যক বিষয়। সংযমকে ইহারা উপহাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দম্পতী অনেকগুলি সন্তানের পিতা-মাতা হইয়াছে কিন্তু একটী সন্তানও তাহাদের দেখা যাইতেছে না, যাহার কাছে জগৎ কিছু মাত্র সেবা বা গৌরব আশা করিতে পারে। পিতামাতার জীবনে নিজেদের বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস বা সেই প্রয়াসে সাফল্য মাত্রও নাই বলিয়াই পুত্রকন্যাগুলি এই একটা বিষয়ে স্বভাবজাত সম্পদরূপেই কামুকতাকে আহরণ করিয়া লইয়া জন্মগ্রহণ

করিতেছে। আবার আমি এমন কত দম্পতীর কথাও জানি, যাহারা সাপ্তাহিক সংযম-ব্রত পালন করিতে করিতে মাসিকব্রত পালনে সাহস পাইয়াছে। মাসব্যাপী সংযমে যে বল হইয়াছে, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া তাহারা সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের সাফল্য কোথাও কোথাও এমন হইয়াছে যে, এক এক বৎসর করিয়া পর পর বারোটী বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ইহারা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই মানুষের সহজ স্বভাব, কামোপভোগে রত হওয়াটাই একটা কৃত্রিম ব্যাপার। দুইটী শিশু পরস্পর দুই বৎসর একত্র বাস করিলেও পরস্পরের সহিত কামেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে প্রযুক্ত হওয়ার প্রেরণা পায় না। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারীরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে এমন একটা অসাধারণ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়া যায় যে, তাহাদের আর মনেই থাকে না যে, দুইটী প্রাণীর জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন আছে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা হয়ত ইহা ধারণাই করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা আমার নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা প্রত্যক্ষ সত্য। কয়েক বৎসর সংযম পালন করিতে করিতে দুইটী দম্পতী একেবারে ভুলিয়াই গেল যে তাহাদের উভয়ের শারীরিক মিলনের দ্বারা একটা জান্তব সুখ উৎপাদিত হইতে পারে, যাহার প্রলোভনে পড়িয়া জগতে

কত জনে কত অসামাজিক অন্যায়ের পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছে। এমন একটা দিব্য অবস্থা সত্যই আসে। ইহা কবির কল্পনা নহে। তবে এই অবস্থাটা আসিবার পক্ষে কেবল শারীরিক ব্রহ্মচর্য্য পালনই যথেষ্ট নহে, অন্তরের দিক দিয়া সাধনের অনুরাগকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হয়। তোমাদের সম্পর্কেও আমি তত বড় আশা পোষণ করিতে পারি।

অতীতে তুমি বা তোমার মতন গৃহীরা যে জীবন যাপন করিয়াছ, তাহা অভ্যাসের দাসত্ব মাত্র। এতকাল ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে একেবারেই জান্তব স্তরে নিয়া রাখিয়া চলিয়াছ, তাই অভ্যাসের দাসত্ব হেতু অনেক সময়ে প্রয়োজনের কোনও তাগিদ অনুভব না করিয়াও মিলিত হইয়া থাক। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি তোমার ভাবী সংযমব্রতকে যে অনেকাংশে দুর্ব্বল করিতে চাহিবে, তাহা সত্য। তাই সংযম ব্রত গ্রহণের পর হইতে প্রথম কিছুকাল নিজেদের মধ্যে প্রায় সকল ব্যাপারেই একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলা উচিত। কারণ, যাহাদের নিত্য-সহবাস অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অনাবশ্যক মাখামাখির ভাবটা পরিত্যক্ত না হইলে হয়ত সামান্য একটু তিল-প্রমাণ দুর্ব্বলতা তালপ্রমাণ কামাচার সৃষ্টি করিয়া বসিবে। যাহা করিবার নয়, তাহা করিয়া ফেলিলে আর ধরিতেই পারিবে না যে, কোথায় চলিয়াছ। তাই নিজেদের শয্যা, বিশ্রামস্থান ইত্যাদি আলাদা করিয়া ফেলিতে হইবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিন্তু পরস্পর পরস্পর হইতে অনেক দূরত্ব রক্ষা করিতে যাইও না। ব্রহ্মচর্য্যের এমনই শক্তি যে, কিছুদিন ইহা পালনের পরে অন্তরে অসীম প্রেমভাব জাগরিত হইয়া থাকে। ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিও। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাহার বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেমভাবের স্ফুরণ হয় নাই, তাহার ব্রহ্মচর্য্য ঠিক ঠিক হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যে শক্তি আসে, শক্তি প্রেম জন্মায়। যাহার শক্তি নাই, তাহার প্রেম আসিতে পারে না। সাধক পুরুষদের অনেককেই দেখা যায়, প্রতিটি মানুষকে এত ভালবাসেন যে, প্রতিজনেই মনে করে, তাহাকেই বুঝি তিনি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। অথচ তিনি সকলকেই সমান ভালবাসেন। এই ভালবাসার শক্তি ব্রহ্মচর্য্য হইতে আসিয়া থাকে। কাহাকেও ভালবাসিলাম, কাহাকেও ভালবাসিলাম না, এইরূপ ভালবাসা অধিকাংশ সময়েই কামের রূপান্তর ছাড়া অন্য কিছু নহে। অবশ্য কেহ কেহ নিজ নিজ কৃতিত্বের দ্বারা অধিকতর ভালবাসা আদায় করিয়া থাকে, তাহা আলাদা কথা। কিন্তু মহাপুরুষদের ভালবাসা সকল লোকের প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হয়। এই ভালবাসার কোনও কারণ থাকে না। অমুক লোকটা আমাকে ভালবাসে, তাই তাহাকে ভালবাসিলাম, ইহা নহে। অমুক লোকটা আমাকে কত কাজে কত সহায়তা করে, তাই তাহাকে ভালবাসিলাম,

ইহাও নহে। অমুক লোকটা সর্ব্বত্র আমার প্রশংসা করিয়া বেড়ায়, তাই তাহার প্রতি আমার অগাধ প্রেম, ইহাও নহে। চিনি না, জানি না, কখনও নামও শুনি নাই স্বভাব জানি না, চরিত্র জানি না, তথাপি তাহার প্রতি আমার অফুরন্ত ভালবাসা প্রধাবিত হয়, ইহাই সেই ভালবাসা, যাহা ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি হইতে উৎসারিত হয়।

দম্পতী যখন পারস্পরিক সহায়তায় ও সমর্থনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেই তাহারা অসংখ্য জানিত-অজানিত সম্পর্কিত-নিঃসম্পর্কিত লোকের প্রতি প্রাণের একটা অকারণ দরদ অনুভব করেন। এই সময়টা দম্পতীর পক্ষে মারাত্মক। এই সময়টাতে নিজের পত্নী বা পতির প্রতি নিয়ত দৃষ্টি না থাকিলে ভালবাসার স্রোত কাহাকেও কাহাকেও অবাঞ্ছিত স্থানে পৌছাইয়া দিয়া অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া হয়ত স্বামী অন্য নারীতে হঠাৎ আসক্ত হইয়া গেলেন, অথবা নারী অন্য পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন, ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে পারিয়াছে কেবল সেই সময়টাতে স্বামী ও পত্নীর মধ্যে যেই সরল সহজ মেলামেশার ভাবটা থাকা পরস্পর পরস্পরকে পাপ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার

জন্য প্রয়োজন, তাহা রক্ষা করিয়া না চলার ফলে। অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ে আগ্রহী হয় কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াও যে পতিপত্নীর মধ্যে অন্তরের মধুরতাকে অব্যাহত রাখিতে হইবে, ইহা ভুলিয়া যায়, বিপত্তি আসে সেইখান দিয়া।

তোমাদের সম্পর্কে আমার তেমন কোনও আশঙ্কা নাই তোমাদের সম্পর্কে আমার প্রধান আশঙ্কা হইতেছে, তোমার আত্মবিশ্বাসের অভাব। তোমার কত ক্ষমতা যে আছে, তাহা তুমি জান না। তুমি জীবন ভরিয়াই নিজেকে একান্ত অধম এবং অসফল হইবার জন্যই জাত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক। তোমার এই আত্ম-অবিশ্বাসী মন তোমাকে বারংবার বিপদে ফেলিয়াছে, বিপথে টানিয়াছে। কিন্তু সকল বিপদ ও বিপথ অগ্রাহ্য করিয়াও যে তুমি আমার কোলেই ঠাঁই নিয়া বসিয়া আছ, এই ব্যাপারে যে তোমার কতবড় শক্তির পরিচয় আছে, তাহা তুমি একবারও ভাবিয়া দেখ নাই। তোমার নিজের শক্তি সম্পর্কে তোমার এই অন্ধতাই তোমাকে সবার চাইতে বেশী দুর্ব্বল করিয়াছে।

সুতরাং এইবার আমি তোমাকে আদেশ দিব যে, তুমি নিজেকে অক্ষম বলিয়া আর ভাবিতে পারিবে না। এই ভারতে অনেক মহাপুরুষই আজীবন সস্ত্রীক সংযম পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনের জীবন-কথাই

মাত্র লোকে জানে। কারণ, ইহা এমন একটা ব্যাপারই নহে যে, পালন করিয়া হাটে বাজারে গিয়া ঢাক পিঠাইয়া প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু দুই একজন মহাপুরুষের আজীবন দাম্পত্য সংযম পালন সম্পর্কে এত অধিক প্রচার হইয়াছে যে, অনেকে ইহাই মনে করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে যে, দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালন কেবল একটী বা দুটী মহাপুরুষেরই কাজ, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার কল্পনা করিতে যাওয়া বাতুলতা। তোমরা সেই জাতীয় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হইও না। তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত, যাহা মহাপুরুষেরা পারেন, তাহা তোমরাও পার। তাঁহাদের সহিত তোমাদের পার্থক্য কেবল উন্নতির পরিমাণে। তাঁহারা মহাপুরুষ আর তোমরা পুরুষ। তোমাদের পৌরুষকে সাধানার দ্বারা বাড়াইতে পারিলেই তোমরা মহাপুরুষ হইবে। মহাপুরুষেরাও মানুষ। তোমরা মানুষ, তাঁহারা অতিমানুষ। তোমরা সাধারণ মানব, তাঁহারা মহামানব। যে আজ সাধারণ, তপস্যা দ্বারা সে কাল অসাধারণ হইতে পারে। মানুষেরাই অতিমানুষ হয়, মানবেরাই মহামানব হয়। অতিমানুষ বা মহামানব কোনও আলাদা জাতি নহে। একটা বিড়াল বড় হইতে হইতে ব্যাঘ্র হইতে পারে না। একটা ইদুঁর বড় হইতে হইতে হস্তী হইতে পারে না। কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ সাধন করিতে পারিলে বড় হইতে হইতে মহাপুরুষ,

মহামানব বা অতিমানুষ হইতে পারে। এই সত্যে বিশ্বাস রাখিও। অভ্যাসের দাসত্ব বশতঃ তুমি এতকাল সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে ছিলে, কিন্তু ব্রতধারী হইয়া অভ্যাসকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া যে নূতন ঐতিহ্য তুমি তোমার জীবনে সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইতেছ, তাহাই অধ্যবসায় সহকারে চালাইয়া গেলে তুমি মহাপুরুষ হইবে। মহাপুরুষেরা মাটি ফুঁড়িয়া আসেন না, আকাশ ফাঁড়িয়াও নামেন না, সাধারণ মানুষ অসাধারণ সাধন করিতে করিতে মহাপুরুষ হইয়া থাকে। তুমি সাধারণ মানুষ বলিয়া পচিয়া যাও নাই। বরং আমি বলিব, হে সাধারণ মানুষ, তোমাকে শত সহস্র নমস্কার, কেননা তোমাকে দিয়াই দৃষ্টান্তীকৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে যে, তোমাদের মধ্য দিয়াও মহামানবের আবির্ভাব সুসম্ভব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

বারাণসী

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুই বৎসর পর্য্যন্ত তুমি পাহাড়ের উপকণ্ঠে ঐ ঝাড়জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটীতে বাস করিতেছ কিন্তু আমার একটীও পত্র পাও নাই। ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছ। ব্যথিত হইবারই কথা। কিন্তু বাবা, তোমারই আর একটী গুরুভাই ঐ অঞ্চলে বহু দিন বাস করিয়া গেল, যাহাকে আমি নিয়তই পত্র দিয়াছি যেন তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীদের দেখায় এবং সকলে মিলিয়া যেন বনপর্ব্বতবাসী অনুন্নত মানবসমাজের সহিত অন্তরের গভীর ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় সেবার ভিতর দিয়া নিয়ত আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পায়, —সেই সকল পত্র কি তুমি দেখ নাই? তোমারি একজন গুরুভাই বছরের পর বছর বনবিভাগের সরকারী একটী অফিসে বসিয়া চাকুরী করিয়া গেল, যাহার ফলে স্বভাবতঃই তাহার সহিত কত কত অপরিচিত পাহাড়ী নরনারীর পরিচয় হইয়াছে, তাহার সহিত এতগুলি দিনে তোমার পরিচয় স্থাপিত হইল না? অবশ্য, সে তাহার জনসেবার পুরস্কার স্বরূপে এখন অন্যতর ভাল জায়গায় বদলী হইয়া গিয়াছে এবং সেখানেও পাহাড়ীদের সহিত মিলিবার মিশিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গেই জনসেবা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সে এখন আর তোমাদের অঞ্চলে নাই বলিয়াই তাহার সহিত তোমার আর সম্প্রতি সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে, কিন্তু এই কথাটী তোমরা সকলে মনে রাখিও যে, আমি যখন

একটী ছেলে বা মেয়েকে একটী মাত্র পত্র লিখি, তখন তাহা আমার প্রতিটি ছেলে বা মেয়েকেই লিখিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমি যখন আমার একটী সন্তানকে এটী পত্র দেই, তখন তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় আমি বিশ্বের প্রায় সকল মানবকেই সেই পত্রে আমার মনের কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই একটী মাত্র কারণেই আমার মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা হীন দলবুদ্ধি নাই। আমি যে আমার পুত্রকন্যাদিগকে আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে কখনও উপদেশ দেই না, তাহারও কারণ ইহাই। আমি নিজেকে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করি না, এই কারণেই আমার প্রতি বিশেষ করিয়া একটা ভক্তি বা আনুগত্যের অনুশীলনকে আমি তোমাদের ধর্ম্মসাধনার প্রধান একটী সর্ত্ত বলিয়া আরোপ করিতে উপদেশ দেই নাই। অন্যত্র সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে, মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও স্বাধীন বিবেচনার সামর্থ্যকে একেবারে পদবিদলিত করিয়া হইলেও ইহাই উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও যদি কুপিত হন, তাহা হইলে গুরু রক্ষা করিবেন কিন্তু গুরু যদি কুপিত হন, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও হাজার চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার রাস্তা, রীতি ও প্রকরণ তাহা নহে। তুমি আছ বলিয়াই ত' তোমার গুরুর প্রয়োজন। তুমি

না থাকিলে গুরু তাঁহার গুরুত্ব লইয়া কি কাজটী সাধিতে পারিতেন? সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধন-জগতের প্রথম ও প্রধান জিনিষটী তুমি নিজে। তোমার ভিতরের মানুষটীর আরাধনা করিয়াই গুরু তোমাকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যে শিষ্যের গুরু, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। তিনি শিষ্যের মধ্যে পরমেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার সেবা-সাধনের মধ্য দিয়া নিজের জন্মকর্ম্ম সার্থক করিবেন।

ইহারই জন্য আমি তোমাদের প্রতিজনের জন্য অসাধারণ রকমের পরিশ্রম করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা সংখ্যায় অগণিত। তাই ইহাও তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি যে, একজনের জন্য যাহা বলিতেছি, কহিতেছি, তাহা যে তোমাদের প্রায় প্রতিজনের জন্য বলিতেছি, কহিতেছি, তাহা যেন তোমরা ভুলিয়া যাইও না। যে যেখানে যে-কোনও কারণেই আমার যে বাণীটি পাইলে, সে-ই তাহার মধ্য হইতে নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশটুকু বাদ দিয়া তাহার বাকী অংশটুকু তোমার সকল ভ্রাতা ও ভগিনীর গোচরে আনিবে। আমি আমার নিজের বাহু দিয়া তোমাদের প্রতিজনের কাছে আমার সেবাটুকুকে পৌঁছাইতে পারিতেছি না, তাই তোমরা আমার বাহু হইয়া আমার কাজটুকুকে সকলের কাছে আগাইয়া দিবে। ইহা তোমাদের উপরে এক সনাতন নির্দ্দেশ।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমি কি আমার সম্প্রদায়ের বিস্তার চাহি বলিয়াই তোমাদের উপরে আমার এই আদেশ? না, তাহা নহে। কারণ, সম্প্রদায় যত সুদূর ভাবেই বিস্তারিত হউক না কেন, তাহারও বিস্তারের সম্ভাবনার একটা শেষ পরিধি আছে। একটা কাপড়ের মিল কত বড় হইলে পরে একজন ম্যানেজারের পক্ষে পরিচালন সম্ভব, তাহার একটা সীমা আছে। তাই যাঁহার হাজার মাইল জায়গা লইয়া একটা কাপড়ের কারখানা স্থাপনের আর্থিক ক্ষমতা আছে, তিনিও একটার বদলে তিন চারি পাঁচ দশটা আলাদা মিল স্থাপন করিয়া থাকেন। একটা চা-বাগিচা কত বড় হইলে একজন ম্যানেজারের দ্বারা সুশাসিত হইতে পারে, তাহারও একটী সীমা আছে। তাই যাঁহার হাতে এক লপ্তে এক কোটি একর জমি আছে, তিনিও একটা মাত্র চা-বাগিচা না করিয়া অনেকগুলি ম্যানেজারের অধীনে অনেকগুলি বাগিচা চালাইয়া থাকেন। মালিকের হয়ত সামর্থ্যের অভাব নাই, কিন্তু কোথায় পাইবেন তিনি এমন ম্যানেজার, যিঁনি একটা নির্দ্দিষ্ট আয়তনের চেয়ে বড় বাগান চালাইতে পারেন? সম্প্রদায়ের ব্যাপার তাহাই জানিবে। যতই তুমি সুচারুরূপে তোমার প্রচার-যন্ত্রকে পরিচালন কর না কেন, এমন একটা সীমা আছে, যাহার পরিধি অতিক্রম করিয়া তোমার সম্প্রদায় আর বাড়িবে না। সুতরাং সম্প্রদায়-বিস্তারকে লক্ষ্য করিয়া মানব-সমাজকে অনন্ত সেবা দেওয়া যায় না।

আরও একটা কথা রহিয়াছে বাবা। কোনও কালেই সকল মানুষের মন একরূপ হয় না। এক একজনের তৃষ্ণা এক এক রকমের। তাই জগতে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবেনই। এই সত্যকে বিস্মৃত হইয়া কেহ যদি কেবলই হুঙ্কার করিতে থাকে,—"আমার গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া চালাও বিরাট বিরাট উৎসব আর মহোৎসব, তাহারই ফলে নিখিল জগৎ এই একটী অবতারের পূজক হইয়া যাইবে,"—তাহা হইলে জানিতে হইবে যে ইহা নিতান্তই অসম্যগ্‌দর্শিতারই ফল। ইহার সুপরিণতি সম্ভব নহে। সুতরাং সেই দিক দিয়াও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া পরিণামে লাভজনক নহে। তাই আমি, বিশ্বের সকল মানবের দিকে তাকাইয়া তোমাদিগকে যখন যাহা উপদেশ দিবার, দিয়া থাকি। তোমরা এই কথা মনে রাখিয়া আমার পত্র হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিও। নাই বা করিলে আমাকে ভক্তি! বিশ্বের মানবের জন্য তোমার প্রাণ যদি কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অশ্রুকণাগুলি হইতেই আমি আমার প্রতি প্রদত্ত অগাধ ভক্তির অতুল অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া লইব। বিশ্ব-দেবতাকে যখন পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিবে, তখন তাহার একটা আধটা ফুল আমারও বুকে আসিয়া পড়িবে, কারণ আমি বিশ্বাত্মা হইতে অভেদ।

তুমি বনের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া মৃতবৎ হইয়া আছ বলিয়া লিখিয়াছ। কেন বাবা মৃতবৎ থাকিবে? ঐ বনের অমার্জিত মানুষগুলির মধ্যেই চেষ্টা করিয়া প্রাণের জোয়ার আন। তাহাদের জীবনধারায় নূতন স্রোতের কর আমদানী। তাহাদের নিস্প্রভ জীবনদীপে নূতন করিয়া দেওয়ালী খেলিবার আয়োজন কর। ইহার মধ্য দিয়া তোমারও জীবন জাগিয়া উঠিবে। পরকে জাগাইতে গিয়া মানুষ নিজে জাগে, পরকে বাঁচাইতে গিয়া মানুষ নিজে বাঁচে। তোমার আজ নিজের জীবন্মৃতত্ব ঘুচাইবার জন্যই তাহাদের মধ্যে নবজীবনের মৃত-সঞ্জীবনী সুধার করিতে হইবে পরিবেশন। সে যুগে দৈত্যদের বঞ্চিত করিয়া দেবতাদের দেওয়া হইয়াছিল অমৃত, এ যুগে দেবদৈত্যনির্ব্বিশেষে সকলকে ইহা বিতরণ করিতে হইবে প্রাণভরা প্রেমে, প্রাণঢালা ভালবাসায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ বারাণসী

১৭ই চৈত্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। মাতৃসেবা পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না। মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতা মানুষের পক্ষে এক অকল্পনীয় কলঙ্ক। যেই সভ্যতা মাকে অবজ্ঞা করিতে শিখায়, বৃদ্ধকালে তাঁকে পরের গলগ্রহ হইতে বাধ্য করে, যে ধর্ম্মমত মাকে অবহেলা করিতে দেয় প্ররোচনা এবং মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যকে লঘু করিবার জন্য অন্য দশটা অবাস্তব কর্ত্তব্যকে প্রধান করিয়া ধরে, তাহা সভ্যতা বা ধর্ম্ম নামের অযোগ্য। আমি আমার প্রচারিত ধর্ম্মমতে মাতৃপিতৃসেবাকে অতি প্রধান বলিয়া গণনা করিয়াছি।

পুপুন্‌কী আশ্রমে একবার আসিতে চাহ, ভাল কথা। আশ্রমে আসিবে বলিয়াই সংসারের সকল কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া আসিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? আমার মতে, প্রত্যেক মানুষেরই সংসারের পরিবেশ পরিহার করিয়া কিছুকাল আশ্রমীয় জীবনে প্রবেশ করা এবং আশ্রমকে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সেবা দানের মধ্য দিয়া নিজের অন্তরের শুদ্ধি অর্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত। আগে তীর্থাদি ভ্রমণের দ্বারা এই শুদ্ধি লাভের চেষ্টা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ তীর্থ কতকগুলি তীর্থকাকের উৎপাতে তীর্থ নামের অযোগ্য হইয়াছে এবং সুফল লাভের পরিবর্ত্তে তীর্থযাত্রার দ্বারা অনেকের মনে কতকগুলি কুসংস্কারও স্থান করিয়া লইতেছে। মননশীল মানব

তীর্থকাকগুলির অন্নপিণ্ড লাভের প্রত্যাশায় রচিত নানা আজগুবি কাহিনীর মধ্যে সত্য বা সার খুঁজিয়া পাইতে অসমর্থ হইয়া বরং তীর্থ সম্পর্কে অন্যায় অভিমত গঠন করিয়াই গৃহে ফিরিতেছে। তাহার চাইতে সেই অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া প্রকৃত সাত্ত্বিক আবহাওয়াযুক্ত আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়া দেহ-মন-প্রাণের প্রসন্নতা ও বিস্তার বিধান করিয়া যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত কার্য্য হইবে।

আগামী শারদীয়া উৎসবের পরে কোজাগরী পূর্ণিমায় পুপুন্‌কীতে একটা অখণ্ড মহাসম্মেলন করিবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে। সেই সময়ে উহা সম্ভব না হইলে পরবর্ত্তী পৌষমাসে আমার জন্মদিনে তাহা হইবে। ইচ্ছা এখনও প্রবল হয় নাই। চারিদিকের অবস্থা একটু অনুকূল বলিয়া মনে হইলে আমি এই মহাসম্মেলনের নিমন্ত্রণপত্র প্রচার করাইব। তোমরা যদি সকল স্থান হইতে এই সম্মেলনে আসিয়া যোগদান কর, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব যে, আমাদের সকল প্রয়াসের মধ্য দিয়া আমরা বিশ্বের প্রতিটি মানবের সহিত প্রেমের সম্পর্ক কি করিয়া স্থাপন করিতে পারি। জগৎ হইতে নানা মত নানা পথ কখনও দূর করা যাইবে না। যে সকল মত-পথ আজ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কত মত-পথ বিলীন হইয়া যাইবে কিন্তু তাহাতে

সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্য কমিবে না। কারণ, আরও নূতন নূতন মত-পথ আবিষ্কৃত হইতে কতক্ষণ? অথবা পুরাতন সুধাকে নূতন ভৃঙ্গারে ভরিয়া পরিবেশন করিতে যে নূতন নূতন লোক আসিবেন না, তাহার স্থিরতা কি?

যত দিন তোমার মাতা জীবিতা আছেন, ততদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিবে। আর যে চাকুরিতে আছ, তাহাতে উন্নতি করিবার জন্য চালাকির আশ্রয় না নিয়া পরিশ্রম ও সততার আশ্রয় নিবে। সৎ ও পরিশ্রমী মন সদা প্রসন্ন থাকে। প্রসন্নতা পরমায়ু-বর্দ্ধক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ বারাণসী

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে যতটা সম্ভব সুস্পষ্ট ধারণা সর্ব্বত্রই থাকা উচিত। অতীতে ইহা থাকিলেও সেই সুদূর অতীতে যেমন ছিল, এখন তাহাই হইতে পারে না। কারণ,

সুদূর অতীতের কতটুকু ইতিহাস প্রামাণ্য ভাবে আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে? প্রথারূপে যেখানে যাহা আসিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার ইতিহাসও আছে। কে জানে সেই ইতিহাস? আদিম আর্য্য জাতি শঙ্খধ্বনি করিতেন কিনা, বাঁশীর ব্যবহার জানিতেন কিনা, ঘন্টা তাঁহাদের নিজস্ব জিনিষ না অন্যের কাছ হইতে ধার করা, ঢাক পিটাইতেন কিনা, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরই মীমাংসা হইবার সাধ্য নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, এই সকল ধ্বনি বর্ত্তমান সময়ে অনেক সম্প্রদায়ের পূজার আড়ম্বরের দিকটাকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করে।

তোমাদের সমবেত উপাসনাতে সেই সকল আড়ম্বরগুলিকে কতকটা বর্জ্জন করিয়া চলিতে না পারিলে ইহা ইহার আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে পথ হারাইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি সমবেত উপাসনা কালে সুরের সহিত হারমোনিয়াম, বাঁশী, সেতার বেহালা, ফ্লুট, জলতরঙ্গ আদি বাদ্যকে সমর্থন করি নাই।

কিন্তু উপাসনার আরম্ভ-কালে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের পূর্ব্বে আর সমবেত উপাসনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি-বাচনের পরে আমরা জয়ধ্বনি দিতে বারণ করি নাই। কারণ ইহা প্রারম্ভ ও সমাপ্তির সূচনা করে। এই সময়ে তোমরা উলুধ্বনিকে অনায়াসে স্থান দিতে পার কিন্তু বাদ্যভাণ্ড আদির আমদানী করিয়া সমবেত উপাসনার গাম্ভীর্য্যকে নাশ করিতে পার না।

কেহ কেহ দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আরতি করিয়া আনন্দ পান। ওঙ্কার-বিগ্রহের সমক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় নহে। পাঠা কাটিবার সময়েই ঢাকঢোল পিটান মানান-সই। খণ্ড দেবতার অর্চ্চনার কালেই ধূপধূনা আদি লইয়া আরতি শোভনীয়। তোমাদের সমবেত উপাসনার মধ্যে এই সকল অনুষ্ঠানের আমদানী করিয়া তোমরা তোমাদের সমবেত উপাসনাকে জটিল করিও না। আড়ম্বর দেখিলে লোক ভিড়িবে, এই আশায় আড়ম্বর করার মানে হইতেছে, নিজের ধর্ম্মবোধ ও ধর্ম্মানুভূতি সম্পর্কে অন্য মত ও পথের সহিত অকারণ আপোষ করা। বেদান্তের প্রচার করিতে আসিয়া জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাজনকে এই দেশে সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই জাতীয় তামসিক ও রাজসিক আড়ম্বর সমর্থন করিতে দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে বেদান্তের অত্যুচ্চ তত্ত্ব সমূহ প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বরং লোক-প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলিই যেন সালঙ্কারে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের এই দেশে হয়ত অভাব নাই। তাই তোমাদের বলিতেছি যে, ধর্ম্মসঙ্গীত, করিবার কালে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার কর, শোভাযাত্রার কালে সকল প্রকারের ফুকারের যন্ত্র কাজে লাগাও, হরি-ওঁ নাম-কীর্ত্তনের সময়ে ইহার সহিত সম্ভব মতন সকল প্রকারের যন্ত্র-সঙ্গীতকে সুসমঞ্জস রূপে মিলাও, কিন্তু সমবেত উপাসনাটীকে এই সকল আড়ম্বরের মধ্যে নিয়া ফেলিও না।

আমার সুস্পষ্ট অনুভূতি এই যে, শঙ্খ-নাদ যাঁহারা করিতেন, আর ঘণ্টা-নাদ যাঁহারা করিতেন, সুদূর অতীতের সেই দুইটী সম্প্রদায় এক জাতি ছিলেন না। বংশী নিনাদ যাঁহারা করিতেন এবং কাসর যাঁহারা বাজাইতেন, প্রাচীন যুগে সেই দুই জাতিও একই জাতিভুক্ত ছিলেন না। আর্য্য জাতির অধ্যাত্ম-সাধনার অত্যগ্রসর একাংশ ওঙ্কারতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার পরে ইঁহাদের বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে প্রণবকেই অনুভব করিলেন। ইহার ফলে বহু আর্য্যেতর ও বিভিন্ন প্রকারের আর্য্য জাতির কাছ হইতে ইঁহারা সকল রকমের বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার গ্রহণ করিলেন। ওঙ্কার এই মহামিলন সম্ভব করিল, কিন্তু এই মহামিলন হইতে ওঙ্কারের অনুভূতি যেদিন হইতে লোপ পাইল, সেই দিন হইতে এই মহামিলন খিচুড়ির রূপ ধারণ করিল। আজ এই খিচুড়ির স্তূপীকৃত পাহাড় হইতে মহাপ্রণবের মহাধ্বনিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সকলকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইতেছে। এইজন্যই আমার প্রচারিত ধর্ম্মসাধনাকে বিরুদ্ধতায় রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য এমন লোককেও অগ্রণী হইয়া আসিতে দেখা যাইতেছে, যিনি শিষ্যদের নিকটে সাক্ষাৎ ভগবদবতার রূপে প্রচারিত হইতেছেন এবং এই অবতারত্ব প্রমাণের জন্য মাটির তলা হইতে পুরাতন পুথি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইতেছে।

তোমরা অকারণে নানা প্রকারের যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া

পবিত্র ঈশ্বরোপাসনাকে জটিল করিও না। সরল মনে সরল প্রাণে সরল বিশ্বাসে সরল সুরসহকারে সমবেত উপাসনা করিয়া যে স্নিগ্ধ প্রশান্ত মনটী পাইবে, তাহাকে নিয়া এমন নিবিড়, গভীর, প্রেম-ঘন নাম-সাধনে লাগাইয়া দাও, যাহাতে শঙ্খঘন্টা আদির কোনও প্রয়োজনই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ কলকাতা

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য কলিকাতা পৌছিয়াই তোমার তিন চারিখানা পত্র একসঙ্গে পাইলাম। তোমরা তোমাদের অঞ্চলে ভ্রমণ-তালিকা করিবার জন্য লিখিয়াছ। প্রস্তাব ত' সাধু। কিন্তু ভ্রমণের উদ্দেশ্যটুকু স্মরণে রাখিয়াছ ত'? মানুষ আত্মবিস্মৃতিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাই সে আপন পর চিনিতে পারে না, কেবল লালসার জালে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজেকে বদ্ধ ও পঙ্গু করে। তাহার আত্মবিস্মৃতি বিদূরণ করিয়া দিব্যস্মৃতিকে জাগাইয়া তোলাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমি যদি যাইতে না পারি ত'

আমার বাণীগুলির মধ্য দিয়া তোমরা নিজেরাই সে কাজ করিতে পার। আমি ত' আমার জীবনের অনুভূত সত্যকেই কথার মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিয়াছি, কাব্য রচিবার জন্য কল্পনার ত' বাবা কখনো প্রশ্রয় দেই নাই। তবু যদি আমার বাণী সমূহ এই কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত, অপর্য্যাপ্ত বা অপ্রতুল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যাঁহাদের বাণী সেই অপযশের ভাগী হইবে না, তাঁহাদের বাণী সমূহ লইয়া তোমরা ঘরে ঘরে অভিযান চালাইতে পার। মোট কথা, আমার ভ্রমণ-তালিকার দিকে তাকাইয়া তোমরা বসিয়া থাকিতে পার না। তোমাদের কাজ তোমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। কোথাও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া, কোথাও বা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা তোমাদের কাজ করিবার সুযোগগুলিকে দুর্য্যোগে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও তোমরা কাজ করিয়া যাইবে, থামিয়া পড়িবে না।

মহতের বাণীসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সময়ে বাণীর প্রবক্তাকে অলৌকিক শক্তিশালী এক ধারণাতীত মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া প্রচারের একটা রেওয়াজ এই দেশে আছে। ঘটনা, কাহিনী, প্রচার, প্রবোধ, অতিরঞ্জন, অনুরঞ্জন, অত্যুক্তি, অযথার্থোক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারের দ্বারা যদি জনসাধারণের মনে এই ধারণাটি জন্মাইয়া দেওয়া

যায় যে, ইনি সত্যই ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য পুরুষ, তাহা হইলে ইঁহার উপদেশগুলি সহজে লোকে ধরিবে,—এরূপ একটা কুযুক্তি এই সকল ক্ষেত্রে কতকটা কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে অবতার-পূজারই প্রচলন হয়, তাঁহার মানবীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত আচরণে অনুকরণীয় যেই সকল সম্পদ থাকে, তাহা অননুকৃতই থাকিয়া যায়। আমার বাণী লোকসমাজে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা যদি উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে আমাকে অবতার, অতিমানুষ, মহামানব আদি বলিয়া প্রচার হইতে বিরত থাকিবে। মানুষকে মানুষ হিসাবে সকলে গ্রহণ করুক, মানুষ হিসাবে তাহার সহিত অন্তরের সখ্য স্থাপন করুক। ভক্তবৃন্দের প্রচারশৈলীর অশেষ নিপুণতার মধ্য দিয়া আমি দেবতার পূজা পাইতে চাহি না।

সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবন,—আমি এখনো সংগ্রামই করিয়া যাইতেছি। প্রেমেই মানুষের জীবনের সার্থকতা, আমিজগতের প্রতিজনের প্রতি অন্তরের প্রেমপেলব কোমল স্পন্দনগুলিকে প্রসারিত করিয়া যাইবারই সাধনা করিতেছি। ইহাকে যদি অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে বলিব, ইহার অতিরিক্ত অলৌকিকত্ব আমার জীবনে নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ   কলকাতা

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মহত্ত্ব তোমাদিগকে ত্যাগবুদ্ধি দিতেছে। তোমাদের ত্যাগবুদ্ধি তোমাদিগকে মহত্ত্ব প্রদান করিতেছে। চিত্তশুদ্ধির ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। ভিতর শুদ্ধ হইলে নিজের জিনিষ পরের কাজে দিতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধতা অপরিসীম হইলে নিজের সর্ব্বস্ব দিবার ক্ষমতা আসে। সেই শুদ্ধ মানবদের অভ্যুত্থানের আশায় যুগযুগ ধরিয়া পিপাসিত নেত্রে পূর্ব্বাচলের দিকে তাকাইয়া আছি।

অনেক সংগ্রামের পরে তোমার উপরে তোমার কর্ত্তৃপক্ষের সুবিচার আদায় করিতে পারিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। জয়ী তুমি হইয়াছ, এখন তুমি পরাজিত পক্ষের প্রতি উদার হও। তোমার যাহারা বিরোধিতা করিয়াছে, তাহারা তোমার শত্রু নহে। এমন কি, তাহাদের অন্যায়াচরণগুলিও শত্রুতা নহে। তাহারা তোমার শক্তি ও যোগ্যতার পরীক্ষকের ভূমিকা নিয়াছিল। তুমি উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের ভূমিকা-গ্রহণকে সার্থক করিয়াছ। তাহাদের বিরোধিতা তোমার সর্ব্বশক্তিকে কেন্দ্রীভূত

করিবার উত্তেজক হইয়াছিল। সেই বিরুদ্ধাচরণের দ্বারা তুমি তোমার নিজের শক্তিকে চিনিয়াছ। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাদের উপরে রুষ্ট হওয়া অপেক্ষা তুষ্ট হওয়া তোমার অধিকতর সঙ্গত। বলিতে পার, ইহারা তোমাকে একেবারে চূর্ণও করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন পারে নাই, তখন আমি বলি, উহা নিয়া ভাবনার আর কি আছে? এখন প্রস্তুত হও যেন তোমার ভাবী কর্ম্ম-জীবনে কোনও বাধাই তোমাকে না আটক করিয়া রাখিতে পারে। আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছ, এখন তাহার অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে শতগুণে সহস্র গুণে বাড়াও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ   পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪শে বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিয়ত ভগবানের নামে লাগিয়া থাকিও। সকলের প্রতি প্রেমভাব রক্ষা করিও। ভগবানকে ভালবাসিলেই তাহা সহজে

সম্ভব হইবে। ভগবানে ভালবাসা আসিলে ত্রিভুবন মধুময় হইবে। তখন শত্রু-মিত্র সব তোমার আপন হইতে আপনতর হইয়া যাইবে। ভালবাসাতেই আনন্দ, বিদ্বেষে সুখ কোথায়? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ বারাণসী
১লা বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমার দুই তিন খানা পত্র আমি পাইয়াছি। সকল পত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। পত্র লিখিয়াই তোমরা মনে মনে বিশ্বাস করিতে থাকিও যে, তোমাদের প্রার্থিত বিষয়ে আমি কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। আমি মাত্র একটী মানবদেহই নই বা মানবদেহধারী একটী সীমাবদ্ধ আত্মাই নহি, তোমাদের প্রতিজনের যাহা স্বরূপ, আমি তাহার সহিতও অভিন্ন। সান্ত ও অনন্ত দুইভাবেই আমি তোমাদের আপন জন হইয়া রহিয়াছি। দীক্ষাদান আমার পক্ষে

কুলপ্রথা বা লোকাচারের অনুবর্ত্তন মাত্র নহে, দীক্ষার দ্বারা তোমাদের আত্মার সহিত আমার আত্মার নিত্য সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়া যাইতেছে। তোমরা কি, তাহা তোমরা জানিতে না, কিন্তু আমি কি, তাহা আমি জানিতাম। আমার সেই জ্ঞানকে তোমাদের অন্তরে সংক্রামিত করিয়া দেওয়ার নাম দীক্ষা। কেহ কেহ এই সংক্রমণকে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের বলে সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিয়া থাকে, কেহ কেহ ইহাকে সাধন করিয়া আস্তে আস্তে অনুভবে আনে। ইহার সহিত কুসংস্কার বা সম্মোহনবিদ্যার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা আপনা আপনি অনুভূতিতে আসিয়া যায়। এই অনুভূতিকে আনিবার জন্য প্রচার কার্য্যের দরকার হয় না। শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক যোগবিভূতির বিষয় অক্লান্ত ভাবে প্রচার করিতে করিতে শ্রোতৃগণমনোমধ্যে যে নানাবিধ ধারণার পূর্ব্বাভাস সৃষ্টি করিয়া রাখার কৌশল জগতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই। ইহা নিত্য সত্য যে, দীক্ষা দিয়া আমি "তুমি" হইয়া গিয়াছি, তুমি "আমি" হইয়া পড়িয়াছ। তোমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি তোমার সহিত নিজেকে অভেদ করিয়া লইয়া তোমার সীমাবদ্ধতার সকল গ্লানিকে দূর করিয়া দিবার জন্য তোমার ভিতরে বসিয়া বসিয়াই আপন সাধন করিয়া যাইতেছি, আর আমার ভিতরে তোমাকে টানিয়া আনিয়া আমার আসনটীতে তোমাকে বসাইয়া আমার যাবতীয়

শক্তি ও সাধনার সমাবেশে তোমার সসীমত্বের সকল গ্লানি দূর করিয়া দিয়া তোমাকে নিত্য স্বরূপে অবস্থিত করাইবার প্রয়াস পাইতেছি। ইহা একটী অতি সাধারণ সত্য। তবে ইহাকে একটু অসাধারণ দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হয়, এই মাত্র। প্রচলিত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহা এক অসাধারণ ব্যাপার। ইহা অসাধ্যও মনে হইবে। কিন্তু ইহা অসাধারণ হইলেও অসাধ্য নহে। নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি নরনারীকে আমার সহিত এক ও অভিন্ন করিবার সাধনাই ত' আমি করিয়া যাইতেছি। এইজন্যই ত' যত-সংখ্যক তোমরা আমার কাছ হইতে কর্ণমূলে মন্ত্র পাইয়া দীক্ষিত হইয়াছ, তাহা অপেক্ষাও আমার স্বপ্নযোগে দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা অধিক। আমি মানুষের জাগরণে ও স্বপ্নে সকল অবস্থায় তাহাদের জন্য আমার কাজ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদের প্রতিজনকে আমার সহিত অভিন্ন করিয়া গড়িতেছি। পত্র লিখিবার পরে তাহার আক্ষরিক জবাব হাতের লেখায় না পাইলে তোমাদের ব্যস্ত হওয়া সাজে না মা।

তোমার প্রেরিত ধুতিখানা আমি সানন্দে পরিয়াছি। সাধনা এবং সংহিতা তাহাদের জন্য প্রেরিত শাড়ী দুইখানা পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছে। তাহাদিগকে ইহাতে মানাইয়াছেও অতি চমৎকার। সংহিতা যখন তাহাকে দেওয়া শাড়ী খানা পরিয়া

আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল, তখন তাহাকে দেখিতে তাহারই উপযুক্ত দেখাইতে ছিল। বিংশ শতাব্দীর এক ব্রহ্মচারিণী নহে, অতীত বৈদিকযুগের এক ব্রতচারিণী তপস্বিনীর মতই তাহাকে দেখা যাইতেছিল। তাহারা তাহাদের শাড়ী দুইখানা পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছে। এইদিক দিয়া তোমার বস্ত্রদান সত্যই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তোমরা আর অর্থের অপচয় করিও না। দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বস্ত্রাভাবে দিন কাটাইতেছে। অনেকে লজ্জানিবারণে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া লজ্জার দায় এড়াইতেছে। এই জাতীয় সংবাদ ত' প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সংবাদপত্র সমূহে দেখিতে পাই। ইহাদিগকে কাপড় পরাইবার জন্য তোমরা আগ্রহী হও। আমার এক টুকরা কৌপীন ও বহির্বাস যেমন তেমন করিয়া জুটিয়া যাইতেছে, আমাকেই আবার বস্ত্রসম্ভারে সাজাইবার ভিতরে সার্থকতাটা কোথায়? তোমাদের দেওয়া জিনিষ অবশ্যই আদর করিয়া নেই, অনাদর করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি ইহার চাহিতে বড় জিনিষ চাহি। জগতের সকল বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান হউক তোমাদের মূলমন্ত্র। আর তাহার চাইতেও বড় জিনিষ আমি ইহা চাহি যে, তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে সাধনের এমন নিষ্ঠা আসুক, যাহার পরোক্ষ প্রভাবেই শত শত অবিশ্বাসী

বিশ্বাসী হয়, শত শত নাস্তিক আস্তিক হয়, শত শত আত্মস্বার্থলোভী পরহিতৈষণার প্রেরণা লাভ করে। আমি চাহি যে, তোমাদের অকুণ্ঠ ভগবৎসেবার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিখিলভুবনব্যাপী কোটি কোটি ইহমুখ স্থূলসত্ত্ব ব্যক্তি ভগবানের নামের সূক্ষ্ম সেবায় আত্মদান করিয়া তাহার মধ্য দিয়া চিত্তশুদ্ধির চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্বে পৌছিয়া জগতের যাবতীয় কাজে অকৈতব জনসেবায় নিজেদিগকে নিয়োজিত রাখুক। ইহা যদি তোমরা আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে ইহার চাইতে বড় প্রাপ্তি আমার আর কিছু কাম্য নাই। সমগ্র জগৎ তোমাদের দ্বারা নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করুক।

সঙ্গীয় পত্রগুলি যথাপাত্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করিও। অনেক সময় আমি ডাকব্যয় বাঁচাইবার জন্যও একই খামে অনেক পত্র দেই। কখনো কখনো এইজন্যও দেই যে, অনেককে কি লিখিলাম, তাহা যেন আবার তোমরা কেহ কেহ জানিতে পার। নিতান্ত গোপনীয় গোছের পত্র না হইলে অন্যের খামের মধ্যে দিবার ইহাই তাৎপর্য্য। যে যে স্থানে তোমার নিজে যাইয়া পত্র দেওয়া সম্ভব বা সঙ্গত নহে, সেই সকল স্থানে অন্য কাহারও দ্বারা পত্রগুলি পাঠাইও। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু অসঙ্গতকে সঙ্গত করিবার চেষ্টা ভাল নহে। তোমার সম্পর্কে আমার অতিশয় উচ্চ ধারণা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মন এখনও অদোষদর্শী

হয় নাই, উপযুক্ত পরিমাণে পবিত্রতাও সঞ্চয় করে নাই। তাই নিজেকে সকল অনাহত সমালোচনা হইতে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করা সঙ্গত। মেয়েদের মধ্যে পত্রগুলি বিলি করিতে অবশ্য তুমি নিজেই যাইবে এবং অবাধে যাইবে। ইহাতে তোমার কুণ্ঠা করিবার কিছু নাই। পুরুষদের ভিতরে নিজে না যাইয়া যাতায়াতের কাজটী অন্যের দ্বারাই করাইবে। যেখানে ছেলেদের হাত হইতে সংগঠনের নেতৃত্ব মেয়েদের হাতেই আসিয়া পড়ে, সেখানেই নেতৃস্থানীয়াদের এই সকল বিষয়ে একটু সতর্কতার দরকার। সৎকাজ করিতে যাইতেছ, লোককে কুডাক ডাকিবার অন্যায় সুযোগ যাচিয়া বাছিয়া দিতে যাইবে কেন? মেয়েদের মধ্যে তুমি নিঃসঙ্কোচে কাজ করিয়া যাইবে। যেখানে মেয়েদের ভিতরে নিষ্ঠা, ভক্তি, ব্রতপরায়ণতা, হিতৈষণা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান গভীর ভাবে আসিয়াছে, সেখানে পুরুষেরা সহজেই আদর্শের অনুগত দ্রইয়া থাকে। নারীর এই মহিমার কথা কখনও ভুলিও না মা। নারী যে মহাশক্তি, ইহা কেবল কথার কথাই নহে, ইহা সত্যও। এই মহাশক্তির কেহ করিয়াছে অবহেলা, কেহ করিয়াছে অপব্যবহার। তোমরা আবার নূতন করিয়া শক্তির খেলা দেখাও মা।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া শক্তির খেলা দেখাইবার কালে তোমাদের ঘরে ঘরে নিজ নিজ দুর্ব্বল স্বামীর বলবর্দ্ধনের মধ্য দিয়াও

তাহা দেখাইতে হইবে। কোথায় তাহাদের দুর্ব্বলতার উৎস, তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। অনেক স্বামী দুর্ব্বল হইয়া যায় নিজের পত্নীকে পূরাপূরী ভালবাসিতে না পারার দরুণ। অনেক স্বামী দুর্ব্বল হইয়া যায়, নিজের পত্নীকে অপরিমিত ভালবাসার দরুণ। কোথাও প্রেমের অভাব, কোথাও প্রেমের আতিশয্য তাহাদের দুর্ব্বলতা-বিধান করিয়া থাকে। এই দুর্ব্বলতা কত যে বিচিত্র রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ধারণা করাও অনেক সময়ে শক্ত হয়। স্বামীরা যে অনেক সময়ে মদ্যপ হয়, তাহা বহু ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে ভালবাসিতে না পারার দরুণ। স্বামী ও পত্নীর সম্পর্কের মধ্যে এমন কত কি যে অনাবিস্কৃত কোণ রহিয়াছে, যেখানে বাহিরের কেহ প্রবেশ করিতে অধিকারী নহে, অথচ সেই সকল স্থান হইতেই পরস্পরের প্রতি সকল দুর্ব্বোধ্য ব্যবহারের মূলোৎপত্তি। এই জন্যই মহাশক্তি-স্বরূপিণী নারীকে অতিশয় বুদ্ধিচতুরা হইয়া, বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া, সহিষ্ণুতা সহকারে কেবল নিজ স্বামীকে অধ্যয়ন করিয়া যাইতে হইবে। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা এবং অবিচলিতচিত্ততার গুণে তাহাকে আস্তে আস্তে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে হইবে।

কথাগুলি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ বারাণসী

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পাঁচই বৈশাখ তোমাদের গৃহে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। যেখানে সমবেত উপাসনা হয়, সেখানে আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের পরম পবিত্র নাম গান করিয়া থাকি। তোমাদের কণ্ঠে সেখানে কণ্ঠ মিলাইয়া আদ্যোপান্ত তোমাদের সঙ্গ করিয়া থাকি। সমবেত উপাসনায় রত নরনারীদের সঙ্গ আমার নিকটে স্বর্গ-সুখের চাইতেও শ্লাঘনীয় মনে হয়। তাই যেখানে যে যখন সমবেত উপাসনায় বসে, তখনই তাহার কাছে আমার প্রাণ-মন ছুটিয়া যায়। তোমরা এই পরম সত্যকে বিশ্বাস করিও। যেখানে সবাই আসিয়া সমবেত উপাসনার জন্য মিলিত হইয়াছে এবং সমবেত কণ্ঠে সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, শরীর লইয়া আমি সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলেও বা নিকটে থাকিয়াও অন্য গুরুতর কাজে ব্যস্ত-ব্যাপৃত থাকিলেও জানিবে যে আমার প্রাণ-মন-চিত্ত-আত্মা সেখানেই ডুবিয়া রহিয়াছে।

ইহার চেয়ে প্রিয়তর অন্য কোনও অনুষ্ঠান আমার নাই এবং ইহার প্রতি আমার অন্তরের আকর্ষণের কোনও তুলনা নাই। সমবেত উপাসনা তোমাদের পাপ-তাপ নাশ করুক, তোমাদের অন্তরের সকল সঙ্কীর্ণতার বিলোপ-সাধন করুক, তোমাদের সহিত নিখিল জগতের আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করুক। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া তোমরা সকলে জগতেরই তরে জীবন ধারণ করিতেছ, জগতেরই তরে তোমাদের মরণ আলিঙ্গন করিতে হইবে। সমবেত উপাসনার মহিমায় তোমাদের দৃষ্টির সকল দৈন্য ঘুচিয়া যাউক, তোমরা সকলের ব্যথা-বেদনায় নিজেদের অন্তরে তাহার সহস্পন্দন অনুভব করিয়া সকলকে দুঃখমুক্ত আনন্দময় জীবনের দিকে ধাবমান করিবার জন্য আগুয়ান হইয়া যাও।

সংসারে নানাভাবে তোমাদের অর্থদণ্ড হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া মনে মনে ইহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে গ্রহেরা শূন্যে বসিয়া এই সকল করাইতেছে। গ্রহতারাচয়ের সহিত মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা নহে, কিন্তু তাহারা তোমার ভালমন্দকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সবই করিতেছেন পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বরে অনন্যচিত্ত হইয়া আত্মনিবেদন করিয়া সংসারের সকল বিভীষিকাকে জয় কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

বারাণসী
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সুখী হইবার দুইটী কারণ। প্রথম কারণ তুমি পুপুন্‌কীর সাম্প্রতিক শ্রমসাধ্য কাজগুলি ভোর চারিটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রৌদ্রে দগ্ধ হইয়াও সানন্দে করিয়া যাইতেছ। দ্বিতীয় কারণ তুমি সাধন করিয়া করিয়া বিমল দিব্যানন্দ লাভ করিবার সুযোগ পাইতেছ না বলিয়া মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতেছ। সাধনে যাহার অনুরাগ থাকে, সাধন করিবার সুযোগ কমিয়া গেলে সে অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এই জ্বালা তাহার অন্তরের শুদ্ধতার ও উন্নতিমুখিনী অভীপ্সার প্রত্যক্ষ পরিচয়দাত্রী। সাধন করিবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছ, ইহা যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, তাহা বলিবার নহে। তোমার সাধনানুরাগ ও সাধনাগ্রহ উত্তরোত্তর কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি। পুপুন্‌কী আশ্রমটিতে এই জাতীয় ক্ষোভ আরও অনেক প্রাক্তন কর্ম্মীর দেখা গিয়াছে। ঢাকা জেলা হইতে এক সময়ে অতিশয় কঠোরশ্রমী বলিষ্ঠদেহ একটী

ব্রাহ্মণ যুবক কর্ম্মী রূপে পুপুন্‌কীতে আসিয়াছিল। তাহাকে গায়ে পায়ে এত বিশিষ্ট দেখাইত যে, একবার আমি তাহাকে নিয়া পুরুলিয়া শহরে কোনও কার্য্যোপলক্ষে গেলে সেখানকার একজন বিচক্ষণ উকিল তাহাকেই স্বামীজী ভাবিয়া চেয়ার দিয়াছিলেন এবং আমাকে বসিবার জন্য টুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন। উকিলবাবুর সরল বিশ্বাসে আঘাত না লাগে বা তিনি শেষে লজ্জা না পান, সেইজন্য আমি কিছুকালের জন্য সেবক সাজিয়া টুলে বসিয়াছিলাম এবং আমার কর্ম্মী সেবকটী স্বামীজী সাজিয়া চেয়ারে বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিল। ছেলেটীর শ্রমশীলতা ছিল অসাধারণ এবং পুপুন্‌কীর শক্ত মাটির দম্ভ দূর করিয়া গাইত চালাইতে সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে একদিন আমাকে বলিয়া বসিল,—আর এত শ্রম ভাল লাগে না, আমি হিমালয়ে যাইব এবং সেখানে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিব। আমি বলিলাম,—হিমালয়েই যাও আর বিন্ধ্যাচলেই যাও, প্রয়োজন হইতেছে তপস্যার। আর তপস্যার মানেই হইতেছে নিয়ত মনকে ইষ্টে লাগাইয়া রাখা। হিমালয়ের নীরব গিরি-গুহায় বসিয়াও যদি মনকে ইষ্টে না রাখ, তবে আর হিমালয় তোমাকে কিছুই দিতে পারিবেন না। সুতরাং হিমালয়ে যাইবার বুদ্ধি ছাড়িয়া বাবা এখানে বসিয়াই তপস্যা করিবার জন্য তৈরী হও। কাজ কর আর নাম কর, কাজ

করিতে করিতে বেদম বেপরোয়া নাম চালাও, সর্ব্বকর্ম্মের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে অফুরন্ত নামের সেবা চালাইয়া যাও। তুমি গিয়া বাবা কালীকমলীওয়ালার সত্রে অন্ন ভিক্ষা করিয়া তপস্যা করিবে আর দেশের গৃহস্থেরা নিজেদের কষ্টার্জ্জিত অন্ন বাবার ছত্রে পাঠাইতে থাকিবেন, ইহা এই যুগের নানা-সমস্যা-কণ্টকিত অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত নহে। সংসারের কর্ত্তব্যত্যাগীরাই তপস্যা করিবেন আর সংসারের সহস্র কর্ত্তব্যের প্রতি অবহিত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকগুলি তপস্যা করিবে না, ইহাও একটা জাতি বা সমাজের পক্ষে খুব উৎসাহ-বর্দ্ধক অবস্থা নহে। হাজার কাজের মাঝে এখানেই নিজের সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লও বাবা, দূরে গিয়া কি লাভ হইবে? এখনো আশ্রমে আমাদের জন্য নিরাপদ একখানা কুটির হয় নাই, এমতাবস্থায় এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিয়া তপস্যা করিতে কোথায় যাইবে? নিজের ভজন-কুটীরখানা নিজে নির্ম্মাণ করিয়া লও, সর্ব্বকর্ম্মের অবসরে সেখানেই দৈনিক দুই একঘন্টা যাহা পার, ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিতে থাক, দেখিবে এস্থানই তোমার হিমালয় হইয়া যাইবে।

কথাগুলি ছেলেটীর ভাল লাগে নাই। সত্যই সে একদিন হিমালয়ে চলিয়া গেল। বাংলা ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসের কথা। পুপুন্‌কীতে আমার সম্বৎসরব্যাপী মৌনব্রত চলিতেছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নানা কারণে তখন পুপুন্‌কী থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর এবং অসাধ্যপ্রায়। আশ্রমের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া একটীর পর একটী করিয়া প্রায় সব সহকর্ম্মী চলিয়া গিয়াছে। আমি তবু বেহায়ার মত পুপুন্‌কীর মাটি কামড়াইয়া আছি। এমন সময়ে হিমালয়ের ক্রোড়স্থ একটী স্থান হইতে প্রথমোক্ত কর্ম্মীর পত্র আসিল,—"বাবা, আপনি কি স্থূলদেহ নিয়া এখানে আসিয়াছিলেন? আপনিই কি আমাকে সমগ্র রজনী জাগিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গেলেন? আমি নিজেকে ঘুমন্ত ভাবিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি মনে করিতেছিলাম কিন্তু নিজের গায়ে নিজে চিমটী কাটিয়া দেখিলাম, আমি জাগ্রত। রাত কাটিয়া গেল, আপনিও অদৃশ্য হইলেন, অথচ আমি ঘুমাই নাই, আমি জাগিয়া বসিয়া আছি। ইহা কি দেখিলাম? ইহা কি আপনার কোনও অলৌকিক লীলা?" আমি পত্রোত্তরে জানাইলাম,—"আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই। ইহা তোমারই মনের গভীর অভিনিবেশের ফল। সুদূর হিমালয়ে বসিয়াও হাজার মাইল ব্যবধান হইতে তুমি যেমন করিয়া নিজ আগ্রহ বলে আমার সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিতে সক্ষম হইলে, ঠিক তেমনি আশ্রমের মধ্যে আশ্রমীয় সহস্র কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তুমি স্মৃতি ও ধৃতির বলে নিয়ত ঈশ্বর-সাধন করিয়া সতত তাঁহার সঙ্গসুখ পাইতে পার। তপস্যার জন্য

কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা দেন নাই এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া একমাত্র সাধনে অভিনিবিষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগের নানা বিপর্য্যয়কর বিপত্তির মুখে উপযোগীও নহে।"

সেই উপদেশই আমি আজ তোমাকে দিতেছি। কাজ কর আর নাম কর। আজ তোমাদের শ্রম কত কমিয়া গিয়াছে। সেদিন প্রত্যেকটী আশ্রম-কর্ম্মীকে কুলী-মজুরের সমান শ্রম করিতে হইত, কারণ পয়সা খরচ করিয়া কুলী-মজুর নিয়োগ সুসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আজ তোমরা শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কেবল তাহাদের কর্ম্ম পর্যবেক্ষণ কর। আজ চারিদিক হইতে প্রাপ্ত অর্থ আমি অকাতরে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি, তোমাদের কাছে সেই শারীরিক শ্রম আমি দাবীই করি না, যাহা একদা আমি ঐ মাটিতে স্বয়ং করিয়াছি। কাজের তত্ত্বাবধানে ক্লেশ আছে কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই যে সাধন চালাইয়া যাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত কেন তোমরা প্রতিষ্ঠা করিবে না? প্রায় সকল লোককে পরিশ্রম ভয় পাইতে দেখি। অনেক সাধককে ইহাও বলিতে শুনি যে, পরিশ্রম না ছাড়িলে সাধন করা যায় না। কিন্তু আমরা অনেক দিকেই নূতনত্বের সূচনা করিয়া আসিতেছি। কেন আমরা দেখাইব না যে,

কঠোর শ্রম করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে কঠোর সাধন চলে? সাধন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা দামী যে জিনিষটীর প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, প্রাপ্ত সাধনে বিশ্বাস। আমি তোমাদের যাহা দিয়াছি, তাহাতে যদি বিশ্বাস থাকে গভীর, তাহা হইলে তোমরা কৃষিক্ষেত্রে, রণক্ষেত্রে, লোহা-ঢালাই কারখানার ব্লাষ্ট ফার্ণেসে, চলন্ত রেল-ইঞ্জিনের বয়লারের পাশে বসিয়া কাজ করিতে করিতেও অক্লেশে সাধন চালাইয়া যাইতে পারিবে। প্রচলিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত বহু সাধকদের সহিতই আমার সন্তানদের এই যে একটা পার্থক্য, তাহা সত্য, সার্থক ও যুগোপযোগী। তোমরা এই কথা ভুলিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

বারাণসী

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেকের ধারণা আছে যে, যেখানে যত আশ্রম আছে,

তাহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহ হওয়া উচিত ভিক্ষা দ্বারা, সেখানে অর্জ্জনের কোনও চেষ্টা থাকা উচিত নহে। ইহার যুক্তি-স্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে, অর্জ্জনের চেষ্টা দ্বারা মন বহির্ম্মুখ হইয়া যায় এবং একটী অর্জ্জন পরবর্ত্তী অর্জ্জনের দিকে মনকে প্রলুব্ধ করিয়া আকর্ষণ করে। ইহাতে মনের স্বাভাবিক সাত্ত্বিকতা হ্রাস পায় এবং তাহার ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটে।

এই যুক্তিটুকুর মধ্যে কিছু সত্য নাই, তাহা নহে। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা আশ্রম চালাইতে হইলেও অর্জ্জনের প্রয়োজন পড়ে। ভিক্ষায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরও প্রতিষ্ঠান বিনা অর্জ্জনে চলে না। ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য নিয়ত কত রকমের ফন্দী-ফিকির যে করিতে হয়, তাহা যাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আশ্রমাদি চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কিছুকাল বিশ্বস্ত ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে জানিতে পারিবে। ভিক্ষা আদায় সকলে করিতে পারে না, ইহাও একটা উচ্চস্তরের আর্ট। ইহার অনুশীলন করিয়া ইহাতে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে হয়। সুতরাং ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আশ্রম চালাইতে হইলেও ইহার ফলে মনের বহির্ম্মুখতা আসিবার সম্ভাবনা সুপ্রচুরই আছে। ভিক্ষুকের মনের অবস্থা কেমন হইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা একটু খানি রহিয়াছে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সেই অংশে, যেখানে দাস রঘুনাথের জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া

ভিক্ষান্ন সংগ্রহের কাহিনীটুকু বর্ণিত আছে। দাস রঘুনাথ দেখিলেন যে, এভাবে প্রত্যাশায় থাকা সত্যই সাধনের ও উন্নত জীবনের বিঘ্ন, তাই তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহও ছাড়িয়া দিলেন। এই একটী দৃষ্টান্তই জাজ্বল্যমান হইয়া শিখাইতেছে, ভিক্ষার আশ্রয়ও সদাশ্রয় নহে।

তারপরে আবার সেই সকল আশ্রমের পক্ষে ভিক্ষাশ্রয় করা ত' আরও অসুবিধাজনক, যেই সকল আশ্রম কেবল ধ্যানজপনিরত সাধুদেরই পোষণ করে না, পরন্ত প্রত্যাশা করে অন্য দশ রকমের সামাজিক প্রয়োজনে ও বির্বত্তনে শক্তিসামর্থ্য সহকারে সমাজের সেবা করিবার জন্য স্বাবলম্বী ও কর্ম্মঠ কর্ম্মযোগীদের গড়িয়া তুলিবার।

হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা আছে। ইহার দ্বারা বিপুল আয় সংগৃহীত হয়। এই আয় গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ব্যয়িত হয়। ইহাকে কেহ দোষের মনে করেন নাই।

আমাদের বাল্যকালে আমরা লাহোরের বাবা লছমন দাসের চেলাদের দেখিয়াছি। ইঁহারা দেশ হইতে দেশান্তরে গুরুর আশ্রমের ঔষধাবলি নিয়া ভ্রমণ করিতেন এবং তাহা বিক্রয়ের দ্বারা নিজেদের অন্ন ত' সংস্থান করিতেনই, সেই টাকার একটা প্রধান অংশ গুরুর আশ্রমে চলিয়া যাইত। এই

সকল চেলারা কেহ সিঙ্গাপুরে, কেহ হংকংয়ে, কেহ পারস্যের আবাদানে, কেহবা আফ্রিকার জাঞ্জিবার উপকূলে যাইয়া গুরুর আশ্রমের ঔষধ বেচিতেন। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এইভাবে লাহোরের বাবা লছমনদাসের আশ্রমে পৌছিত, তাহার দ্বারা দৈনিক পাঁচ হাজার সাধু-মহাত্মার ভোজনের ব্যবস্থা হইত। সেই কালে সংসারের সকল কাজ হইতে বিদায় নিয়া চলাটাই সাধুত্বের একটা প্রকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত, আর সেই আদর্শের অনুসরণকারী সাধুদের সেবার জন্য অর্থ বাবা লছমনদাসের ঔষধাবলির দ্বারা সংগৃহীত হইত। আজ বাবা লছমন দাসও নাই, সেই লাহোরও নাই, বাবা লছমন দাসের সেই চেলারাও নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তটী রহিয়া গিয়াছে। আমি এমন এক পরিবারে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলাম যেখানে নিত্য নূতন অতিথি ও সাধু-মহাত্মা দর্শন করিতাম। তাঁহাদের অনেকের কাছেই আমি নিজে বাবা লছমন দাসের আখড়ার কথা শুনিয়াছি। আমার স্বর্গত খুল্লতাত মহাশয় ত' বাবা লছমন দাসের ভক্তই ছিলেন। সুতরাং এই সকল কথা অলীক কাহিনী নহে।

বাবা লছমন দাস যেখানে সাধুদের ভোজনের অন্ন সংগ্রহের জন্য ঔষধের পরিবেশন করিতেন হংকং-সিঙ্গাপুর হইতে আরম্ভ করিয়া আবাদান-এডেন পর্য্যন্ত, সেখানে অযাচক

আশ্রম ঔষধ পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা মাত্র ভারতবর্ষটুকুর মধ্যেই করিয়া কেন নিন্দিত হইবেন?

আর একটা কথা ভাবিবার আছে। অযাচক আশ্রমটা কি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি সত্য কিন্তু ইহার আমি মালিক নহি। ট্রাষ্ট-ডীড করিয়া পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট রূপে ইহা আমি জনসাধারণের জন্য দান করিয়াছি। সেই দান এমন নিষ্কাম যে আমি এই ট্রাষ্টের আয় হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত রাখি নাই। এমতাবস্থায় যাহারা অযাচক আশ্রমের ঔষধের কারখানা করাকে ব্যবসায়ি-সুলভ অর্থগৃধ্নতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে, তাহারা হয় অজ্ঞানতা বশতঃ করিবে, নতুবা বিদ্বেষ বশতঃ। ভারতের ভিক্ষোপজীবী কয়েকটা মঠে অযাচক আশ্রমের ঔষধের কারখানার নিন্দা করিয়া আলোচনা হয় বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, সেই সকল মঠের শিষ্যরা অনেকে আবার এই অযাচক আশ্রম হইতে বিপদে আপদে নগদ টাকা দান স্বরূপে গ্রহণ করেন এবং অসুখের সময়ে বিনা পয়সায় অযাচক আশ্রমের ঔষধ নিয়া থাকেন। সুতরাং বিরুদ্ধে যেই সকল কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা একান্তই অন্তঃসারহীন জানিয়া তোমরা এই বিষয়ে নির্ব্বিকার হইবে।

সকল আশ্রমের কর্ম্মপন্থা কখনো এক হইতে পারে না। অযাচক আশ্রম, কম পারুন বেশী পারুন, জনসেবা করিতে চাহেন, অযাচক থাকিয়াই, সুতরাং তাঁহাদের হাতে উপার্জ্জনের স্বাভাবিক ও সঙ্গত কতকগুলি উপায় আসা প্রয়োজন। আমি চলিয়া যাইবার আগে তেমন কতকগুলি উপায় অযাচক আশ্রমের হাতে ভাল ভাবে তুলিয়া দিয়া যাইতে চাহি। ইহাই অযাচক আশ্রমের ব্যবসায়িক অধ্যবসায়ের একমাত্র কারণ। কিন্তু অযাচক আশ্রম ঔষধ বা পুস্তক বিক্রি করে বলিয়াই জনসেবায় কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। ভিক্ষা তুলিয়া বন্যা আর দুর্ভিক্ষের আর্ত্তত্রাণ অযাচক আশ্রম না করিতে পারেন কিন্তু ভিক্ষা না তুলিয়া অন্য অনেক ক্ষেত্রে এমন কাজ করিয়া যাইতেছেন, যাহা তাঁহাদের ঔষধ ও পুস্তকের আয় না থাকিতে করিতে পারিতেন না। ইহা অহংকারের কথা নহে, তোমরা জাননা বলিয়া কথাগুলি তোমাদের বলিতে হইল। আর বলিতে হইল, জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া। তোমরা লোকনিন্দাকে ভয় কর বলিয়াই লিখিতে হইল।

লোকনিন্দাকে তোমরা ভয় পাইও না। যেখানে তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, সেখানে লোকের নিন্দাকে অধিক মূল্য দান করা মূর্খতা। যেখানে তোমাদের উপায়ও সৎ, সেখানে লোকনিন্দাকে এক কথায় অগ্রাহ্য করা উচিত। বহু সৎকার্য্য

সন্দেহজনক উপায়ে করা হইয়া থাকে। তেমন উপায় তোমরা কিছু অবলম্বন কর নাই। আশ্রম গড়িবার জন্য সুকৌশল প্রয়াসে তোমরা কুলললনাগণের গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া আনিবার ব্যবস্থা ত' কর নাই! বার্দ্ধক্যে আশ্রম দিবে বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়া ধনী বিধবাদের শেষ সম্বল অর্থ-ভাণ্ডার ত' লুণ্ঠন কর নাই! যজমানের নামে বিগ্রহের শিরে নিত্য তুলসী-বিল্বদল চাপান হইবে বলিয়া ভাঁওতা দিয়া ত' লোকের টাকা সংগ্রহ কর নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এত হাজার টাকা না দিলে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে বলিয়া লোককে ভয় দেখাইয়া ত' টাকা আদায় কর নাই! এই সকল নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করিয়াও ত' কত আশ্রম চলিতেছে। আশ্রমের ব্যবসায় রহিয়াছে বলিয়া কেন তোমরা নিন্দাতঙ্কে জড়সড় হইয়া থাকিবে?

প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেদের শ্রম-প্রতাপে সৃষ্টি করিয়া লইয়া অথাচক আশ্রম জনসেবা করিবে। ইহা কোনও নিন্দনীয় কথা নহে। তোমরা লোককে পোক বলিয়া তুচ্ছ না করিলেও নিজেদের কার্য্যকে অনিন্দনীয় বলিয়া ভাবিতে কেন শিখিবে না? স্বাবলম্বনে যতক্ষণ তোমাদের প্রতিষ্ঠা আছে, ততক্ষণ তোমরা কাহাকেও ভয়ও করিতে পার না, কাহারো পক্ষে ভয়ের পাত্রও নহ। ভিক্ষা সংগ্রহকারীরা গৃহস্থ-জন-সাধারণের দৃষ্টিতে বর্গী দস্যুরই ভদ্র সংস্করণ রূপে ভীতির পাত্র হইয়া

রহিয়াছেন। তোমরা তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াও নিঃসঙ্কোচে নিজেদের ব্রতে সুস্থির হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ বারাণসী
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সঙ্কল্প কর যে একাকী সমৃদ্ধ হইয়া নহে, সকলকে লইয়া সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। দারিদ্র্যব্রতে মহত্ত্ব আছে কিন্তু যে দারিদ্র্য আয়ুক্ষয়কর, তাহা বরণের কোনও সার্থকতা নাই। অন্নে, বস্ত্রে, শয্যায়, আচরণে সাধারণের মত থাকিব, আর জীবন ভরিয়া সর্ব্বমানবের দুঃখবিদূরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখিব,—ইহাই হউক তোমাদের সকলের চরম লক্ষ্য, আজিকার পৃথিবীতে অর্থ ছাড়া কাহারও চলে না, কিন্তু তাহা যদি অর্জ্জিত বা উপাগত হয়, তাহা হইলে তাহা সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া তাহার সার্থক সদ্ব্যবহার আমাদের করিতে হইবে। এই বণ্টনের রুচি বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের হইতে পারে

কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কিছুই রাখিব না, ইহাই হইবে আমাদের চেষ্টা।

পরার্থে প্রয়োগের জন্য যে সঞ্চয়, সে সঞ্চয়ে দোষ নাই।

তোমরা প্রত্যেকে সুগভীর ভাবে সাধন-পরায়ণ হও এবং তোমাদের সকল সতীর্থকে সাধনানুরাগী করিয়া তোল। হুজুগ কেবল হুজুগ-সৃষ্টিরই রুচি বাড়ায়, সাধন সাধন-রুচি বর্দ্ধিত করে। জীবন হইতে হুজুগের মাত্রা কমাইয়া তাহাতে সাধনের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে থাক। মানুষমাত্রকেই সাধন-পরায়ণ হইতে এবং মানব-মাত্রেরই প্রতি প্রীতির অনুশীলন করিতে উদ্বুদ্ধ কর।

ছোট বলিয়া কাহাকেও বাদ দিও না, বড় বলিয়াও কাহারও প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোনিবেশ করিও না। আমার নিকটে ছোট-বড়'র বিচার নাই, ভক্ত-অভক্তের হিসাব নাই। আমি যেমন করিয়া তোমাদের প্রতিজনের জন্য সমভাবে ব্যাকুল থাকি, তোমরা তেমন করিয়া ছোট-বড় সকলের মরমের মরমী, দরদের দরদী হও। ভালবাসিতে টাকাকড়ি লাগে না, প্রয়োজন হয় সহানুভূতিশীল একটী সরস সুন্দর মনের। অসুবিধা বা দারিদ্র্যকে তোমরা জীব-প্রেমের বাধা হইতে দিও না।

অসুবিধা বা দারিদ্র্যকে তোমরা তোমাদের সাঙ্ঘিক কর্ত্তব্যের ও বাধা বলিয়া মনে করিও না। প্রকৃত বাধা ত'

মনের মিলনের অভাব। প্রেমের তোমরা অনুশীলন কর। প্রেমের বলে স্বার্থের পরাক্রম কমাও। প্রেম দিয়া নিখিল বিশ্বকে বেড়িয়া ধর। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু,প্রতিটি জীব, প্রতিটি সমাজ ও প্রতিটি গোষ্ঠীর সংশ্রবের মধ্য দিয়া অনাসক্ত, নির্ব্বিকার, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচর্য্যা কর। প্রেম তোমাদের গন্তব্য ও জীবনের চরম চরিতার্থতা হউক।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি খুবই একটা দারুণ আর্থিক সঙ্কটে পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। নিতান্ত প্রয়োজনে না পড়িলে যে আমার কাছে টাকা চাহিয়া পত্র দেও নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। সম্ভব হইলে আমি কিছু দিন মধ্যেই তোমাকে যাহা পারি, পাঠাইব। কিন্তু আমার জানা আবশ্যক যে, কি

প্রয়োজনে পড়িয়া তুমি আমার কাছে টাকার জন্য লিখিলে। প্রয়োজনের ধারাটা বুঝিতে পারিলে হয়ত বিনা টাকাতেও বিপদ উদ্ধারের ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে। দ্রুত পত্র দিয়া আমাকে সকল বিষয় জানাও।

অনেক ক্ষেত্রেই আমি টাকাকড়ি দিয়া লোককে বিপদে উপকার করিতে পারি না। কিন্তু টাকা কড়ি ছাড়াও অন্য ভাবে বিপদ তাহার কাটিয়া যায়, এমন ঘটিয়াছে। তুমি অকপটে তোমার বিপদের রূপটী আমার কাছে প্রকাশ করিয়া ধর। অনেক সময়ে মানুষ সামান্য বিপদকে অসামান্য ভাবিয়া বিহ্বল হয়, অনেক সময়ে অসামান্য বিপদকেও সামান্য মনে করিয়া উপেক্ষা করে এবং জয় করে। দুইটী অবস্থারই ভাল-মন্দ আছে। আমি তোমাকে এখনই কোনও উপদেশ দিতে চাহি না। আমি আগে তোমার বিপদের প্রকৃত কারণ ও অবস্থাটী জানিতে চাহি। অনেক বিপদ তোমরা তোমাদের অভ্যাসের দোষ হইতে সৃষ্টি করিয়া থাক। অনেক বিপদ তোমাদের জন্য সম্পদের সম্ভাবনা সমূহ লইয়া আসে। বিপদকে তাহার স্বরূপে চিনিতে পারিলে তাহার প্রতীকার সহজ হয় কিম্বা তাহা হইতে লাভ উঠান সম্ভব হয়।

তুমি যে ভাবে পত্র লিখিয়াছ, তাহাতে মনে হয় যে এখনি টাকা না পাইলে তোমার অশেষ অনিষ্ট হইবে।

এমতাবস্থায় তুমি অবিলম্বে স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলীর কাছে তোমার বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন কর। সঙ্কোচ করিবার কারণ কিছু নাই। সম্প্রতি ডিব্রুগড়ে তোমার একটী ভাই অগ্নিদাহে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। আমার নিকট খবর আসার আগেই স্থানীয় ভ্রাতারা তাহার জন্য যে যাহা পারিয়াছে, সহায়তা করিয়াছে। মানুষের বিপদে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সহায়তা করিতে আসিবে না ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। তুমি তোমার ভ্রাতাদের কাছে বিপদের বার্ত্তাটা জানাও।

সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্পটীও করিও যে, তোমার অন্য ভ্রাতা কেহ যখন বিপদে পড়িবে, তখন তোমাকে অযাচিত ভাবে যাইয়া তাহার বিপদের মুখে বুক পাতিয়া দিতে হইবে। যে অপরের বিপদে সহায়তা করিবার মতন মনের গঠন রাখিবে না, তাহার পক্ষে নিজের বিপদে অপরের সহায়তা পাওয়ার প্রত্যাশা করা পাপ। নিজের বিপদের সময়ে অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে অসাধারণ সহায়তা পাইয়া উপকারীর বিপদের সময়ে এক চুলও আগাইয়া আসে নাই, এমন অকৃতজ্ঞ বহু নরনারী আমি দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাদের চাইতেও জগতে সংখ্যায় তাহারাই বেশী যাহাদের মধ্যে দেবতা লুকাইয়া থাকিয়া নিয়ত আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেছেন এবং অবসর মাত্রেই পরার্থে ত্যাগের অনুশীলনের দ্বারা নিজেকে বিকাশ করিয়া ধরিতেছেন।

কত মানুষ কত মানুষকে কত কিছুই দান করিতেছেন, তাহার দ্বারা সাময়িক অসুখ-অশান্তি দমন করিয়া লোককে উপকৃতও করিতেছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা মানব-সমাজের স্থায়ী কুশল কিছুই হইতেছে না। কারণ, ইহার সঙ্গে সঙ্গে লব্ধদান নরনারীদের মধ্যে পরার্থে ত্যাগের প্রেরণা কিছুই জাগিতেছে না। রাস্তায় বসিয়া ভিখারী একটী একটী পয়সা সংগ্রহ করিয়া হয়ত দালান-কোঠা তুলিতেছে কিন্তু অন্তরের জঘন্য দীনতা বশতঃ অন্য একজনের অসময়ে তাহাকে সামান্য ঋণ দান করিয়াও সহায়তা করিতে পারিতেছে না। জীবনের সকল সময়ে সে হীনবুদ্ধি নীচমনা একজন ভিক্ষুকই থাকিয়া যাইতেছে, দাতা কখনও হইতেছে না। এই ভাবে সে তাহার প্রতি হাজার হাজার দাতার দানকে মিথ্যা ও অসফল করিয়া দিতেছে। যে এক দিন পাইবে, সে অন্য দিন কেন দিবে না? দাতাকে সকল সময়ে পাওয়া যায় না, কিন্তু দাতার প্রতিনিধি রূপে ধরিয়া লইয়া জনসাধারণকে কেন সে সেই স্নেহ ফিরাইয়া দিবে না, যাহা যে একদিন অকাতরে সম্ভোগ করিয়াছে? মানুষের দানশীলতা দানপ্রাপ্তদের মধ্যে দানশীলতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহাই বর্ত্তমান যুগের দানশীলতার এক সুমহৎ অসাফল্য।

যাহা হউক, কথায় ত' চিঁড়া ভিজিবে না। তোমার বিপদের

সময়ে তাহা হইতে উদ্ধারের পন্থাই আগে দেখিতে হইবে। তবু কতকগুলি কথা মনে পড়িয়া গেল বলিয়া লিখিলাম।

যে কোনও বিপদেই পড় না কেন, যাহাদের সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত স্বার্থের সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে সর্ব্বদাই বিরত রহিও। কে জানে, হয়ত এমনি একটী লোকের সহিত মিলিয়া ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে এবং তাহারই পরিণামে নিজেকে আর্থিক বিপদে জড়াইয়া ফেলিয়াছ। আর্থিক ব্যাপারে মানুষ মাত্রেরই সহিত তোমাদের কত যে সতর্কতার দরকার, তাহা অনেক সময়ে তোমরা ধারণাই করিতে পার না। সৎভাবে চলিয়া মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিলে চিরকালই বিপদের সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে সহায়তা মিলিয়া থাকে। টাকাকড়ির ব্যাপার হইলেই তোমরা অনেকে ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় এমন বিসদৃশ অবস্থা সমুহের সহিত জড়াইয়া পড় যে, চিরবিশ্বাসপরায়ণ হিতৈষীরও বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া যায়। আপাততঃ তোমার আপদুদ্ধার অবশ্যই আমরা সকলে মিলিয়া যে যে-ভাবে পারি করিব, কিন্তু এই দিকটা হইতে জীবনে কখনও দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিতে চেষ্টা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৯)

হরিওঁ বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্মরণই ত' সাধনা। তাঁহাকে নিয়ত মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখাই ত' সাধনের নিগম নিগূঢ় মর্ম্ম-কথা।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে লাগিয়া থাকিও। নামই তাঁহার স্মৃতির উদ্দীপক। এই জন্যই নাম পরমশান্তির আগার। অন্য কিছুতে নির্ভর না দিয়া নামে নির্ভর দাও। তোমার সমস্ত অশান্তি নামের সেবার মধ্য দিয়া দূর হইয়া যাইবে।

নামে যাহাদের নিষ্ঠা, কেবল তাহাদেরই সঙ্গ করিবে। যাহাদের ইষ্টনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, অদোষদর্শিতা, সাধন-ভজনে রুচি ও জীবে প্রেম আছে, তাহাদের সঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলিয়া মনে করিও। অকারণে যার তার সঙ্গ করিয়া কুসংস্কার আর পরনিন্দার প্রবৃত্তি আহরণ করার মতন মূর্খতা আর কিছু নাই।

তোমার চারিদিকে এমন শত শত সরল-প্রাণ নরনারী রহিয়াছেন, যাঁহারা জীবনে সৎকাজ করিবার বা সৎকথা শুনিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই বলিয়াই সৎ বা সাধু হইতে পারেন নাই। কিন্তু এখনও তাঁহারা সেই আদিম

কালের সরলতা হইতে বঞ্চিত হন নাই। এমন সকল লোকদের মধ্যে গিয়া ভাল কথা কহিয়া, ভাল কাজের প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে আদর্শ সৎপুরুষে পরিণত করিবার চেষ্টা বিশেষ লাভজনক বলিয়া মনে করিবে। ইঁহারা তোমার সঙ্গ পাইয়া সৎসঙ্গ পাইলেন বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে গর্ব্বিত না হইয়া ইঁহাদের ভিতরের দেবতাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য অধিকতর আগ্রহী হইবে। ইঁহাদিগকে প্রাণপণে পরনিন্দা রূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখিবে। ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া যাহারা পরনিন্দা-প্রবৃত্তির প্রসার ঘটায়, তাহারা সমাজের শত্রু।

ভগবানে ভক্তি আর জীবের কুশল-কামনা, ইহাই তোমার সকল কাজের প্রেরণার উৎস হউক। যে কাজে এই দুইটী জিনিষ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, তাহাকে পুণ্য ভ্রম করিয়া অনুশীলন করা অজ্ঞানতা মাত্র। তোমরা সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরকে নিজেদের ঈশ্বর বলিয়া মনে প্রাণে জানিয়া লও এবং তাঁহার সেবাকে লক্ষ্য করিয়া ভিতর ও বাহিরের সকল কাজকে নিয়ন্ত্রিত কর। ইহাই তোমারও কুশলের পথ, জগতেরও কুশলের পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকিলে কি করিয়া সাধনে মন বসাইবে, ইহা বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রশ্ন। অনেকেরই মনে সাধ আছে যে সাধন-ভজন করে, কিন্তু কাজের চাপে তাহাদের সাধ-আকাঙ্ক্ষা লয় পাইয়া যায়। তোমার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছে। সারা দিন তোমাকেও তোমার অন্যান্য সহকর্ম্মীকে এখন আশ্রমের মাঠে মাটি কাটার কাজ তত্ত্বাবধান করিতে এবং সময়ে সময়ে কোদাল লইয়া সেই মাটি সরাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় সাধন করিবে কখন? সন্ধ্যার পরে যখন আসিয়া উপাসনা-মন্দিরে বস, তখন ত' ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে শরীর সহজেই এলাইয়া পড়ে। কাজ কমাইবার উপায় নাই, কারণ এখন চলিতেছে আশ্রমের গঠন-পর্ব্ব। যেই গঠনের কাজ আমি তেত্রিশটী বৎসর আগে সুরু করিয়াছিলাম এবং যাহাতে আমি আমার জীবনের পরমায়ুর সব চাইতে দামী অংশ দান করিয়া আজ শুভ্রকেশ পক্বশ্মশ্রু হইয়াছি, সেই কাজ ত' এখনও শেষ হয় নাই। তোমাদের

শ্রম না করিয়া উপায় কি? অন্যান্য আশ্রমে বা মঠে সামান্য কাজের জন্য অসামান্য সংখ্যায় কর্ম্মী থাকে, তোমাদের অসামান্য কাজ করিবার জন্য সামান্য সংখ্যায় কর্ম্মী আছে। আমি যদি অযাচক না হইতাম, তাহা হইলে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ম্মীকে আনিয়া আশ্রমে রাখিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা ত' অযাচকের আশ্রম। সামান্য অন্নপ্রসাদের নূতন নূতন ভাগীদার সংগ্রহ করিয়া তোমাদের কষ্ট কি করিয়া বাড়াইতে সাহস পাই? তাই তোমাদিগকে এখনও আরও কিছুকাল অশেষ পরিশ্রম করিয়াই আশ্রমে বাস করিতে হইবে। এই পরিশ্রমের মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে সাধন-ভজন চালাইয়া যাইতে হইবে। মনে করিও না যে, কাজ করিতে করিতে সাধন করা যায় না। আমি এই আশ্রমটারই পাথর-কাঁকর কাটিতে কাটিতে গাইত চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষবার ভগবানের নাম নিয়মিত জপ করিয়া এই আশ্রমের মাটিতে একটা রহস্যময় প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা সেই কথাটুকু বিশ্বাস করিয়া কাজ করিবার সাথে সাথে নাম-সাধন করিয়া তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ কর। হতাশ হইয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশাকরি, আমার আগেকার পত্রখানা পাইয়াছ। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, হাতজোড়া কাজ লইয়াও তোমাদিগকে মনঃপ্রাণ জুড়িয়া নামের সাধনা করিবার অনুশীলন চালাইয়া যাইতে হইবে। জলহীন মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার রুক্ষ আকাশে বাতাসে পিপাসার পানীয় প্রত্যাশা করা যেমন অসাধারণ, অবিরাম কাজ করিতে করিতে তাহারই মধ্য দিয়া নামের রসাস্বাদন করিয়া যাওয়ার প্রত্যাশাও তেমনই অসাধারণ। তবে পার্থক্য এই যে, মরুভূমিতে অনেক সময়ে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, আর কর্ম্মরণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নামের মধুর আস্বাদন করিবার প্রত্যাশা সামান্য অনুশীলনের ফলেই পূরণ হয়। ইহা যদি পরীক্ষিত সত্য না হইত, তাহা হইলে আমি অত জোর দিয়া কথাটা তোমাদের কহিতাম না। আমি জীবন ভরিয়া অনেক কথাই কহিয়াছি, কিন্তু যাহা নিজের জীবনে আস্বাদন করি নাই, এমন কথা কমই কহিয়াছি, জানিও।

পুপুন্‌কীর মাটিকে আমি এত দিনেও বশ মানাইতে পারি নাই। একতাল পাথর কাটিয়া ফেলিয়াছি ত' আর একতাল পাথর তাহার নীচ হইতে মাথা উচাইয়া উঠিয়াছে। কত বার কত ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে অন্য লোকে হয়ত পুপুন্‌কীটা ছাড়িয়াই চলিয়া যাইতেন,—আমি বেহায়ার মতন লাগিয়াই রহিয়াছি। তেত্রিশ বৎসর আগে যে কঠোর শ্রম আমি সুরু করিয়াছিলাম, আজও তাহার বিরাম হইল না। অতীত আমার চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান আমার চলিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যৎ কালের প্রতীক স্বরূপে তোমরা এক একজন করিয়া আসিতেছ এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার পরিত্যক্ত কোদাল ও গাইতি হাতে লইতেছ। তোমাদের এমন বিশ্রাম বাবা কেমন করিয়া দিব যে, তোমরা হাতের কাজ ফেলিয়া দিয়া ঠাকুর-ঘরে নিরিবিলি বসিয়া বসিয়া ধ্যান-জপে সময় কাটাইতে পার? কত স্থানের কত মহানুভব ব্যক্তি অশেষ অর্থব্যয় করিয়া প্রকৃত সাধকদের ধ্যানজপাদি করিবার সৌকর্য্য সাধনার্থে কত কোঠাবাড়ী, কত গুহা তৈরী করিয়া আহারাদিরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভাগ্যবানেরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু তপস্বীদের জন্য করা সেই সকল পবিত্র আশ্রয়ে অনেক অতপস্বীও কি বৃথা আলস্যে দিন কাটাইতেছে না? স্থান ও পরিবেশের এমন আনুকূল্য সত্ত্বেও সেখানে তাহার অপব্যবহার হইতেছে। ইহা

হইতেই ধরিয়া লও যে আমি যদি পুপুন্‌কী আশ্রমে তোমাদিগকে ধ্যান-জপ করিবার জন্য অশেষ সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতে পারিতামও, তবু তাহারা আলস্য করিয়াই কাল কাটাইয়া দিত, যাহাদের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের অনল জ্বলিয়া ওঠে নাই। সেই অনলটাই সব চাইতে বড় কথা। তোমরা সেই প্রেমানল অন্তরে জাগাও, প্রাণ-মন ভরিয়া জ্বালাও। সে অনল একবার জ্বলিয়া উঠিলে দেখিতে পাইবে যে, হাজার কাজের মাঝেও তোমার মন তাঁহার কাছ হইতে দূরে যাইতেছে না। নিত্য-স্মরণই ত' সাধনা, সাধনার অন্য কোনও স্ফুটতর লক্ষণ নাই। যে তাঁহাকে স্বরণে রাখিতে পারে, সে-ই সাধন করিতেছে। দিবারাত্রি সর্ব্বদা সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহাকে স্মরণ রাখাই জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ। তাহা তোমাদিগকে কাজ করিতে করিতে করিতে হইবে। যেখানে ঘন বন ছিল, আজ সেখানে আবাদ হইতেছে, কিন্তু ভগবান্‌কে না পাইলে আবাদ আর অনাবাদ সবই মিথ্যা। যেখানে অন্ধকার, ছিল, আজ সেখানে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, চোখে চোখে বিস্ময় এবং গাত্রে গাত্রে রোমাঞ্চ জাগিয়া উঠিতেছে, হর্ষে আনন্দে কতজন পরিপূরিত হইতেছে। এই সকলই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাঁহাকে যদি না জীবনের প্রতিটি অনুভবে পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের অপর সকল সাফল্যই মরীচিকা

মাত্র। কিন্তু তাহার জন্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই।

এবার আশ্রমে হঠাৎ কয়েকজন কর্ম্মী অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। তোমরা যদি কর্ম্মবিভাগ করিয়া লও, তাহা হইলে অনেক কাজ তোমরা বহুগুণ বেশী করিতে পারিবে কিন্তু তোমাদের নামের সাধনাও ব্যাহত হইবে না। নামসাধনের জন্য কাজ ফেলিয়া সরিয়া যাইব, ইহা হওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে, কোনও কোনও অবস্থায় তাহা আবার আপত্তিজনকও। কিন্তু তোমরা যদি কর্ম্ম-বিভাগ করিয়া কাজ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে আগের চাইতে অনেক অধিক সুচারুতার সহিত অনেক বেশী কাজ অনেক কম সময়ের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। খাওয়া, শোওয়া, রান্না করা, কাজ দেখা, কোদাল চালান, সম্ভব হইলে হাল-বলদ চালান আদি সকল কাজেই তোমরা আগের দিন পরদিনকার পরিকল্পনাটী ঠিক করিয়া লইও। সকাল বেলায় যাহারা বুদ্ধি-পরামর্শ ও জোগাড়-যন্ত্র করিতে সময় নষ্ট করে, তাহারা সমস্ত দিনটার কাজই মাটি করিয়া দেয়। তোমরা আগের দিন রাত্রে শুইতে যাইবার আগে সকলে একত্র মিলিয়া বসিয়া পরামর্শ করিয়া পরের দিনের কাজ ঠিক করিয়া ফেলিও। ভগবান্ দয়া করিয়া আজ তোমাদের প্রতিজনের মুখে এক

মুঠি করিয়া অন্ন দিতেছেন। আমাকে ইহার জন্য যতই শ্রম সমস্তটা বৎসর ধরিয়া করিয়া যাইতে হউক, আজ তোমাদের আশ্রমটাতে বসিয়া একটী বেলাও উপবাসের ক্লেশ সহিতে হয় না। একদা এই পুপুন্‌কী আশ্রমটীতেই আমি দিনের পর দিন উপবাসে কাটাইয়াছি, আজিকার কোনও সুবিধা সেই দিন ছিল না। শুধু পুপুন্‌কীতে কেন, আমাকে এই অসাধারণ জঠর-জ্বালা রহিমপুর আদি অনেক আশ্রম করিবার কালেই সহিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল আশ্রম পূর্ব্ববঙ্গে বিধায় সেখানকার পরিবেশ অন্যরূপ ছিল, যাহাতে আমি কষ্ট সহিবার কালেও ইষ্টকে ভালবাসিতে বিরত হই নাই। তাঁহার অশেষ কৃপণতা তাঁহারই অশেষ দাক্ষিণ্য বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পুপুন্‌কীর কথা আলাদা। এখানে মাটির তলাতেও পাথর, আকাশের বুকেও পাথর। তাই এখানকার ক্লেশ অনেক সময়ে সহ্যের সীমাও পার হইয়া গিয়াছে। তবুও কাজই করিয়া গিয়াছি। আমার সেইদিনকার স্বেচ্ছাবৃত ক্লেশগুলির কথা স্মরণ করিয়া তোমরা নিজেদের হৃদয়ে বলসঞ্চার কর বাবা। যাহা আমি অনেক অধিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে করিতে পারিয়াছি, তাহা তোমরা অনেক অধিক অনুকূল অবস্থার মধ্যে পারিবে না কেন? একথা বলিলে আমি শুনিব না যে আমি অসাধারণ পুরুষ আর তোমরা সব সাধারণ। সাধারণে আর অসাধারণে

পার্থক্য মাত্র একটা অ অক্ষরের। এই অ অক্ষরটীকে বাদ দিয়া দাও, দেখিবে, যাহা আমি পারিয়াছি, তাহা তুমিও পারিবে।

কাজ বেশী দেখিয়া পুপুন্‌কী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার বুদ্ধি করিও না। তোমরা আমার সহকারী রূপে যখন যে যত পরিমাণ শ্রম দিয়াছ, তাহা তোমাদের চরিত্র-বলের মধ্যে সম্পদ রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। কেহ হয়ত তোমাদের যশ ঘোষিবে না, কেহ হয়ত তোমাদের প্রতিজনের পরিচয় পাইবে না, কেহ হয়ত অনন্তকাল ধরিয়া তোমাদের এই শ্রমের বন্দনা গাহিবে না, কিন্তু তোমাদের কৃতিত্ব ইহাতে কমিয়া যাইতে পারে না। তোমরা স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার বিস্তারিত পত্রখানা পাইলাম। তুমি নিয়তই সচ্চিন্তা করিয়া থাক। ইহার ফলে তোমার চিঠি-পত্রে অনেক সময়ে অসাধারণ রকমের সুন্দর ও উচ্চভাবের প্রকাশ পাইতেছে। তোমার রচিত গান ও কবিতাগুলির মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। একটী সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়ের মধ্যে এই সকল দেখিতে পাইলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইবে। কিন্তু মা তুমি নিজের ভাবকে অন্তরে রাখিতে পারিতেছ না। অসুখ বিসুখ হইয়া তোমার শরীর-মন আগের চাইতে অনেক দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তাই আমি তোমাকে ঔষধ সেবন করিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাদের জেদ যে ঔষধ খাইবে না। এমতাবস্থায় অত্যধিক চিন্তা তোমাকে কমাইতে হইবে। তোমার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহা অপরিমিত কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার সম্ভব হইবে একমাত্র ভাবপ্রকাশের সংযমের দ্বারা। নিয়ত নিজের মনের ভাবকে যে কেবল প্রকাশ করিয়াই চলে, কিছু কাল পরে তাহার অন্তরের ভাবের গভীরতা কমিয়া যায়।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমাকে তুমি অবতার বলিয়া প্রচার করিবে। ইহা করিতে তোমার ভাল লাগে। ইহার স্বপক্ষে তোমার অনেক সদ্যুক্তি আছে। তুমি নিজের সাধনার দ্বারাই উপলব্ধি করিয়াছ যে, আমি অবতার ব্যতীত আর কিছুই নহি।

তোমার মতন ভক্তিমতী মেয়ের মুখে এই সকল কথা শুনিতে নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু আমাকে অবতার বলিয়া প্রমাণ বা প্রচার করিলে তোমার, আমার বা জগতের লাভ কি হইবে? আরও ত' কত শিষ্য কত গুরুদেব বা গুরুদেবীকে অবতার বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিয়াছেন। যেখানে প্রচারের মধ্যে ব্যাপকতা আছে এবং প্রচারশৈলী খুব স্বাভাবিকতার সুরে বাঁধা, সেখানে কাহাকেও কাহাকেও লোকে অবতার বলিয়া পূজাও করিতেছে। কিন্তু ইহার দ্বারা জগতের কি লাভ হইয়াছে, তাহা কি বিচার করিবে না? জগতের নূতন নূতন অবতার বাড়িলে দেশের লাভ কি হইবে, তাহা হিসাবে আনিবে না? জমাখরচ ছাড়া কি কোথাও কোনও কারবার হয়? যাঁহারা অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহাদের পূজা কোথায় কতখানি লাভ বিলাইয়াছে, তাহাও হিসাব করিয়া দেখ। হুজুগে চলিওনা মা। হুজুগ জিনিষটা সকল সময়েই ভাল নহে।

আমি নিজেকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া কত বৎসর আগেই ত' জানিয়াছি। আমি কদাচিৎ প্রকাশ করিয়া না কহিলেও স্বাভাবিক ভাবে ইহা আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রচারশীলতা ছিল না। আমার সেই সরল সহজ উক্তিকে মূলধন করিয়া তোমরা যদি ঐ

সকলকে আমার অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে এক দল লোক ইহাতে ভুলিলেও ভুলিতে পারেন কিন্তু জগতের তাহাতে কি লাভ হইবে? আমি ত' এই বার্ত্তাই জগৎকে শুনাইতে আসিয়াছি যে, তোমরা প্রতিজনেই ভগবানের অবতার। তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে তিনিই আছেন, যিনি কোটি কোটি দেবগণকে সৃজন-বিলয়ের লীলায় খেলাইতেছেন। তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে অবতারত্ব তোমাদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। আমি নিজে অবতার হইয়া পূজা পাওয়াকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে করি।

তোমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার ভাব খুব পরিপুষ্ট না হইলে তোমাদের পক্ষে আমাকে অবতার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা দানাও বাঁধিবে না, ইহা আমি আগেই জানাইয়া দিতেছি। অন্যান্যেরা নিজ নিজ মত প্রচার করিতে গিয়া হঠাৎ অবতারবাদের কবলে পড়িয়া গিয়া আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত আছে। জীবে জীবে ব্রহ্মের জাগরণ করিতে যাইয়া হঠাৎ কোন্ ফাঁকে নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার দিকে সমগ্র শক্তি চলিয়া গেল। ব্রহ্মবাদের উচ্চতত্ত্ব যাহারা বুঝিবে না, তাহারা হঠাৎ দেশপ্রচলিত একটা পরিচিত জিনিষ পাইয়া সামান্য প্রচারের ফলেই ইহাকে লুফিয়া লইল। ইহাই ভারতের অনেক

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের প্রচার-ব্যাপারের ইতিহাস। আমি কোনও সম্প্রদায়কে হেয় করিবার জন্য এই কথা লিখিতেছি না। আমি শুধু বলিতে চাহিতেছি যে, ইহা ইতিহাস। কিন্তু কাহাকেও অবতার বলিয়া প্রচার করিবার পুণ্যের চাইতে একটা মানুষকে ভালবাসিবার পুণ্য অনেক অধিক। ইহাই আমার মত।

তোমার পত্রে আরও অনেক কথা আছে, যাহা নিয়া আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু আমার সময়ের বড়ই অভাব মা। তাই আর লিখিতে পারিলাম না। আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ পুনরপি গ্রহণ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ বারাণসী
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন রাখিও। নামের মধ্যে প্রেম রহিয়াছে। নামের সেবা করিতে করিতে প্রেম উপজিবে,

প্রেমময় স্বভাব তোমার লাভ হইবে। নামের গুণে প্রেমময় স্বভাবটী লাভ করিয়া নিখিল জগতের পানে স্নেহভরে তাকাইও। সমগ্র জগৎ পিপাসিত, প্রেমপিপাসা তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে। তোমাদের স্নেহের দৃষ্টি তাহাদের সেই পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হউক। নিজেকে লালসা ও বাসনার ঊর্দ্ধে রাখিয়া প্রতিটি কাজ করিও। সংসার না ছাড়িয়াও তোমরা সংসারাতীত মহাপুরুষ হও।

সচ্চিন্তার শক্তিতে জগৎ পরিপ্লাবিত করিয়া দিবার মধ্যে কি লাভ আছে, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু জাতি ও জগৎকে জাগাইতে হইলে ইহাই উপায়। ভাব বা সচ্চিন্তা এক পরমা শক্তি। ইহা একবার মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হইয়া যায়। বনে যেমন আগুন প্রবেশ করিলে দেখিতে না দেখিতে তাহা দাবানলে পরিণত হয়, মনে তেমন ভাবের প্রবেশ ঘটিলে ঠিক তদ্রূপ হয়। জ্ঞানই বলের উৎস। ভাব হইতেই জ্ঞান আসে। একটী ভাব অন্তরে অবিরাম পোষণ করিতে করিতে তাহা অনন্ত কর্ম্মের হয় প্রণোদক। তাহা হইতেই উদ্যম আসে, তাহা হইতেই সিদ্ধি আসে। সচ্চিন্তা পরিবেশনকে একটা অতি প্রধান কাজ বলিয়া জানিবে।

নিজেদের মধ্যে অবিচল ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিও। ঐক্যের

মতন বল নাই, যদি তাহা সদুদ্দেশ্যে হয়। তোমাদের পারস্পরিক ঐক্য না থাকিলে তোমরা অপরকে ঐক্যবদ্ধ হইতে উপদেশ দিবে কোন্ অধিকারে? ঐক্যহীনেরা অতি সামান্য বিপদে পর্য্যুদস্ত হয়, ঐক্যবানেরা বিষম বিপত্তিকে অবহেলে হঠাইয়া দেয়। ঐক্য বলের উৎস, বল বিশ্বাসের উৎস, বিশ্বাস বিজয়ের উৎস। সকলে সম্মিলিত হইয়া সদ্‌ভাব প্রচারে লাগিয়া গেলে ইহার দ্বারা যে-কোনও অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সহজ হইয়া যাইবে। প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের সততা, সরলতা ও সাধুতা ক্রমশঃ বিনাশ পাইতেছে। তোমরা সততা, সরলতা ও সাধুতার অনুকূলে ভাব-প্রচার কার্য্যে অসাধারণ উদ্যম প্রয়োগ কর। সেই উদ্যমের সাফল্য হইবে ব্যাপক, যদি তাহাতে তোমাদের সম্মিলিত শক্তির থাকে সহযোগ আর তাহাতে পরিকল্পিত সদুপায় হয় অবলম্বিত।

যদি এমন কারণ ঘটিয়া যায় যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিতেছ না, তাহা হইলে সকলের জন্য বসিয়া না থাকিয়া নিজেই একাকী কাজ সুরু করিয়া দিবে। যেখানে সকলের সহযোগ ও পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই, মাত্র সেখানেই কার্য্যারম্ভে সামান্য বিলম্ব অনিচ্ছায় হইলেও অনুমোদনযোগ্য। এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, সভ্যতার অগ্রগতি হইলেও মানুষের মন এখনো

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আদিম যুগের অজ্ঞানতাতেই ডুবিয়া আছে। জামা-জুতা-কাপড় পরিতে যাহারা শিখিয়াছে, তাহারাই সভ্য নহে। সত্য হইতে হইলে মনকেও সভ্য করিতে হয়। তাহা সম্ভব হয় অত্যুচ্চ অভ্যুন্নত মহৎ চিন্তাকে মানুষের মনে প্রবেশিত করিয়া দিয়া। কোনও প্রকারেই মানুষকে তাহার আদিম কালের বর্ব্বরতার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দিতে পার না।

তোমরা নিজ নিজ উপাসনা প্রাণভরা আবেগ লইয়া করিও। কখনও ভগবানের নামে অবিশ্বাস করিও না। নামের ভিতরে যে জীবনের পরমা শান্তি নিহিত, এই কথা নিমিষের তরেও ভুলিও না। তোমাদের সাধনানুরাগ যেন তোমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্তির অমিয়রসে নিমজ্জমান করে, তোমাদের শান্ত সুন্দর সাধনোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিয়া যেন দশজনের মনে সাধন করিয়া শান্তি লাভ করিতে আগ্রহ আসে। ধর্ম্মকে কখনও লোকদেখান জিনিষে পরিণত করিও না, কিন্তু সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার সুযোগ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিবে। সমবেত উপাসনা যখন দশজনকে লইয়া, তখন তাহাতে কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বর আংশিক ভাবে আবশ্যক হইতে পারে। যতটুকু তাহা প্রয়োজন, তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে অযথা হট্টগোলে পরিণত হইতে দিও না।

তোমাদের প্রায় প্রতিজনের ভিতরেই আমি বিপুল প্রাণের

লক্ষণ দেখিয়াছি। তোমরা অনেক-কিছু জগতে করিতে পার, যাহার বিষয়ে এখন কেহ কল্পনাই করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু কেহ আদর করিয়া তোমাদের ডাকিয়া কখনো বলে নাই যে, তোমাদের শক্তি কত অফুরন্ত, তোমাদের সামর্থ্য কি অপরিসীম।—আমি তোমাদের আত্মবিস্মৃতি দূর করিতে চাহি।

কেহ কেহ আগেকার দিনের অর্থহীন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদের উপরে বিরক্ত হইও না। তাহাদিগকে নব-জীবনের বাণী বারংবার শুনাইতে থাক। শুনিতে শুনিতে তাহাদের মনের স্থবিরতা দূর হইবে, জীবন নূতন তারুণ্যে হাসিতে সুরু করিবে। কাহাকেও বর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিও না।

আমি যাহা তোমাকে একখানা ব্যক্তিগত পত্রে লিখিতেছি, তাহা তোমাদের সকলেরই জন্য লিখিতেছি। ইহা হইতে তোমরা সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় হিতবাণী বাছিয়া লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ বারাণসী

৯ই আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আজই প্রাতে আটটায় বারাণসী হইতে কলিকাতা পৌছিয়াছি। সমস্ত দিন ছুটাছুটির বিরাম নাই। আজ সন্ধ্যার পরেই ধানবাদ রওনা হইব। পুপুন্কী আশ্রমে অফুরন্ত কাজ। মঙ্গল-বাঁধের জল-নিকাশের পৈন তৈরী করিতে হইবে। গাঁথিতে হইবে ইটের পর ইট, মিশাইতে হইবে চুণ-বালি-মশলা, টানিতে হইবে বালতি-বোঝাই জল, ভিজাইতে হইবে স্তূপের পর স্তূপ ইট। মজুর খাটিবে আর কাজ করিবে, কথাটা বড় অকুলীন। টাকায় কুলাইলে মজুর খাটাইব, কুলাউক আর না কুলাউক, নিজে আবশ্যই খাটিব,—ইহাই সম্ভ্রান্ত প্রস্তাব। পয়সার বিনিময়ে যাহারা শ্রম করে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাজ করিলে তাহাদের সহিত একটা একাত্মতা, এক প্রকারের আত্মীয়তা সৃষ্ট হইয়া যায়। ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য-জীবনে ইহা এক পরম গৌরবের বস্তু। এক কাজে যাহারা থাকে, তাহাদের মধ্যে সমমর্ম্মিতা, সমধর্ম্মিতাও আসিয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে লইয়া এক হইয়া যাওয়ার ভিতরে অশেষ সুখ।

লুসাই পাহাড়ের খ্রীষ্টান মিশনারীদের দেখিয়া তুমি যেন একটু ভয় পাইয়া গিয়াছ, মনে হইল। ভয় বিদ্বেষ হইতে আসে, বিদ্বেষও ভয় হইতে আসে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা কেহ কেহ পরম প্রেমের প্রেরণায় জনসমাজে কাজ করেন। কেহ কেহ ইহার ব্যতিক্রমস্থল। তোমরা খ্রীষ্টদেবকে ভক্তি করিও, খ্রীষ্টানদেরও আপন জ্ঞান করিও, পাদ্রীদিগকে সহকর্ম্মী মনে করিও। স্থানীয় অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছ, তাহা সত্ত্বেও ভগবান্ যীশুকে আমরা নিশ্চয়ই ভালবাসিতে পারি। অবতার ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি সাধারণ লোক, সকলকেই আমরা ভালবাসিতে পারি। ভালবাসিতে না পারাটা এক প্রকারের মানসিক পক্ষাঘাত। অপক্ষপাতে আমরা সকলকে ভালবাসিব, ইহাই আমাদের পণ হউক।

রিয়াং বেচারীরা লুসাই পাদ্রীদের প্ররোচনায় ভুলিয়া দলে দলে খ্রীষ্টান হইতেছে। কথাটা বড় দুঃখের সহিত লিখিয়াছ। কিন্তু রিয়াংরা সভ্যতার যে স্তরে বাস করিতেছে, তাহাতে প্ররোচনা ব্যতীত অন্য কোন্ আকর্ষণ ইহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিতে সমর্থ? ইহারা কি আদর্শের বাণী বোঝে? ইহারা কি উন্নত চিন্তার প্রভাব গ্রহণে সক্ষম? ভয় বা প্রলোভন, এই দুইটীর একটী উত্তেজনা ছাড়া ইহাদের ধর্ম্ম-চেতনার প্রকাশ্য বা প্রকট কারণ আর কি থাকা সম্ভব? তোমাদের স্বধর্ম্মীদের

সংস্পর্শে ইহারা কিছু কিছু আসিয়াছে কিন্তু মনসা, শীতলা আর কালীপূজা ছাড়া ইহারা আর কি বিশেষ কিছু গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? কলেরার ভয়ে কালীপূজা করা, বসন্তের ভয়ে শীতলার আরাধনা করা আর সর্পাঘাতের ভয়ে মনসার পূজা করা কি প্রকৃত ধর্ম্মভাব বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য? তোমাদের স্বধর্ম্মীদের সংস্পর্শে যে রিয়াংরা আসিয়াছে, তাহারা তোমাদের ছুৎমার্গ আর শুচিবায়ু দেখিয়া দেখিয়া হয় দূরে সারিয়া গিয়াছে, নয় ত' তোমাদের ধর্ম্মের উচ্চাদর্শের সহিত একেবারেই অপরিচিত রহিয়া গিয়া শুধু উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্মগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছে। হিন্দু হইয়াও ইহারা সত্য সত্য মানবরূপী দেবতা হইতে চাহিয়াছে কয় জনে?

সুতরাং পাদ্রিদিগের দিকে দোষদৃষ্টিতে তাকাইও না। তাঁহারা দোষণীর উপায় কিছু অবলম্বন করিয়া থাকিলেও তাহা তোমাদের অনুকরণীয় হইবে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পরের দোষ দেখিয়া কি লাভ হইবে বাবা, তোমার আমার মধ্যেই ত' দোষের অন্ত নাই। এই রিয়াং, কাইফেং, লালং, মিকিরের ভিতরে তোমাকে আমাকে অবশ্যই প্রবেশ করিতে হইবে,—তবে তাহা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নহে। অর্থবলে বলীয়ান এই পাদ্রীরা সংঘবলেও অতুলন। তোমাদের অর্থ নাই, তবু তাঁহাদের অন্য সম্পদের অনুসন্ধান করিতে

পার, অন্য সদ্‌গুণের অনুকরণ করিতে পার। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্যের মত ভগবান যীশুও সমগ্র জগতের এবং অনাগত অখণ্ড কালের। যীশুর সহিত তোমাদের কোনও কলহ নাই।

তোমার ভিতরে যে পার্ব্বত্য চেতনা জাগিয়াছে, তাহা তুমি সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দাও। তোমার সনাতনী জীর্ণ সমাজ যে সময়ে নিজের ঘরের ছেলে-মেয়েকে বহিষ্কার করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছে, সেই সময়ে উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা দ্বারা শত শত অজ্ঞাত দেশের অপরিচিত নরনারী বংশানুক্রমে তোমাদের পরম আত্মীয় হইয়া তোমাদের বুকে আসিয়া মাথা রাখিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম,
১১ই আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আজ সারাদিন মঙ্গলবাঁধের পৈন গাঁথিবার কাজে খাটিয়াছি,

মাত্র একটার সময়ে আশ্রমে একবার খাইতে আসিয়াছিলাম। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পেট্রোম্যাক্স্ জ্বালাইয়া কাজ চলিয়াছে। কয়েক মাইল দূরে ভারত সরকারের এক নূতন লোহার কারখানা তৈরী হইতেছে, নূতন লৌহনগরী নির্ম্মাণের কাজে দেশের সকল শ্রমজীবী আর সকল রাজমিস্ত্রী গিয়াছে চলিয়া। আমাদের ক্ষুদ্র আশ্রমটুকুর কাজ কি করিয়া হইবে, যদি নিজেরা না খাটি? পুপুন্‌কীর মাটীতে প্রত্যেকটী ধূলিকণায় আমার পরিশ্রমের স্বাক্ষর রহিয়াছে, মঙ্গল-বাঁধে থাকিবে না?

হাকিম মাহাতরা কয়েক জন আলকুশা হইতে আসিয়াছিল গুরুদেবের চরণ দর্শন করিতে। তাহারা আমাকে শ্রমরত দেখিয়া নিজেরাও কাজে হাত লাগাইল। রাত্রি এগারটার সময় পেট্রোম্যাক্স্ বাতি বিগড়াইল, কাজও বন্ধ হইল। তাহাদের অনেক বলিলাম, রাত্রে আশ্রমে থাকিতে যাইতে। তাহারা রাজি হইল না। বলিলাম, তবে আহার করিয়া যা। বলিল, ঘরেও ত' বাবা আপনারই প্রসাদ তৈরী হইয়া আছে। ছেলেগুলির শ্রম, বিনয় ও বিবেচনা আমাকে মুগ্ধ করিল। ঠিক এই জিনিষটী এদেশে এখনো দেখা যায় নাই। আজকাল অখণ্ড-নামের প্রতাপে একটু একটু করিয়া মানুষের রূপান্তর হইতেছে। বত্রিশটা বৎসর ধরিয়া এই দেশটাতে ধীরে ধীরে যে একটা অন্তঃসলিলা বিপ্লবধারা বহিয়া চলিতেছে, তাহার

ইতিহাস হয়ত কখনই লিখিত হইবে না। শাকসব্জি, তরিতরকারী উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া ব্রহ্ম-নামের সাধন করিবার দিব্য প্রেরণা আমি ইহাদিগকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা কহি নাই, অনেক সভা-সমিতি করি নাই। আড়ম্বর-জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে গোটা চারি পাঁচ চিত্র-প্রদর্শনী করিয়াছি আর বিনা শুল্কে চিত্রগুলি দেখিয়া যাইবার জন্য হাজার হাজার প্রচারপত্র দেশের আনাচে কানাচে বিতরণ করিয়াছি। আসল কাজ আমি করিয়াছি ত' গাইত চালাইয়া, কোদাল মারিয়া, শাবল ধরিয়া শক্ত মৃত্তিকার দম্ভ ঘুচাইতে ঘুচাইতে। অনগ্রসর অবহেলিত এই অঞ্চলে শুধু বাগ্-বাহুল্যে কাজ হইবেই বা কেন?

এতকাল ইহাদের মধ্যে দরদ দেখি নাই। আজ হাকিম মাহাতোদের মতন ছেলেদের মধ্যে দরদের উন্মেষ হইয়াছে। এই জিনিষটা তোমাদের মধ্যে কেন আসিতেছে না? প্রতিস্থানে কেন তোমাদের মধ্যে এই প্রেরণা জাগিতেছে না যে, প্রত্যেককে সপ্তাহে একটী দিন করিয়া হইলেও আদর্শের প্রচারে, ভগবানের সেবায়, প্রভুর কাজে লাগাইতে হইবে? তোমরা দলে দলে সংখ্যায় বাড়িতেছ,—স্নেহে, প্রেমে, দরদে,

ভালবাসায় তোমাদের বৃদ্ধি কেন দেখিতে পাইতেছি না? বিষয়টা চিন্তা করিয়াছ কি বাবা?

রত্রি সাড়ে বারোটায় বসিয়া চিঠিখানা লিখিতেছি কারণ কাল প্রাতে ধানবাদে জীবন চিঠি ডাকে দিতে যাইবে, আর যাইবে কলিকাতায় কিছু টাকা দিয়া আসিতে। ভোরে উঠিয়াই আমাকে আবার কর্ণি ধরিতে হইবে। চুণ-মশলা ভিজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। ঘুম হইতে উঠিয়া অন্য কাজে সময় নষ্ট করিতে পারিব না। তোমার নানা কথা লেখা পত্রখানাও পাইলাম আজই।

ভাবিয়া দেখ বাবা, দীক্ষা নিয়াছ, তবু অন্তরে প্রেম আসে না কেন? দীক্ষা ত' নবজন্ম! দীক্ষা ত' জীবন-ধারণার রূপান্তর! দীক্ষা ত' অন্তরের চিরপুরাতন সকল সংস্কারের নব রূপায়ন! দীক্ষা হইল, তবু প্রেমিক হইলে না। বল, কেন ইহা হইল?

প্রেমস্বরূপের নাম-সাধনা ছাড়া কেবল intellectual horse race (বুদ্ধির ঘোড়দৌড়)-এ প্রেম আসে না। সদ্গ্রন্থ পড় কিন্তু নাম-সাধন কর না, তাই গ্রন্থনিচয়ের অন্তর্নিহিত সত্য তোমাদের জীবনে অপরূপ মাধুরীতে বিকশিত, রূপায়িত, প্রতিফলিত হইয়া উঠে না। তাই বলি বাবা, যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিতণ্ডা কমাইয়া দিয়া এক মনে এক প্রাণে কিছু দিন সাধন কর। সাধন করিতে করিতে প্রেম-পারাবারের অতল তলে

নামিয়া যাও। সাধনের বলে ব্যক্তিত্বের অহমিকাকে ঈশ্বর-প্রীতিমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগের বেদীমূলে বলি দিতে সমর্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

পুপুন্কী আশ্রম,
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি ও সংহিতা স্নানাহার সারিয়া বসিয়া আছি। জরুরী প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতে হইবে। ধানবাদ হইতে এখনও ট্যাক্সিটা আসিয়া পৌছে নাই। এই ফাঁকে বসিয়া পত্রখানা লিখিলাম। আশা করি, সময় মত পাইয়া যাইবে।

মঙ্গলবাঁধ আমাদের আর্থিক সামর্থ্যের তুলনায় অতি বিরাট জলাশয় হইয়াছে। এবার তাহার জলধারণের স্থান এতটা বাড়িল যে, ইহার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার মনে আশঙ্কা আসিয়াছে। তাই জল বিপুল ভাবে নিকাশ করিয়া দেওয়ার

ব্যবস্থায় এই কয়টা দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া পরিশ্রম করিলাম। বলা যায় না, কলিকাতা পৌছিতে না পৌছিতে হয়ত সংবাদ পাইব, বিভ্রাট একটা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। বড় সাফল্যের বড় বিপত্তি। একটা-কিছু দুঃসংবাদের জন্য তৈরী হইয়াই আশ্রমটা ছাড়িতে হইল। কলিকাতায় এমনই কাজের গুরুত্ব যে, থাকা গেল না। অথচ আবার দুদিন পরেই এখানে আসিতে হইবে।

এমন বাস্ততার মধ্যে তোমাদের প্রতিজনের প্রত্যেকখানা পত্রের কেন জবাব দেই না, ইহা নিয়া কি বাবা এত অভিমান করিতে আছে? আমিও ত' সঙ্গত ভাবেই অভিমান করিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে ব্যক্তি-চেতনার খর্ব্বতাসাধন হইতেছে না, তোমরা নিজেদিগকে লইয়াই প্রতিজনে ব্যস্ত-বিব্রত রহিয়াছ, জগতের দশজনের কথা তোমাদের মনে জাগিতেছে না। সাময়িক প্রয়োজনকেই তোমরা পরম ও চরম জ্ঞান করিয়া শাশ্বত প্রয়োজনের দাবীর প্রতি অন্ধ হইয়া রহিয়াছ। বল, আমি ইহার জন্য তোমাদের প্রতি অভিমান করিতে পারি কিনা?

আরও এক কথা। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সময়কে কাজে লাগাইতে হইবে, এই পণ তোমাদের মধ্যে আসিতেছে না। যতটুকু

করিতেছ কাজ, বিশ্রাম বা আরাম তাহার চাইতে তোমরা অনেক অধিক দাবী করিতেছ। যতটুকু করিতেছ সাধনা, তাহার দশগুণ বিশগুণ সিদ্ধি তোমরা পাইতে চাহ। এই যে সহজেই সব কিছু হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা, তাহা তোমাদের কোনও কালেই কোন হিত-সাধন করিবে না। তাই বলি, তোমরা কঠিন দুঃখের জন্য, কঠোর সাধনার জন্য, দুর্দ্দান্ত তপস্যার জন্য প্রস্তুত হও। ফাঁকতালে কাজ সারিয়া নিবার বুদ্ধি কি তোমাদের সাজে, যাহাদের উপরে আশা করিয়া আছে জগতের অগণিত অনাগত মানবকুল?

সর্ব্বত্র তোমরা সহজে কেল্লা ফতে করিতে চাহ, এই জন্যই সর্ব্বত্র তোমরা সহজেই পরাভূত হও। দুর্গম অরণ্যে প্রবেশের চেষ্টা নাই, নরমাংসাশী মানবকুলের সমাজে গিয়া আত্মীয়তা স্থাপনের দুঃসাহস নাই, যেখানে সহজে কাজ করিবার সুযোগ মিলিল, সেখানেই গিয়া ঘর বাঁধিলে, জমি তৈরী করিলে। যত সহজে কিস্তিমাৎ করিয়াছ, মানুষের ঈর্ষ্যা জন্মিবে তত সহজে, দলবদ্ধ বিরুদ্ধতার মুখে তোমাদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে দুইটী দিনে। পৃথিবী খুঁজিয়া বাহির কর, সবচেয়ে দুরধিগম্য স্থান কোথায়। একবার গিয়া যেন ইচ্ছা করিলেও ফিরিয়া আশা না যায়। জুলিয়াস সীজার

ইংলণ্ডের উপকূলে নামিয়া সঙ্গে সঙ্গে সবগুলি জাহাজ দগ্ধ করিলেন, উদ্দেশ্য তাঁর সৈন্যদল যেন বিঘ্ন দেখিয়া আবার রোমে ফিরিয়া যাইবার উপায় না পায়। এইরূপ পৌরুষকে তোমরা আশ্রয় কর। ছল-চাতুরী-কৌশল নহে, দৃপ্ত পুরুষকারকে তোমরা আশ্রয় কর। পলায়ন নহে, যুদ্ধ দিয়া নিশ্চিহ্ন হইবার সঙ্কল্প কর। ইতিহাস কাপুরুষকে ক্ষমা করে না, চিত্ত-দুর্ব্বল অস্থির-মতি নিত্যচঞ্চলকেও নহে। সঙ্কল্পে দৃঢ় হও, মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া জয়োল্লাসের আস্বাদ লও।

প্রেমবলে বলীয়ান্ হইয়া তোমরা জীবনের উন্নতিবাধক রিপুগুলিকে বিনাশ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গোটা পৃথিবীটা জুড়িয়াই কলির প্রতাপ চলিয়াছে। রাজা

প্রজা সকলেই চুরি করিয়া ধরা না পড়াকে বাহাদুরী এবং চুরির ফলে লব্ধ বস্তুকে অপার্থিব সার বলিয়া মনে করিতেছে। যে যত অধিক প্রবঞ্চনা করিতে সমর্থ, সে নিজেকে তত বিজ্ঞ মনে করিতেছে। এমন অবস্থায় সততা রাখিয়া কাজ করা সত্যই শক্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তোমাকে সততারই অনুশীলন করিতে হইবে, অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিবার অভ্যাস বর্জ্জন করিতে হইতে।

আমরা নিজের লোককে কি কখনও প্রতারণা করি? করি না। নিজের লোককে প্রতারণা করা আর নিজেকে প্রতারণা করা এক কথা। তাই করি না। আমরা যদি দেশ-জোড়া সকল লোককে আপনার-জন বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে এক জনকেও প্রতারণা করা আমাদের সাধ্য হয় না। তাই এস, চারিদিকের প্রেততাণ্ডবের মধ্যেও সকলকে ভালবাসিবারই সাধনা আমরা করি। ভালবাসিলাম না বলিয়াই ত' আমরা চাউলের মধ্যে কাঁকর মিশাইলাম, ঘৃতের মধ্যে চর্ব্বি ভেজাল দিলাম, আটার মধ্যে তেঁতুল বীজের গুঁড়া ঢালিলাম। ভালবাসিলাম না বলিয়াই আমরা দলের স্বার্থের কাছে দেশের কল্যাণকে বলি দেই, ক্ষণস্থায়ী যশের লোভে চিরস্থায়ী কলঙ্ককে যাচিয়া লই, মুখে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে

ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, নিজেদের কর্ত্তৃত্ব-নেতৃত্ব স্বৈরশাসনকে মূর্খ ও অন্ধ জনগণের উপরে চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমরা তাহাদের শোষণ করিতে আসি নাই, আসিয়াছি উদ্ধার করিতে। ভালবাসিলাম না বলিয়াই উৎপীড়িতকে আমরা স্তোকবাক্যে বিগলিত করিতে চাহি, উৎপীড়ককে প্রশ্রয় দিয়া তাহার অন্যায়কে লোকচক্ষের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করি, সত্য প্রকাশ পাইবে আশঙ্কায় দরিদ্রের আর্ত্তনাদকে আত্ম-প্রচারের ঢক্কানিনাদে ডুবাইয়া দেই, সূর্য্যাস্তকে আমরা সূর্য্যোদয় বলিয়া অভিনন্দন করি, স্বদেশের স্বজাতির প্রকৃত ইতিহাসকে আমরা বিকৃত করিয়া নিজেদিগকে ধিক্কৃত করি। যত কিছু দুর্দৈন্য আমাদের চরিত্রকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে, সব কিছুর মূল ঐ প্রেমের অভাব।

তোমরা জীবে জীবে প্রেমের অনুশীলন বাড়াইবার জন্য আগ্রহী হইয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দীক্ষা নিবার পরেও সাধনে অমনোযোগী থাকা খুব লাভজনক ব্যাপার নহে। সাধন না করার দরুণ তোমাদের মধ্যে অনেক সম্ভাব্য সদ্‌গুণ প্রকাশ পাইতে চাহিয়াও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। তুমি যে কতখানি সদ্‌গুণের আধার, তাহা সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নাই বলিয়াই নিজেকে একান্তই আস্তাকুড়ের জিনিষ বলিয়া ভ্রম করিতে পারিতেছ এবং তাহারই জন্য তোমার সাধনে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে না। সাধন কর এবং ভিতরের শক্তিকে প্রকটিত, বিকশিত, বিস্তারিত করিয়া তোল। তোমার অতিশয় সহজ-সম্ভাব্য সদ্‌গুণগুলিও তোমার আশে পাশে উকিঝুঁকি মারিয়াই চলিয়া যাইতেছে, স্থায়ী হইতেছে না, কেবল তোমার সাধনে অনুরাগ নাই বলিয়া। বিনা সাধনে কাহারও ভিতরে শক্তি জাগে না। ভাল করিয়া গুছাইয়া দশজনের মনোজ্ঞ করিয়া কথা বলিতে পারাকেই তোমরা সাধারণতঃ শক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাক।

কথার পালোয়ান জগতে কতই আছে, কিন্তু আসল শক্তিধরই বিরল। বাগ্‌জাল বিস্তারকেই তোমরা শক্তির পরিচয় বলিয়া মনে কর, কিন্তু প্রকৃত শক্তির প্রকৃতি অন্যরূপ। সেই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার কাজে তোমাদের অবহিত হইতে হইবে। সাধনই সেই পরমবলাবহ কাজ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অন্তরের সকল শুদ্ধ কামনা মঙ্গলময় পূরণ করুন।

হরিনাম করিয়া ভুবনময় আনন্দ পরিবেশন করা সত্যই পুণ্য কাজ। আমার প্রেরিত কর্ম্মীটীর সহিত মৃদঙ্গবাদন করিয়া তুমি সেই পুণ্যকে দিয়াছ সহযোগ। তোমারও পুণ্য কম নহে। শুদ্ধ ভাবে নাম-কীর্ত্তনের ও সমবেত উপাসনার সুর শিখিয়া

অন্যকে তাহা শিখান বড়ই মহৎ কাজ। ইহার মধ্যে যদি না থাকে কোন গুপ্ত স্বার্থসাধনের লিপ্সা, তবে জানিও, ইহার মতন ভাল কাজ আর কিছু হইতে পারে না। কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কেহ কিছু নিয়া যদি এই পুণ্য কাজ করে, তবে আমি তাহাকেও নিন্দা করি না। তবে এই গ্রহণটা কোনও সৎপ্রতিষ্ঠানের কাছে হওয়াই ভাল, সকলের কাছে নহে। জনে জনের কাছে হাত পাতিতে গেলে মন ছোট হইয়া যায়, লোভ বাড়ে, ধন-পিপাসা মনকে বেড়িয়া ধরে। তোমাকে আমি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না কিন্তু তুমি আমার প্রেরিত কর্ম্মীটীর সহিত কাজ করিয়া আমার আপন হইয়াছ। তাই তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, ভগবানের নাম প্রচারকার্য্য হইতে সকল প্রকার আর্থিক সংস্রবকে দূরে রাখিতে চেষ্টা পাইও। তাহা হইলে লোকের ভিতরে কাজ বেশী করিতে পারিবে। যাচ্ঞার মতন হীনতা আর কিছুতে নাই।

আর্থিক সংস্রব মনকে অনেক সময়েই মলিন করে বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যেরা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, অর্থমনর্থম্। জগতে অর্থের প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে যে পারে, তাহার অর্থের দ্বারা জগতের হিত হয়, আধ্যাত্মিক কুশলও হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু অর্থাগম আস্তে

আস্তে মানুষকে পিশাচ করিয়া ছাড়ে। সামান্য পাইয়া আরও একটু বেশী পাইবার লোভ যায়, বেশী পাইয়া আরও বেশী পাইবার জন্য প্রাণে আকূতি জন্মে। এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে অর্থলোভ সীমা ছাড়াইয়া যায়। সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় বলিয়াই অর্থের জন্য এত দুর্নিবার লোভ। এই কারণেই সাধুরা সঞ্চয়কেও পাপ বলিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সঞ্চয়কে তেমন করিয়া নিন্দা করা হয় না, কারণ অনেক সৎকাজই আজকাল প্রভূত-অর্থ-সাপেক্ষ ব্যাপার। সঞ্চয় না করিতে শিখিলে সৎকাজ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ অনেকের পক্ষেই সংগ্রহ করা কঠিন। এই কারণে অনেক নিষ্কিঞ্চন সাধুও সদুদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সঞ্চয়ের স্বাভাবিক দোষগুলির দ্বারা অভিভূতও হইয়া যান। আমার মতে, ভিক্ষার দ্বারা যিনি জীবিকা সংস্থান করেন না, তিনি দরকার হইলে সঞ্চয় করিলে তাহা দোষাবহ নাও হইতে পারে। কিন্তু ভিক্ষাই যাঁহার জীবিকা, তাঁহার পক্ষে সঞ্চয় নিশ্চয়ই অপরাধ। জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষাকে যে আধ্যাত্মিক কৌলীন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার দরুণই ভিক্ষোপজীবীর পক্ষে সঞ্চয় দোষাবহ ব্যাপার।

তুমি এতদিন স্থানে স্থানে যাইয়া ভগবানের নামপ্রচার করিয়াছ। ইহাতে অনেক লোকের মনে ভগবদ্‌ভক্তি বৃদ্ধি

পাইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তোমার নিজের ভক্তি বাড়িয়াছে কিনা, তাহা তোমাকে হিসাব করিয়া বাহির করিতে হইবে। ভক্তি যখন বাড়ে, তখন অহমিকা কমে, লোভ, লালসা ও পাপপ্রবৃত্তি কমে, অন্যের অহিতাকাঙ্ক্ষা দমিত হয়, পরের উপকারের মধ্য দিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করিবার জন্য নিঃস্বার্থ প্রেরণা জাগে। এই সকল লক্ষণ দিয়া নিজেকে মিলাইয়া লও। যদি দেখিতে পাও যে, এই সকল অবস্থা তোমাতে আসিয়াছে, তাহা হইলে মনে মনে জানিয়া নিও যে, লোকের মধ্যে ভগবানের নামপ্রচার করিতে যাওয়া তোমার সার্থকই হইয়াছে। নতুবা ইহা একপ্রকার পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিজের ভিতরে অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইলে দমিয়া যাইও না; ভগবানের শরণাপন্ন হইও, যেন তিনি তোমার অপূর্ণতা দূর করেন।

তোমার পত্রের বিনয়ে আমি অভিভূত হইয়াছি। তবে ইহা তোমার যেন আন্তরিক বিনয় হয়। অনেক সময়ে আমরা মুখের ভাষায় খুব সুন্দর সুন্দর বচন রচিয়া থাকি, যাহার সহিত নিজেদের চিন্তাবস্থার কোনও যোগাযোগই নাই। ভাল ভাল কথা বলিবার ও শুনিবার অভ্যাস হইতে এই জাতীয় বচনচাতুরী আমাদের আসিয়া থাকে। অন্যের বিনয় দর্শনে যেন আমরা তাহার অন্তরের বিনয়কেই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি, তাহার মুখের ভাষাটুকুকেই নহে।

এস আমরা নিয়ত ভগবানের চরণে প্রার্থনা প্রেরণ করি,—"হে ভগবান, জগতের প্রতিটি প্রাণীর সহিত আমাদের আপনত্বের সম্বন্ধ উপলব্ধ হউক, আমরা যেন কাহারও কাছ হইতে দূরে না থাকি, কাহারও যেন পর হইয়া না রহি। পর হইয়া থাকার মধ্যে যে কত দুঃখ, তাহা তুমি আমাদের বুঝাইয়া দাও আর পাওয়াইয়া দাও সেই অনির্ব্বচনীয় দিব্য সুখের আস্বাদন, যাহা সকলকে আপন করিবার মধ্য দিয়াই আসে।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজিনীষু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা সংসারে কাহাকেও না কাহাকে দিতেই হয়। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহাকেই যাহা দাও, তাহাই যদি তাহারই মধ্য দিয়া ভগবানে প্রসারিত

ও প্রবাহিত হইয়া যায়, তবে এই স্নেহ-ভালবাসা আদি আর মনোধর্ম্মের অপবাদ পায় না, জীবনকে সীমাবদ্ধতায় আটক করিয়াও ধরে না। নামে মনঃপ্রাণ ডুবাইয়া রাখিয়া সংসারের স্বাভাবিক কর্ত্তব্যগুলি অকুণ্ঠিত ভাবে পালন করিয়া যাও আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাই খেয়ালে রাখ যে, এই ক্ষুদ্র সংসার বৃহত্তর সংসারেরই ভূমিকা মাত্র। ক্ষুদ্র সংসারটুকুই তোমার জীবনের শেষ কথা নহে। সংসারের প্রতিজনকে ভালবাসিয়াও, প্রতিজনকে তাহাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য দিয়াও, তোমাকে ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। সন্তান-স্নেহের মধ্য দিয়াও ভগবানেই গিয়া পৌঁছিতে হইবে, পতি-প্রেমের মধ্য দিয়াও ঐ একটী মাত্রই গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। দয়া-মায়া-মমতার অনুশীলনের মধ্য দিয়া, এমন কি ভিখারীকে এক মুষ্টি চাউল দিবার কালেও, ইহাই ভাবিতে হইবে যে, তোমার সকল সমর্পণ ঐ একটী স্থানেই যাইয়া পৌঁছিতেছে। গুরুজনদের দাবী সেবা আর আনুগত্য, স্বামীর দাবী সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ,—এ সবার ভিতর দিয়াও সেই পরমপ্রেমাধার শ্রীভগবানেই তোমার অভিযান। একথা নিমেষের তরেও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যতই সঙ্কটে পড়িয়া থাক না কেন, ভগবানকে ভুলিও না। বরং মনে রাখিও যে, সঙ্কটকালে ভগবানের নামই পরমাশ্রয়। সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তোমার জীবন ভগবানেরই সেবার জন্য। সুতরাং সঙ্কটে আর সম্পদে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যই হইল ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া যাওয়া। সংসারের সহস্র কাজ ভগবানের তৃপ্তি-তুষ্টির জন্য করিয়া যাইতেছ বলিয়া মনে রাখিও। ভক্তিযোগে ভগবানের নামসেবন করিও আর কর্ম্মযোগে তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে সর্ব্ববিধ অধ্যবসায়কে পরিচালিত করিও। চতুর্দ্দিকে বিমর্ষ ও উন্মনা যাহাদের দেখিতেছ, ইহারা অনেকেই ভগবানকে ডাকিতে জানে না বলিয়া নিজেদের জীবনের অতি সাধারণ সমস্যাকেও অসাধারণত্ব দিয়া দুঃখে ধুকিয়া মরিতেছে। ইহাদের পরিত্রাণের জন্য ইহাদের মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাও তোমার পরম কর্ত্তব্য। তোমার চেষ্টায় যদি একটী অসাধকও

সাধনে রুচিসম্পন্ন হয়, তবে জানিবে, ইহা তোমার জীবনের এক মহতী কীর্ত্তি। অবশ্য, মানুষকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিবার নাম করিয়া তাহাদিগকে নিত্য নূতন অন্ধ কুসংস্কারের দাসত্বে আনিয়া বাঁধার আয়োজন যেন তোমার দ্বারা না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম,

২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাহারও বাড়ীতে বা ব্যবসায়ে চাকুরী করিতে গিয়া ইহা কখনো আশা করিও না যে তুমি সদ্ব্যবহার পাইবেই পাইবে। হয়ত অনেক স্থানে সদ্ব্যবহার পাইবারই সম্ভাবনা শত-করা আশি ভাগ, তবু সেখানে বিপরীত ব্যাপারের জন্যই তৈরী হইয়া থাকিও এবং নিজের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব না করিয়া যতটা উৎপীড়ন সহ্য করা যায়, তাহা অকুণ্ঠিত প্রাণে সহ্য করিও। তাহা না হইলে তোমার যাহা আয়ত্ত করিবার দরকার, তাহা

অধিগত করিতে পারিবে না। কচ দৈত্যগুরুর গৃহে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়া বারংবার প্রাণহানিকর অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হন নাই, নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াও আসল কাজটা হাসিল করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। ফল হইল এই যে, তিনি যাহা চাহিতে ছিলেন, পরম দুর্ল্লভ হইলেও তাহা পাইলেন। ইহা হইতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিও। তোমাকে যে অশেষ উৎপীড়ন ও অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিয়া চাকুরীর স্থানটী ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াইতে পারিবার মতন যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার আগ পর্য্যন্ত তোমাদের মতন বেকারদের দুঃখ সহ্য করা ব্যতীত গত্যন্তর কি? মনিবশ্রেণীর অন্যায়কে দমন করিবার জন্য আধুনিক সভ্যতা যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা কেবল সেই স্থানেই ফলপ্রসূ, যেখানে বহু কর্ম্মচারী খাটে এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন গড়িয়া তুলিয়াছে। একক একটা লোক যেখানে মনিবের কাজে খাটে, সেখানে তাহার সেই সামর্থ্য কোথায়? তাই যেখানেই তোমাকে চাকুরী করিতে যখনই যাইতে হউক, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে যেন অশেষ অসুবিধার মধ্য দিয়াও তুমি তোমার যোগ্যতাকে বাড়াইয়া তুলিতে পার। একটা কথা খুব বিশ্বাস

করিও যে, যোগ্যতা যাহার আছে, তাহার পক্ষে কেবলই অনাহারে দিন কাটাইতে হয় না। যোগ্যতা সঞ্চয় না করিয়া চাকুরি করিতে গেলে বা চাকুরি করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের যোগ্যতা ক্রমশঃ বাড়াইতে না পারিলে কে কবে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? দেশের শাসন-ব্যবস্থায় শত ত্রুটি থাকিতে পারে, মনিবদের অশেষ দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার যদি যোগ্যতা না থাকে, তবে এই সকল সংশোধিত হইলেও তোমার কি লাভ হইবে? বাধা আছে বলিয়াই ত' তোমার তাহা ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তোমার যোগ্যতা থাকিলে তাহা তুমি পারিবে।

তোমার পত্রে তুমি দুঃখ করিয়াছ যে, চাকুরি ছাড়িয়া দেশে আসিয়া সমাজের মঙ্গল-কাজে আত্মদান করিতে গিয়া দেখিলে যে এখানেও শান্তি নাই, তোমার নির্ব্বিরোধ সমাজ-মিত্রতার শত্রু হইল কিনা তোমারই আপনার-জনদেরই কাহারও কাহারও মনের তীব্র ভাব ও চিত্তের তির্য্যক্ গতি। তোমার কথা আমি বুঝিয়াছি। জগৎ ভরিয়াই ইহা হইতেছে। ইহা দেখিয়া বিচলিত হইলে চলিবে না। এই সকল সত্ত্বেও তোমাকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। মনে রাখিও, সাফল্যই কর্ম্মযোগীর কাছে বড় কথা নহে, অবিরাম, অবিশ্রাম অনলস প্রযত্নে নিরুদ্বেগ চিত্তে সকল বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া সকল

আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বিরুদ্ধতা, হাসি-ঠাট্টা-টিটিকারী অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে বড় কথা। তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া যাও। তোমার আপনার-জনদের মধ্যে যদি দেখ কপটতা, তাহা হইলে বাহিরের লোকদের মধ্যে গিয়া কাজ কর। কপটতা আসে যশোলোভ হইতে। যাহারা এতই দীন যে নামযশের লোভ করিতে সাহসও পায় না, কাজ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়। যাহারা দেশে ও সমাজে অবজ্ঞাত, তাহাদের মধ্যে কাজ সুরু কর। কাহারও উপরে ক্রোধ, অভিমান, অনুযোগ, বিদ্বেষ না রাখিয়া নিজের মনে একাকীই কাজ করিয়া যাও। তোমার কাজই তোমার ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রকে তৈরী করিয়া দিবে।

পুপুন্‌কীতে মঙ্গলবাঁধ মেরামতের জন্য কি কি ব্যবস্থা করা দরকার, তাহার আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত আছি। কিন্তু কয়টা দিন ধরিয়া এমনই বৃষ্টি চলিতেছে যে, কি বলিব। বৃষ্টির দরুণ বাহিরের শ্রমিকদের আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকল কাজ স্থগিতপ্রায় হইয়া আছে। সবাই পরিষ্কার আকাশের আশায় দিন গণিতেছে। তবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যেটুকু কাজ করা যায়, তাহাতে আমাদের নিজেদের বিরাম নাই। তাই বেশী ব্যস্ত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী আশ্রম,
২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবনটাকে প্রেমের সাধন করিয়া লও। জীবনটা না থাকিলে কিসের সহায়তায় প্রেমানুশীলন করিবে? প্রেমই নিত্য, সত্য ও শাশ্বত সুন্দর বস্তু। তাহাকে অনুশীলন করিয়া যাইবার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। যে জীবন প্রেমহীন, তাহা মরণেরই নামান্তর। ভালোবাসাই বাঁচিয়া থাকা, না ভালোবাসিতে পারাই মরিয়া যাওয়া। ভালবাসাই ভগবান্‌কে পাওয়া, ভালবাসিতে না পারাই ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। এক দুর্গম দুরধিগম্য অঞ্চলে তোমাকে ভগবান্ পাঠাইয়াছিলেন প্রেমেরই অনুশীলন ও বিস্তারের জন্য, তাহা অপেক্ষাও দুর্গমতর স্থানে তিনি এখন একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে আনিয়াছেন। ধর্ম্মনগরে অখিলবাবু বিভাগীয় শাসক এবং তোমার গুরুভ্রাতা প্রফুল্ল থানা-অফিসার থাকাকালে আমি লুসাই সীমান্তের এই দুর্গম স্থানটাতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি সকল রকমে প্রায় প্রস্তুতও হইয়াছিলাম। তখন সেখানে পালে পালে হাতী বিচরণ করিত মদমত্ত হইয়া, বাঘ ও বন্য শূকর

পথে পড়িত, আর সভ্যতাবর্জ্জিত আদিম অধিবাসীরা হিংস্রতার চূড়ান্ত সীমায় ছিল। আজ তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রাস্তাঘাট হইতেছে, মানুষের যাতায়াত বাড়িয়াছে, অসভ্যরা আগের চেয়ে কতকটা সুসভ্য হইয়াছে, রাজ্যের শাসনক্ষমতা সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তারিত হইয়াছে।

আদিম বর্ব্বতায় যাহারা নিমজ্জিত ছিল, তাহাদের আংশিক পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীদের নিশ্চয়ই প্রশংসা করিব। কিন্তু ইহাদের প্রচার সকল সময়েই সাধুপথে চলে নাই। কখনো কখনো ইহারা আশ্রয় লইয়াছেন ছল-চাতুরী ও অন্যান্য কৌশলের। মাত্র এইটুকু ছাড়া অন্য কিছুতে সেই অঞ্চলের খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহিত আমাদের কোনও মতদ্বৈধের কারণ নাই। তাঁহারা যাহাদিগকে সভ্যতা ও ধর্ম্ম দিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রভু যীশুর চরণ হইতে ছিনাইয়া আনার চেষ্টায় আমি কোনও সার্থকতা দেখিতেছি না।

কিন্তু সম্প্রতি যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দৈব-দুর্বিপাকে একটা অজন্মা হইলে তাহারই জন্য যেন এই সদাশয় ভদ্রলোকেরা ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকেন। সামান্য কিছু টাকা ধার দিয়া বা দান করিয়া দলে দলে

লোককে খ্রীষ্টান করিয়া লন। এই জাতীয় অন্যায়কে ধর্ম্মপ্রচার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা দস্তুর মতন একটা চাতুরীপূর্ণ অবৈধ প্রয়াস। ইহাকে বাধা দিতে হইবে।

কিন্তু কলহ বা সংঘর্ষের মধ্যে যাইয়া বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহা আমাদের ধাতের সহিত বনিবেও না। যেই সকল পাহাড়ীদিগকে কেবল সাময়িক সামান্য নূন ও কয়েক কুড়ি টাকা দিয়া খ্রীষ্টান করিয়া লওয়া হইতেছে, তাহাদের মধ্যে তোমাদের যাইতে হইবে। খ্রীষ্টকে নিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা খ্রীষ্টকেও জগতের অন্যান্য মহামানবের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধায় মানি। হরিনাম-কীর্ত্তনের বন্যাপ্রবাহ বহাইয়া বনপর্ব্বত কাঁপাইয়া আমাদের, একবার নয়, দুইবার নয়, শতবার সহস্র বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইবে। নামের শক্তিতে আপনা আপনি যাহা হইবার, হইবে। অন্যের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া নিজের ধর্ম্মের মান বাড়ে না, নিজের ধর্ম্মকে অপ্রতিম সাহসে ধরিয়া রাখিয়াই তাহার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এ কাজ করিবার জন্য তোমাদের সাহসের দরকার হইবে। কাহাকেও আঘাত না করিয়া, কাহারও সহিত বিরোধ-সৃষ্টিতে না যাইয়া, কেবল নামের অমৃত বিলাইয়া বিলাইয়া বিলীয়মান ক্ষীয়মাণ অপসৃয়মান প্রাচীন ধর্ম্মকে তোমাদের জাগাইতে হইবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যদিও প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত লোকদেরই ঐ অঞ্চলে বাস, তবু তাহারা ঐ অঞ্চলের অবশিষ্ট লোকদের ত' নিজেদের ধর্ম্মে সুস্থির থাকিতে দিতেছেন না। কেবল সুযোগের তল্লাসে রহিয়াছেন যে, কে কখন কোন্ অভাবে পড়ে! টাকা দাও, ঋণে বা দানে আটক করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টান কর, তার পরে টাকার দাবী তুলিয়া নাও। ইহা ত' ধর্ম্মপ্রচার নহে! ইহা অপরাধ। ইহা অন্যায়। তোমরা ভয় পাইয়া যাইও না। সাহসের সহিত প্রতীক্ষা কর এবং যেখানে যতটুকু আবশ্যক, সত্য প্রচার কর। কিন্তু নাম-প্রচারই সব চাইতে ফলোপধায়ক উপায়। নাম-প্রবাহের জোয়ার-ভাটায় ইহাদিগকে তোমরা যে নিশ্চয়ই জগৎ ভুলাইয়া দিতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস কর। আমরা খ্রীষ্টানের গীর্জ্জায় কত ভক্তি-সহকারে যাই, মুসলমানের মসজিদের কাছ দিয়া যাইবার কালে কত বিনম্র মনে চলি। কারণ সেখানে কেহ না কেহ ভগবানেরই উপাসনা করেন। আমাদের অধিকার আছে সকল দেশে ভগবানের নাম কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিবার। কত প্রকারে মধুর এবং প্রাণস্পর্শী করিয়া নাম-কীর্ত্তন করা যায়, তাহা দেখ।

আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা কেন সুসম্ভব হইবে না? তোমরা এক কথায়ই হতাশ হইয়া যাইও

না। সকলকে অন্তর ভরিয়া প্রেম দিয়া যাও। অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ

পুপুন্কী আশ্রম,

২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পাহাড়ে যাহারা জুম ফসল করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিত, সরকারী নীতির পরিবর্ত্তনে এখন তাহাদের সকল জেলাতেই আস্তে আস্তে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর কাছাড় জেলায় অনেক রিয়াং এইভাবে জীবিকাচ্যুত হইয়াছে। দেখিতেছি যে, তোমাদেরও ওখানে তাহাই হইতেছে। এমতাবস্থায় নিরীহ ভাবে কেবল দুঃখ সহ্য না করিয়া তোমাদের সকলের সংঘবদ্ধ ভাবে সরকারের দরবারে জমির জন্য আবেদন করা উচিত। এই সকল ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন না করিতে পারিলে সরকারী অফিসের লোকদের মনে ধারণা আসে না

যে গরীবেরা সত্যই কত কষ্টে আছে। ভারত স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা আসে নাই। এই জন্যই অতি সামান্য অভাবও বিনা আন্দোলনে দূর হয় না। কিন্তু এই সকল আন্দোলনে কোনও প্রকার হিংসার আশ্রয় লওয়া মারাত্মক রকমের ভুল। আরও একটা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, এই সকল আন্দোলনে যেই সকল লোক নেতৃত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময়ে অন্য কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলেন এবং গরীব লোকগুলিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন। ইহার ফলে গরীব লোকগুলি সত্যাগ্রহের নাম করিয়া হিংসার আশ্রয় লয়, অকারণে অশেষ অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে নিজেরাই দুঃখ পায় এবং উন্নতির দিকে না গিয়া অবনতির দিকে ধাবিত হয়। তাই তোমাদের মধ্যে যাহাতে বাজে লোকেরা নেতৃত্ব করিবার সুযোগ না পায়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। আমার মনে হয়, সকল রিয়াংরা যদি লিখিত ভাবে দিল্লীতে ও আগরতলায় পুনঃ পুনঃ হাজার হাজার রিয়াংয়ের সহি লইয়া আবেদন জানাইতে থাকে যে, তাহাদের গ্রামগুলি সংরক্ষিত অঞ্চল হইয়া গেলে তাহাদের হাতে-ভাতে মারা হইবে, তাহা হইলে ইহার সুফল কিছু-না-কিছু ফলিবেই। তোমরা প্রতি পনের দিনে একটী করিয়া আবেদন-পত্র পাঠাইতে থাক। ইহার ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

তবে যাহারা যাহারা সংরক্ষিত অঞ্চল হইতে বাহিরে গিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে পার, তাহারা তাহার চেষ্টাও দেখিতে পার। কিন্তু সকলের আবেদনের সাথে প্রতিজনকেই থাকিতে হইবে। এইভাবে ছয়সাত মাসে কম পক্ষে বারো তেরটী আবেদন দিল্লীতে ও আগরতলায় পাঠাইতে পারিলে এক বৎসরের মধ্যেই তোমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা সরকারী দিক হইতে অবশ্যই হইবে। সরকার মনে করিতেছেন যে, জুম ফসল করিয়া নিত্য নূতন স্থানে যাইবার প্রবৃত্তিটা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক নহে। তাই তাঁহারা জুমিয়াদের জমিগুলিকে সংরক্ষণ করিয়া বন করিতে চাহিতেছেন। সকল দেশেই ইহা করে। তবে সকল দেশে আমাদের ভারতের মতন এত অধিক লোক জুমের উপরে নির্ভর করে না। অন্যান্য দেশে অতি অল্প পরিমাণ জমির উপরেও সার-ব্যবহার, যত্ন-প্রয়োগ আদি করিয়া তাহারা অধিক ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। তোমরাও যদি সকলে এক এক স্থানে গিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়া, সেই সকল জমির পরিমাণ যতই কম হউক না কেন, তাহাতে সারগোবর ব্যবহার করিয়া ও যত্ন করিয়া ফসল বাড়াইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ইহার ফলে তোমরা অনেকেই অল্প জমিতেও নিজেদের অবস্থা ভাল রাখিতে পারিবে। সরকার হয়ত ইহাই ভাবিয়া বনগুলিকে

সংরক্ষিত করিয়া দিতেছেন। তবে সরকারের দিক দিয়া হয়ত এই ত্রুটিও রহিয়াছে যে, তাঁহারা তোমাদের ঘরে ঘরে যাইয়া এই তথ্যগুলি পরিবেশন করিবার যোগ্য ব্যবস্থা করেন নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুরা ভারতের নানা প্রান্তে গিয়া অনেকেই সামান্য সামান্য জমির উপরে অতি অসাধারণ যত্ন করিয়া প্রত্যাশার অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া নিজেদের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

তোমাদের রিয়াং সম্প্রদায়ের অসাধারণ দারিদ্র্যের আর একটা প্রধান কারণ হইল তোমাদের মধ্যে মদ্যপানের প্রাবল্য। শুধু রিয়াং নহে, পাহাড়ী প্রায় সকল জাতি সম্পর্কেই এই কথা খাটে। যাহার ক্ষেতে বা জমিতে হাজার মণ ধান হয়, সে যদি সাত শত মণ ধান মদ্য প্রস্তুতেই ব্যয় করিয়া দেয়, সে সুখে সংসার চালাইবে কি করিয়া? ইহাতে কেবল যে সংসারে দারিদ্র্য আসে, তাহাই নহে, ইহাতে তোমাদের প্রতিজনের পরমায়ুও কমিতেছে। মদ্যপানের ফলে তোমাদের অনেকের নানা প্রকার মতিভ্রম হইতেছে। ইহার ফলে তোমাদের অনেকের সন্তান-সন্ততি কম জন্মিতেছে। তাই তোমাদের সমাজের প্রতি স্তরে ভ্রমণ করিয়া করিয়া মদ্যপানের বিরুদ্ধে

অভিযান চালাইয়া যাওয়া উচিত। যে পরিমাণ ধান্য তোমরা মদ্য তৈরীতে অপব্যয় কর, তাহা ঘরে থাকিলে তোমরা অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্তের অপেক্ষা সুখে থাকিতে পারিতে। তোমাদের শ্রাদ্ধ, বিবাহ আদি প্রতিটি কার্য্যে মদ্যেরই মহোৎসব চলিতে থাকে। যে যে স্থানে অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধের প্রচলন হইয়াছে, মাত্র সেই সেই স্থানেই দেখিতে পাই যে, মদ্যপান রহিত হইয়াছে। আমি পাহাড়ীদের যে সকল গ্রামে একবার ঘুরিয়া আসিয়াছি, সেই সকল গ্রামে অনেক লোকে মদ্যপান ছাড়িয়া দিবার ফলে মদ্যপায়ীরা আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পাহাড়ের কার্য্যে রত ব্রহ্মচারীদের উপরে কতবার অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তাহারা যখন দেখিল যে, যাহারা আমাদের প্রভাবে আসিয়া মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইহার ফলে আর্থিক দিক দিয়া সকলের চাইতে অধিক স্বচ্ছল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তখন ইহাদের দ্রোহ-ভাব কতকটা প্রশমিত হয়। তথাপি এই সকল পাহাড়ী গ্রামে আমি যখন আমার আগামী ভ্রমণে যাইব, অনেক স্থানে এই আশঙ্কার কারণ আছে যে, মদ্যপানের সমর্থনকারীরা আমাকে আক্রমণও করিতে আসিতে পারে। ইহাই তোমাদের অনেকের সামাজিক অবস্থা তাই তোমাদের নিজেদেরই উদ্যম করিয়া সমস্ত সমাজ হইতে মদ্যপান বিদূরণের

চেষ্টা পাইতে হইবে। কেহই নিজ বিপদকে একা একজনের বিপদ বলিয়া মনে করিও না। একজনের বিপদ প্রকৃত প্রস্তাবে সকল লোকের বিপদ, সমস্ত সমাজের বিপদ। তাই একজন যেখানে দারিদ্র্যে পীড়িত হইয়াছে, সেখানে তাহারা দারিদ্র্যকে সমস্ত সমাজের প্রতীক দারিদ্র্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া সমস্ত সমাজের দারিদ্র্য দূর করিবার ব্যাপক উপায় নির্ণয়ে ও নির্ভুল পন্থা অবলম্বনে নিয়োগ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(নবম খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আজীবন সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত 'কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,

বারাণসী - ২২১০১০